সাঈদ আহমদ

উস্তাদ, দারুল উলূম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

‘আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত’ তথা

কাদিয়ানীদের অমুসলিম বলি কেন?

নির্দেশনায়

শায়খুল ইসলাম আল্লামা আহমদ শফী দা.বা.

রচনায়

সাঈদ আহমদ

উস্তাদ: দারুল উলূম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

প্রচারে

উচ্চতর দাওয়াহ ও ইরশাদ বিভাগ

দারুল উলূম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

প্রকাশকাল

এপ্রিল, ২০১৯ ঈসায়ী
রজব, ১৪৪০ হিজরী

দ্বিতীয় প্রকাশঃ মে ২০১৯ ঈসায়ী

তৃতীয় প্রকাশঃ মার্চ ২০২০ ঈসায়ী

পরিবেশনায়ঃ মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাঃ ০১৭৩১-৭৬৪৯২৬

হাদিয়াঃ ২০০ টাকা

**মরহুম আব্বাজান এবং ‘খতমে নবুওয়াত আকীদা’
হেফাযতের জন্যে যারা মেহনত-মুজাহাদা করেছেন
তাঁদের রুহের মাগফিরাত কামনায় এবং
প্রিয় নবীজীর শাফাআত লাভের আশায়**

... সাঈদ আহমদ

কাদিয়ানীরা এ দেশে থাকুক এবং অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের মতোই নাগরিক অধিকার ও ধর্মপালনের স্বাধীনতা ভোগ করুক

তবে

'মুসলিম' পরিচয়ে নয় এবং ইসলামী পরিভাষাসমূহ (কালিমা, মসজিদ ইত্যাদি শব্দ) ব্যবহার করে নয়।

কাদিয়ানীদের অমুসলিম বলি কেন?

পিতাকে অস্বীকারকারী পুত্র যেমন তাঁর সম্পদের ওয়ারিস তথা অংশীদার হতে পারে না, তেমনিভাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ নবী অস্বীকারকারীও ইসলামের ওয়ারিস তথা মুসলিম হতে পারে না।

বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামীলীগের গঠনতন্ত্র না মেনে যেভাবে কেউ 'আওয়ামীলীগ' নামধারণ ও তাদের একান্ত পরিভাষাসমূহ ব্যবহার করতে পারে না

তদ্রূপ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইসলামের মৌলিক আকীদা না মেনে কেউ 'মুসলিম' নামধারণ ও একান্ত ইসলামী পরিভাষাসমূহ ব্যবহার করতে পারে না।

সূচি

কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী বলেছেন, “যাহাদের নিকট আমার দাওয়াত পৌঁছা সত্ত্বেও আমাকে গ্রহণ করে নাই, তাহারা মুসলমান নহে।” (রূহানী খাযায়েন ২২/১৬৭; বাংলা হাকীকাতুল ওহী পৃ. ১৩০, বইটি তাদের ঢাকা বকশী বাজারস্থ মজলিসে আনসারুল্লাহ বাংলাদেশ কর্তৃক নভেম্বর ১৯৯৯ সনে প্রকাশিত; তাযকেরা পৃ. ৫১৯ চতুর্থ এডিশন।)

روحانی خزائن جلد۲۲ ۱۶۷ حقیقة الوحی

آپ کے نہ ماننے سے کوئی کافر نہیں ہو سکتا۔ لیکن عبدالحکیم خان کو آپ لکھتے ہیں کہ ہر ایک شخص
جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اُس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اِس بیان اور پہلی

অন্যত্র বলেছেন, “তার অনুসারী ছাড়া কোটি কোটি মুসলমান খোদা ও রাসূলের নাফরমান ও জাহান্নামী।” (তাযকেরা পৃ. ২৮০।)

۲۸۰

۱۸۹۹ء „جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا
مخالف رہے گا وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا اور جہنمی ہے“
(از خط حضرت اقدس بنام بابو الٰہی بخش صاحب ۱۶ جون ۱۸۹۹ء مجموعہ اشتہارات جلد ۳ صفحہ ۲۷۵۔ تبلیغ رسالت
جلد نہم صفحہ ۲۷)

অন্যত্র লিখেছেন, “যারা তার বিরোধী তারা খৃস্টান, ইহুদী এবং মুশরিক।” (রূহানী খাযায়েন ১৮/৩৮২।)

روحانی خزائن جلد۱۸ ۳۸۲ نزول المسیح

پیدا ہو گیا اور جو میرے مخالف تھے اُن کا نام عیسائی اور یہودی اور مشرک رکھا گیا چنانچہ قرآن شریف

কাদিয়ানীদের প্রথম খলীফা হেকীম নূরুদ্দীন (মৃ. ১৯১৪) বলেছেন, “এ কথা একেবারে ভুল যে, আমাদের (কাদিয়ানী সম্প্রদায়) ও অ-আহমদীদের (মুসলমানদের) মাঝে কোন শাখাগত বিষয়ে মতবিরোধ। কেননা সমস্ত রাসূলের উপর ঈমান আনা ছাড়া কেউ মুসলমান হতে পারে না। সেই নবী আগে আসুক বা পরে আসুক, হিন্দুস্তানের হোক বা অন্য কোন দেশের হোক। কোন নবীর অস্বীকার কুফরী। আর আমাদের বিরোধীরা যেহেতু মির্যা সাহেবকে অস্বীকার করেন, তাহলে এ মতবিরোধ শাখাগত কীভাবে হয়?” (হায়াতে নূর: লেখক আব্দুল কাদের, মুরব্বী সিলসিলায়ে আহমদীয়্যা পৃ. ৫০৪-৫০৫, ২০০৩ ঈ. সনে প্রকাশিত।)

احمدی اور غیر احمدی میں فرق

جناب ایڈیٹر صاحب بدر لکھتے ہیں:

”۲۷ر فروری ۱۹۱۱ء کو قبل دوپہر حضرت امیر المومنینؓ کی خدمت میں یہ سوال پیش کیا گیا کہ احمدیوں اور غیر احمدیوں میں کوئی فروعی اختلاف ہے؟ اس پر حضرت امیر المومنین نے جو کچھ اس کا جواب دیا۔ میں اس کے مفہوم کو اپنے حافظہ سے اپنے الفاظ میں لکھتا ہوں۔ فرمایا۔ یہ بات تو بالکل غلط ہے کہ ہمارے اور غیر احمدیوں کے درمیان کوئی فروعی اختلاف ہے۔ کیونکہ جس طرح پر وہ نماز

....

ہے۔ ایمان بالرسل اگر نہ ہو۔ تو کوئی شخص مومن مسلمان نہیں ہوسکتا۔ اور ایمان بالرسل میں کوئی تخصیص نہیں۔ عام ہے خواہ وہ نبی پہلے آئے یا بعد میں آئے۔ ہندوستان میں ہوں یا کسی اور ملک میں۔ کسی مامور من اللہ کا انکار کفر ہو جاتا ہے۔ ہمارے مخالف حضرت مرزا صاحب کی ماموریت کے منکر ہیں۔ اب بتلاؤ

باب ہفتم ۵۰۵ حیاتِ نور

کہ یہ اختلاف فروعی کیونکر ہوا۔ قرآن مجید میں تو لکھا ہے لا نفرق بین احد من رسله. لیکن حضرت مسیح موعود کے انکار میں تو تفرقہ ہوتا ہے۔ رہی یہ بات

তিনি আরো বলেছেন, “তাদের (মুসলমানদের) ইসলাম ভিন্ন আর আমাদের ইসলাম ভিন্ন।” (কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত তাদের পত্রিকা দৈনিক আল-ফযল, ৩১ ডিসেম্বর ১৯১৪ ঈ. পৃ. ৬, কলাম ১।)

یہی وجہ ہے کہ حضرت خلیفہ اول نے اعلان کیا تھا ان کا اسلام اور ہے اور ہمارا اسلام اور ہے

কাদিয়ানীদের দ্বিতীয় খলীফা মির্যাপুত্র বশিরুদ্দীন মাহমুদ বলেছেন, “হযরত প্রতিশ্রুত মাসীহ (মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী) এর মুখ থেকে শোনা শব্দগুলো এখনো আমার কানে ধ্বনিত হচ্ছে। তিনি বলেছেন, এটা ভুল কথা যে, অন্যদের (মুসলমানদের) সঙ্গে আমাদের বিরোধ শুধু ঈসা আ.-এর মৃত্যু বা আরো কিছু মাসআলায়। হযরত বলেছেন, আল্লাহ তাআলার সত্তা, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কুরআন, নামায, রোযা, হজ ও যাকাত সহ তিনি বিস্তারিত বলেছেন। মোটকথা, প্রত্যেকটি বিষয়ে তাদের সঙ্গে আমাদের বিরোধ রয়েছে।” (কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত দৈনিক আল-ফযল, ৩০ জুলাই ১৯৩১ ঈ. পৃ. ৭, কলাম ১।)

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تقریر کی

معمولی بات

چند مسائل میں

তার আরেকটি বক্তব্য, “তাদের (মুসলমানদের) ইসলাম ভিন্ন আমাদের ইসলাম ভিন্ন, তাদের খোদা আলাদা আমাদের খোদা আলাদা, তাদের হজ পৃথক আমাদের হজ পৃথক। এভাবে তাদের সাথে প্রত্যেকটি বিষয়ে মতানৈক্য।” (দৈনিক আল-ফযল, ২১ আগস্ট ১৯১৭ ঈ. পৃ. ৮, কলাম ১।)

اخبار الفضل قادیان دار الامان ۲۱- اگست ۱۹۱۷ء

کہ ان کا اسلام اور ہے اور ہمارا اور ان کا خدا اور ہے
ہمارا خدا اور ہمارا حج اور ہے ان کا حج اور اسی طرح
ان سے ہر بات میں اختلاف ہے۔

মির্যাপুত্র বশিরুদ্দীন মাহমুদ লিখেন, "যে সকল মুসলমান হযরত প্রতিশ্রুত মাসীহ (মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী) এর অনুসারী হয়নি, এমনকি তার নাম পর্যন্ত শুনেনি, তারা কাফের এবং ইসলাম থেকে খারিজ।" (আনওয়ারুল উলূম ৬/১১০।)

انوار العلوم جلد ۶ — ۱۱۰ — آئینہ صداقت

کے مصداق ہیں۔سوم یہ کہ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعودؑ کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ
انہوں نے حضرت مسیح موعودؑ کا نام بھی نہیں سُنا۔وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔

তিনি আরো বলেছেন, "আমাদের জন্য ফরয হল, অ-আহমদীদেরকে (অর্থাৎ মুসলমানদেরকে) মুসলমান মনে না করা এবং তাদের পিছনে নামায না পড়া। কেননা আমাদের নিকট আল্লাহ তারা তাআলার একজন নবীকে অস্বীকারকারী।" (আনওয়ারুল উলূম ৩/১৪৮।)

انوار العلوم جلد-۳ — ۱۴۸ — انوار خلافت

اسے کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور ان کے
پیچھے نماز نہ پڑھیں۔کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالیٰ کے ایک نبی کے منکر ہیں یہ دین کا معاملہ

আরো বলেন, "অ-আহমদীদের পিছনে নামায পড়া জায়েয নয়, জায়েয নয়, জায়েয নয়।" (আনওয়ারুল উলূম ৩/১৪৭।)

ہیں۔میں کہتا ہوں تم جتنی دفعہ بھی پوچھو گے اتنی دفعہ ہی میں یہی جواب دوں گا کہ غیر احمدی
کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں۔جائز نہیں۔جائز نہیں۔میں اس کے متعلق خود کر ہی کیا سکتا

মির্যা কাদিয়ানীর আরেক পুত্র মির্যা বশির আহমদ এম. এ তার পিতা সম্পর্কে বলেন, "প্রতিশ্রুত মাসীহ (মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী) এর দাবি "তিনি আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে আদিষ্ট এবং আল্লাহ তাআলার সাথে তার কথা হয়" তার এ কথাটিকে আপনি দু'ভাবে নিতে পারেন। হয়তো সে নিজ দাবিতে মিথ্যুক, আল্লাহ তাআলার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে। তাহলে অবশ্যই সে কাফের।

অথবা তিনি স্বীয় দাবিতে সঠিক, আল্লাহ তাআলার সাথে তার কথোপকথন হয়। এক্ষেত্রে গোলাম আহমদের দাবিকে অস্বীকারকারীগণ নিঃসন্দেহে কাফের হবে। এবার আপনার সিদ্ধান্ত, প্রতিশ্রুত মাসীহকে অস্বীকারকারীদের মুসলমান বলে মির্যা গোলাম আহমদকে কাফের বলা, অথবা মির্যাকে সত্য ঘোষণা দিয়ে তাকে অস্বীকারকারীদের কাফের আখ্যা দেয়া। এটা কখনো হতে পারে না যে, দু'পক্ষই মুসলমান হবে।" (কালিমাতুল ফস্‌ল পৃ. ১২৩।)

نمبر۳ — ریویو آف ریلیجنز — ۱۲۳

اب مسیح موعودؑ کا یہ دعوی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مامور ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اسکے
ساتھ ہمکلام ہوتا ہے دو حالتوں سے خالی نہیں۔یا تو وہ نعوذ باللہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا
ہے اور محض افتریٰ علی اللہ کے طور پر دعویٰ کرتا ہے تو ایسی صورت میں نہ صرف وہ
کافر بلکہ بڑا کافر ہے اور یا مسیح موعودؑ اپنے دعویٰ الہام میں سچا ہے اور خدا سچ مچ اس سے
ہمکلام ہوتا تھا تو اس صورت میں بلاشبہ یہ کفر انکار کرنیوالے پر پڑیگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ
نے اس آیت میں خود فرمایا ہے۔پس اب تم کو اختیار ہے کہ یا مسیح موعودؑ کے منکروں کو
مسلمان کہکر مسیح موعودؑ پر کفر کا فتویٰ لگاؤ اور یا مسیح موعودؑ کو سچا مانکر اسکے منکروں کو
کافر جانو یہ نہیں ہو سکتا کہ تم دونوں کو مسلمان سمجھو کیونکہ آیت کریمہ صاف بتا رہی ہے کہ اگر یہ

তিনি আরো বলেন, “যে ব্যক্তি মুসা আ.-কে মান্য করে কিন্তু ঈসা আ.-কে মানে না, অথবা ঈসা আ.-কে মানে কিন্তু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানে না, কিংবা তাঁকে মানে কিন্তু প্রতিশ্রুত মাসীহকে (মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে) মানে না, সে শুধু কাফের নয় বরং পাক্কা (চরম) কাফের এবং ইসলাম থেকে খারিজ।” (কালিমাতুল ফস্ল পৃ. ১১০।)

جلد ۱۴ کلمۃ الفصل ۱۱۰

....

کے ماتحت ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا یا عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد کو نہیں مانتا اور یا محمد کو مانتا ہے پر مسیح موعود کو نہیں مانتا وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے

আরো বলেন, “আমরা দেখতে পাই যে, হযরত প্রতিশ্রুত মাসীহ (মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী) অ-আহমদীদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) সাথে শুধু অতটুকু বিষয় বৈধ রেখেছেন, যতটুকু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খৃস্টানদের সাথে করেছেন। অ-আহমদীদের থেকে আমাদের নামায পৃথক করা হয়েছে, তাদেরকে মেয়ে বিবাহ দেওয়া হারাম বলা হয়েছে এবং তাদের জানাযা পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব আর কী বাকি থাকল, যা তাদের সাথে মিলে করা যাবে।” (প্রাগুক্ত পৃ. ১৬৯।)

نمبر ۴ ریویو آف ریلیجنز ۱۶۹

....

کیونکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود نے غیر احمدیوں کے ساتھ صرف وہی سلوک جائز رکھا ہے جو نبی کریم نے عیسائیوں کے ساتھ کیا۔
غیر احمدیوں سے ہماری نمازیں الگ کی گئیں ان کو لڑکیاں دینا حرام قرار دیا گیا ان کے جنازے پڑھنے سے روکا گیا اب باقی کیا رہ گیا ہے جو ہم ان کے ساتھ ملکر کر سکتے ہیں۔ دو

কাদিয়ানীদের অমুসলিম বলি কেন?

بسم الله الرحمن الرحيم

“আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত” তথা কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের ব্যাপারে অনেকেই এ ভুল ধারণার শিকার যে, তাদের সাথে মুসলিম সমাজের বিরোধ হানাফী-শাফেয়ী বা হানাফী-আহলে হাদীস কিংবা সুন্নী-বেদআতীদের মতবিরোধের মতো।

আরো সহজে বললে, তারাও ইসলামেরই (?) একটি দল। তবে শাখাগত বা ছোট-খাটো বিষয়ে তাদের সঙ্গে কিছু বিরোধ আছে। যেরূপ উল্লিখিত দলগুলোর মাঝে রয়েছে। তাই এমন মনোভাব পোষণকারীরা কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ও কাফের মনে করা ও বলা থেকে এড়িয়ে চলেন অথবা এটাকে অপরাধ মনে করেন।

অথচ উক্ত ধারণা মারাত্মক ভুল। কেননা কাদিয়ানীবাদ ইসলাম বহির্ভূত একটি মতবাদ। ইসলাম ও কাদিয়ানীবাদ দুটি আলাদা ধর্ম। দুটোর মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। দুটোর মধ্যে আগুন-পানির সম্পর্ক। ইসলামের সাথে এদের বিদ্রোহ একেবারেই সুস্পষ্ট। কাদিয়ানীরা আর যাই হোক, ইসলাম ধর্মের অনুসারী হতে পারে না।

এরা ইসলামের নাম ব্যবহার করলেও ইসলামের মৌলিক আকীদা মানে না, মুসলিম দাবি করলেও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ নবী বিশ্বাস করে না, কালিমা পড়লেও মুসলমানদের মতো উদ্দেশ্য নেয় না।

এদের রয়েছে আলাদা মিথ্যা নবী, আলাদা মিথ্যা ওহী, আলাদা মিথ্যা মাসীহ ও মাহদী, আলাদা মিথ্যা ফেরেশতা, আলাদা মিথ্যা সাহাবা, আলাদা মিথ্যা খলীফা, আলাদা মিথ্যা মসজিদে আকসা ইত্যাদি।

এরপরও ন্যক্কারজনকভাবে এরা ইসলামের পরিচয় ও পরিভাষা ব্যবহার করছে এবং মুসলিম জাহানে সর্বসম্মতিক্রমে অমুসলিম হিসেবে ঘোষিত হওয়ার পরও মুসলিম দাবি করছে।

এরা কুফরীর মাঝে ইসলামের লেবেল লাগায়, নিজেদের কুফরীকে ইসলাম বলে পেশ করে, মদভর্তি বোতলের উপর যমযমের পানির লেবেল লাগিয়ে বাজারজাত করে, কুকুরের গোশতকে গরুর গোশত বলে বিক্রি করে, ঔষধের নামে বিষ খাইয়ে দিয়ে সাধারণ মুসলমানদেরকে ঈমানহারা ও ইসলামছাড়া করে।

উপরোক্ত তথ্যগুলো জানানোর জন্যই গ্রন্থাকারে আমাদের এ তৎপরতা ও চেষ্টা-প্রচেষ্টা। ভারত-পাকিস্তানে উর্দূ ভাষায় এ বিষয়ে পর্যাপ্ত কাজ হলেও বাংলাদেশে বাংলাভাষায় কাজ অনেক পিছিয়ে। তাই কাদিয়ানীবাদ সম্পর্কে আরো বিভিন্ন আঙ্গিকে কাজ হওয়া দরকার!

প্রায় দু'বছর পূর্বে আমি "খতমে নবুওয়াত ও কাদিয়ানী ধর্মমত" নামে একটি ক্যালেন্ডার প্রকাশ করেছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ, বড়দের অনেকেই এবং তাহাফ্ফুযে খতমে নবুওয়াত এর মেহনতের ব্যক্তিবর্গরা পছন্দ করেছেন এবং বিভিন্ন জেলায় ইমাম-খতীবদের মাঝে ফ্রি বিতরণও করেছেন। এদিকে বড়-ছোট অনেকেই এটিকে বইয়ের রূপ দেয়ার হুকুম ও আবদার করেছেন। তাই ক্যালেন্ডারটিকে সামনে রেখে বিভিন্ন স্থানে তথ্য ও বক্তব্য সংযোজন-বিয়োজন করে বইয়ের রূপ দেয়া হয়েছে।

এ বইয়ের বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ইলমী ধাঁচের আলোচনায় না গিয়ে, বরং মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ও তার অনুসারীদের রচিত-প্রকাশিত ও তাদের ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত পত্রিকা ও রচনাবলী থেকে সরাসরি স্ক্রীনশট নিয়ে দুই দুই চারের মতো সহজভাবে তাদের ইসলাম বহির্ভূত মতবাদ ও বক্তব্য-বিশ্বাস তুলে ধরা হয়েছে।

যাতে এটি পড়ার পর একজন সাধারণ ব্যক্তিও এ কথা বলতে বাধ্য হন যে, ইসলাম ও কাদিয়ানীবাদ দুটি আলাদা ধর্ম; ইসলামের সাথে এদের জঘন্যতম বিদ্রোহ; এরা কখনোই মুসলিম নাম ধারণ করতে পারে না এবং ইসলামেরই (?) একটি দল হতে পারে না।

হাওয়ালা ও তথ্যসূত্রের ক্ষেত্রে যেখানে এ দেশীয় কাদিয়ানীদের অনূদিত বাংলা গ্রন্থ পেয়েছি, সেখানে এগুলোর পৃষ্ঠা নম্বরও সংযুক্ত করা হয়েছে এবং কয়েক স্থানে এর বাংলা স্ক্রীনশটও দেওয়া হয়েছে।

আর সব স্ক্রীনশট দেখার ক্ষেত্রে এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, স্ক্রীনশটটির সম্পর্ক এর পূর্বের বক্তব্যর সাথে, পরের সাথে নয়।

বইয়ের শেষে দু'টি বিশেষ বিষয় সংযুক্ত করা হয়েছে। একটি হল, মাওলানা ফকীরুল্লাহ ওসায়া সাহেব ও কাদিয়ানীদের মাঝে অনুষ্ঠিত **'আলামাতে মাহদী'** ও **'হায়াতে ঈসা'** সম্পর্কে দুটি মুনাযারা বা বিতর্ক, যা মাতীন খালেদ সাহেব **"কাদিয়ানিউ সে ফায়সালা কুন মুনাযেরে"** কিতাবে ৫১-৮৫ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করেছেন। কিতাবটিতে আরো মুনাযারা থাকলেও এ দুই মুনাযারা সংযুক্তের কারণ হচ্ছে, কাদিয়ানীরা বর্তমানে উক্ত বিষয়দ্বয়ের উপর বেশি জোর দিয়ে থাকে। এছাড়া তাদের সাথে কীভাবে কথা বলতে হবে, এর কিছুটা ধারণা ও অভিজ্ঞতাও অর্জন হবে।

দ্বিতীয় সংযুক্তি হচ্ছে, হযরত মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানভী রাহ. এর গুরুত্বপূর্ণ একটি বক্তব্য **"কাদিয়ানী সম্প্রদায় ও অন্য কাফেরদের মাঝে পার্থক্য"**।

স্বীকৃত কথা, মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয় তাই ভুল হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ভাষাগত ভুল বা উপস্থাপনে জটিলতা কিংবা তথ্যগত অসঙ্গতি দেখলে আমাদের জানিয়ে মুহসিনদের কাতারে শামিল হবেন। পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে, ইনশাআল্লাহ!

বইটির সুন্দর প্রচ্ছদ ও স্ক্রীনশট ইত্যাদির ক্ষেত্রে আমাদের 'দাওয়াহ ও ইরশাদ বিভাগের' চলতি বছরের তালিবুল ইলম মুহাম্মাদ হায়দার আলীর সহযোগিতা রয়েছে; এছাড়া আরো দু'-এক ভাই বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। দুআ করি আল্লাহ তাআলা যেন নিজ শান অনুযায়ী তাদেরকে এর প্রতিদান দান করেন এবং মওত পর্যন্ত দ্বীনের খিদমাতে লাগিয়ে সুন্দর ও বরকতময় জীবন দান করেন। আমীন!

হে আল্লাহ! আমাদের এ মেহনতকে ইখলাসের সাথে কবুল করুন, বইটিকে মাকবুলে আম দান করুন, কাদিয়ানী ভাইদের ইসলামে ফিরে আসার উসিলা বানিয়ে দিন এবং ময়দানে হাশরে তোমার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফাআত নসীব করুন। আমীন!

বান্দা
সাঈদ আহমদ
দারুল উলূম হাটহাজারী
২০/৭/৪০হি.

ইসলামে আকীদার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য ইসলামকে দীন হিসেবে মনোনিত করেছেন। (সূরা মায়েদা ৩।) আর এই দীন হল দুটি বস্তুর নাম। **১.** সুনির্দিষ্ট কিছু আকীদা-বিশ্বাস লালন। **২.** সুনির্দিষ্ট কিছু আমল পালন।

তবে আমলের তুলনায় আকীদা অধিক গুরুত্বপূর্ণ, বরং আমলের গ্রহণযোগ্যতার জন্য আকীদার বিশুদ্ধতা শর্ত। কেননা–

প্রথমত: আকীদার বিশুদ্ধতা ছাড়া কোন আমলই আল্লাহ পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়। (সূরা মায়েদা ৬; কাহাফ ১০৫; নূর ৩৯; ইবরাহীম ১৮; ফুরকান ২৩।) মানুষের আত্মা ছাড়া যেমন শরীরের কোন মূল্য নেই, তেমনি আকীদা ছাড়া আমলের কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। এ কারণেই ইসলামের পঞ্চবুনিয়াদের প্রধান হল আকীদা। (বুখারী হা. ৪; মুসলিম হা. ১৬।)

সুতরাং কেউ যদি হাজারো আমল করে বা সমস্ত আমল সঠিকভাবে পালন করে; কিন্তু তার আকীদা বাতিল ও ভ্রান্ত হয়, তবে তার সকল আমল বরবাদ এবং তার এ আমলের স্বরূপ হল ফলবিহীন চাষাবাদ।

এ জন্যই আকীদা ঠিক করতে হবে আমলের আগে সবার আগে, রাখতে হবে প্রথম সারীতে সর্বপ্রথমে।

দ্বিতীয়ত: কারো যদি সকল মৌলিক আকীদা সঠিক ও বিশুদ্ধ হয়ে মাত্র একটি আকীদা বাতিল ও ভ্রান্ত হয়, এরপরও ঈমান থাকে না। (সূরা হুদঃ ১৭; মুসলিমঃ হা. ৩৪।) যেমনিভাবে বেলুনে সামান্য ফুটো হলেও হাওয়া থাকে না। তবে সকল আকীদা বিশুদ্ধ হয়ে আমলে ক্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে ঈমান নিঃশেষ হয়ে যায় না।

উদাহরণস্বরূপ, আকীদা হল মানুষের আত্মার মতো, আর আমল হল মানুষের শরীর তথা হাত-পা ও অন্যান্য অঙ্গের মতো। মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে গেলেও সে জীবিত থাকে; কিন্তু আত্মার কিছু হলে মানুষ বাচেঁ না। তদ্রূপ আমলে ক্রুটি হলেও ঈমানহারা হয় না, কিন্তু একটি আকীদাও ভ্রান্ত হলে ঈমান থাকে না।

এ জন্যই আল্লাহ তাআলা আকীদার স্থান বানিয়েছেন দিল ও অন্তরকে, আর আমলের জন্য নির্বাচন করেছেন শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে।

কারণ শরীয়তের পক্ষ থেকে কারো কারো জন্য আমলের ক্ষেত্রে ছাড় রয়েছে। যেমন মুসাফির, রোগী, অপারগব্যক্তি, নারী (বিশেষ সময়ে) ও মালী ইবাদতে গরীবদের জন্য ছাড় রয়েছে। এছাড়াও মানুষ বিভিন্ন হালত ও অবস্থার সম্মুখীন হলে কিংবা কারো দুনিয়াবী ব্যস্ততা বা অলসতা নিত্যসঙ্গী হলে আমলের ক্ষেত্রে ক্রুটি ও কমতি হয়েই যায়।

কিন্তু কারো জন্যই কোন অবস্থাতেই আকীদার ক্ষেত্রে কোন প্রকার ক্রুটি করার সুযোগ নেই এবং কোন ধরণের ছাড়ও নেই। সে যেই হোক না কেন, যে কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হোক না কেন। এমনকি একেবারে অসহায় বা কঠিন মুসীবতের সম্মুখীন হলেও ধৈর্য্যধারণ করে সঠিক আকীদার উপর অবিচল থাকতে হয়।

কাজেই সর্বাবস্থায় প্রত্যেকের দিল ও অন্তরে সঠিক আকীদা পোষণ করতে হবে এবং সবার আকীদা এক ও অভিন্ন হতে হবে। এ কারণেই চার মাযহাবের মতপার্থক্য শুধু আমলের ক্ষেত্রে, আকীদার ক্ষেত্রে নয়।

তৃতীয়ত: কারো সকল মৌলিক আকীদা সঠিক ও বিশুদ্ধ, কিন্তু তার যিন্দেগীতে কোন ভাল আমল নেই, তবুও সে একদিন জান্নাতে যাবে, ইনশাআল্লাহ। তবে সমস্ত আমল বিশুদ্ধ হওয়ার পরও কেবল একটি মৌলিক আকীদা ভ্রান্ত হলে সে কখনো জান্নাতে যেতে পারবে না। (সূরা মায়েদা ৭২; বুখারী ১২৩৭; মুসলিম ১৫৩; মুসনাদে আহমদ ৬৫৮৬; ইবনে হিব্বান ৩০০৪।)

সুতরাং একটি আকীদা নিয়েও কোন আপোষ নয় এবং তা সমঝোতার বিষয়ও নয়। বরং মৌলিক আকীদার ক্ষেত্রে কোন প্রকার অজ্ঞতা, অস্পষ্টতা, অস্বচ্ছতা, শিথিলতা, অসাবধানতা, সিদ্ধান্তহীনতা বা বিচ্ছিন্নতার কোন অবকাশ নেই।

তাছাড়া আকীদা পোষণ করতে হয় দিল ও অন্তরে, আর আমল প্রকাশ পায় শরীর ও বাহিরে। তো বস্তু যত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান হয় তার হেফাযতের স্থান তত অন্দর মহলে করতে হয়। তাই আল্লাহ পাক আকীদার স্থান বানিয়েছেন শরীরের ভেতরকে, আর আমলের জন্য নির্বাচন করেছেন শরীরের বাহিরকে। সুবহানাল্লাহিল আযীম!

আকীদার দৃষ্টান্ত হল ১, ২ সংখ্যার মতো, আর আমল হল শূন্যের মতো। যদি কোথাও শুধু সংখ্যা থাকে এবং সাথে কোন শূন্য নাও থাকে, তারপরও সংখ্যার মূল্য থাকে। কিন্তু সংখ্যা ছাড়া যদি হাজারো শূন্য লেখা হয়, এর কোন মূল্য নেই।

অনুরূপ কারো আকীদা যদি সঠিক ও বিশুদ্ধ থাকে আর সাথে একটি আমলও যদি তার না থাকে, তাহলে সংখ্যার মতো এর মূল্য থাকে এবং মূল্যায়ন করা হবে। ফলে ইনশাআল্লাহ সে একদিন জান্নাতে যাবে। কিন্তু সঠিক ও বিশুদ্ধ আকীদা পোষণ না করে যদি হাজারো আমল করে, তাহলে এর কোন মূল্য নেই এবং সে কখনো জান্নাতে যেতে পারবে না।

এভাবে কোন সংখ্যার সাথে যদি শূন্য যোগ করা হয়, তাহলে সংখ্যার মূল্য বৃদ্ধি পায়। যেমন ১+০+০, দশ ও একশ হয়। আর শূন্যের সাথে (পূর্বে) যদি সংখ্যা লাগানো হয়, তাহলে কেবল শূন্যের মূল্য হয় এবং সংখ্যা গঠিত হয়। তদ্রূপ আকীদার সাথে যদি আমল যোগ হয়, তাহলে আকীদার মূল্য বৃদ্ধি পায়। আর আমলের সাথে যদি আকীদা ঠিক থাকে, তাহলে আমল মূল্যবান হবে ও প্রতিদান পাওয়া যাবে।

তাই **ঈমান একজন মুমিনের অমূল্য সম্পদ,** যার কোন তুলনা হয় না এবং এর কোন বিকল্প হয় না। এ জন্যই হযরত আসিয়া আদরের কোলের সন্তানসহ গরম তৈলে নিজেকে সপে দিয়েছেন, কিন্তু ফেরাউনের হাতে ঈমান ছেড়ে দেননি। হযরত সুমাইয়া রা. আবু জেহেলের হাতে নিজের জান তুলে দিয়েছেন, কিন্তু ঈমান তুলে দেননি। হযরত বেলাল রা. আরবের মরুভূমির উত্তপ্ত বালিতে অসহনীয় কষ্ট সহ্য করেছেন, এরপরও 'আহাদ' 'আহাদ' বলা বন্ধ করেননি। আর হযরত আবু যর রা. এর উপর অমানবিক নির্যাতনের মাত্রা এমন ছিল যে, তিনি আগুনের আঙ্গারাতে কোমরের চর্বি গলিয়েছেন, তারপরও ঈমান নিয়ে কোন আপোষ করেননি।

কোন ব্যক্তি মুমিন হতে পারা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। কারণ ঈমান ক্ষমতার দাপটে মিলে না এবং মর্যাদার চূড়াতে আসীন হলেও পাওয়া যায় না, অন্যথায় ফেরআউন-আবু জাহলরা শ্রেষ্ঠ ঈমানদার হতে পারত। ঈমান বড় সম্পদশালী হলেও অর্জন হয় না, তাহলে কারূন ও আজকের বিল গেটসরা বড় ঈমানদার হয়ে যেত। আবার ঈমান রক্তের বন্ধনেও ভাগ্যে

জুটে না, তাহলে নবীজীর চাচা আবু তালেব অপর দুই চাচা আব্বাস ও হামযা রা. এর মতো সৌভাগ্যবান ঈমানদারদের খাতায় নাম লিখাতে পারত। তাই মুমিন হতে পারা বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়।

তবে মুমিন হওয়ার পর ঈমান রক্ষা করে কবরে যেতে পারাটাই চূড়ান্ত সৌভাগ্য। কারণ আমি-আপনি সৌভাগ্যের শীর্ষচূড়ায় আরোহন করব, না হতভাগা হয়ে অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হব- তা এর মাধ্যমেই ফায়সালা হবে।

পরিতাপের বিষয় হল, **এই ঈমান-আকীদার ব্যাপারেই আমাদের অবহেলা ও শৈথিল্য প্রদর্শন সবচেয়ে বেশি। আমাদের দীনী মাহফিল ও সম্মেলনগুলোতে আকীদার বিষয়-বস্তু রাখা হয় না, কোথায়ও রাখা হলেও তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না এবং জুমার দিন মিম্বার থেকেও এ সম্পর্কে আওয়াজ উচ্চারিত হয় না বা করতে দেওয়া হয় না। আর রচনা ও প্রবন্ধ-নিবন্ধেও আকীদার আলোচনা তেমন চোখে পড়ে না কিংবা গুরুত্ব পায় না।**

ফলে যার ভয়াবহ পরিণতি আজ আমরা প্রত্যক্ষ করছি এবং অদূর ভবিষ্যতে অশনি সংকেত দেখতে পাচ্ছি। সমাজের সর্বত্র এর চিত্র সুস্পষ্ট। যেন হাদীসের বাস্তব প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছে, "সকালের মুমিন সন্ধ্যায় ঈমানহারা, সন্ধ্যার ঈমানদার সকালে ঈমানছাড়া"। (মুসলিম ১৮৬।) এমনকি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযীর আচরণ-উচ্চারণেও এমন কিছু প্রকাশ পাচ্ছে, যা সর্বসম্মত আকীদা বিরোধী ও সরাসরি ঈমান বিধ্বংসী।

যেমন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (secularism) ও মঙ্গল শোভাযাত্রা প্রভৃতিকে ইসলাম বিরোধী মনে না করা এবং "ধর্ম যার যার উৎসব সবার", "দেশের মালিক জনগণ" বা "জনগণ ক্ষমতার উৎস" ও বিভিন্ন পূজা বা অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান-উৎসবে যোগদান করে তাদের ধর্মের প্রসংশা করা ইত্যাদি বক্তব্য ও কার্যকলাপকে কুফরী ও শিরকী বিশ্বাস না করা।

'খতমে নবুওয়াত' ও 'নুযূলে ঈসা' (কেয়ামতের পূর্বে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আসমান থেকে অবতরণ) সহ আরো সর্বসম্মত কিছু আকীদাকে অস্বীকার করা সত্ত্বেও কাদিয়ানীদেরকে (আহমদীয়া জামা'ত) মুসলিম আখ্যায়িত করা। এবং বর্তমান শিয়া সম্প্রদায়কে 'ইমামত'

(নবীগণের চেয়েও বিশেষ মর্যাদা ও ক্ষমতার অধিকারী তাদের মাসূম ১২ ইমাম), 'তাকফীরে সাহাবা' (নির্দিষ্ট চার-পাঁচজন ছাড়া বাকি সাহাবাকে কাফের ও মুরতাদ মনে করা) ও 'তাহরীফে কুরআন' (কুরআন অরক্ষিত ও বিকৃত) এর মতো ঈমান বিধ্বংসী আকীদা রাখার পরও মুসলিমদের কাতারে শামিল করা।

এভাবে সঠিক আকীদা জানা না থাকার কারণে কিছু লোক গায়রুল্লাহকে সিজদা করে, গায়রুল্লাহর নামে পশু যবেহ করে এবং পীরকে আল্লাহর আসনে বসিয়ে পীর পূজা, দরগাহ পূজা, মাযার পূজা ও কবর পূজার মতো শিরকী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত।

আবার কেউ কেউ আল্লাহ পাকের বিশেষ গুণ আলিমুল গায়েব, হাযির-নাযির ও লাভ-নুকসানের মালিক ইত্যাদির সাথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বা গাউসুল আযম কিংবা পীর-বুজুর্গকে শরীক করে তৃপ্ত।

আরেকটি দল হাদীস ও সুন্নাহ অনুসরণের নামে তাকলীদ-মাযহাব বিষয়ে পরাজিত হয়ে এখন "আল্লাহ আরশের উপর সমাসীন", আল্লাহর হাত-পা আছে বা আল্লাহ সাকার এবং নবীগণ কবরে জীবিত নন প্রভৃতি বিশ্বাস সাধারণ জনগণকে গিলাতে উঠে পড়ে লেগেছে।

এছাড়াও আরেকটি রাজনৈতিক জামাআত আগে থেকে রয়েছে, যারা আম্বিয়ায়ে কেরামকে মাসূম বা নিষ্পাপ মনে করে না এবং সাহাবায়ে কেরামকে সত্যের মাপকাঠি মানে না।

উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত কিছু আকীদা এমন, যা কেউ লালন করলে ইসলামের গণ্ডির মধ্যে থাকতে পারে না। আর কিছু আকীদা এমন, যা পোষণ করলে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর অন্তর্ভূক্ত হতে পারে না। প্রথম প্রকার আকীদার কারণে মানুষ ইসলাম ও ঈমানহারা হয়, আর দ্বিতীয় প্রকার আকীদার লালনে মানুষ সুন্নাহ ও জামাআহছাড়া হয়।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে উভয় প্রকার আকীদা থেকে হেফাযত করুন। আমীন!

খতমে নবুওয়াত আকীদা পরিচিতি

আকীদার মৌলিক আলোচনা তিন ভাগে বিভক্ত। ১. ইলাহিয়্যাত বা তাওহীদ। ২. নবুওয়াত বা রিসালাত। ৩. সামইয়্যাত বা আখিরাত। আমাদের খতমে নবুওয়াত বিষয়টি দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভূক্ত।

আল্লাহ তাআলা জিন-ইনসানকে সৃষ্টি করেছেন শুধু তাঁরই ইবাদত করার জন্য। আর ইবাদতের পথ ও পদ্ধতি তাঁর বান্দাদের জানানোর জন্য দুটি মাধ্যম দিয়েছেন। ১. কিতাবুল্লাহ তথা আসমানী কিতাব। ২. রিজালুল্লাহ তথা তাঁর নির্বাচিত নবী-রাসূলগণ।

সকল ধর্মে একথা স্বীকৃত যে, আল্লাহ ও স্রষ্টা ব্যতীত সব কিছুর শুরু এবং শেষ উভয়টি রয়েছে। কাজেই উপর্যুক্ত মাধ্যম দু'টিরও শুরু এবং শেষ উভয়টি রয়েছে। আর মাধ্যমদ্বয়ের শুরু হযরত আদম আ. থেকে হয়েছে। এ কথার উপর মুসলমান ও বর্তমান আসমানী ধর্মের দাবিদার ইহুদী-খৃস্টান তিনো ধর্মের অনুসারীগণ একমত।

আর মাধ্যমদ্বয়ের ধারাবাহিকতা শেষ হয়েছে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শুভাগমনের মধ্যে দিয়ে। তাঁর পরে আর কোন ধরণের নতুন নবীর আগমন হবে না। অর্থাৎ নবী হয়ে আগমনের ধারাবাহিকতার পরিসমাপ্তি ঘটেছে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমনের মাধ্যমে।

উক্ত বিশ্বাস পোষণ করার নাম হচ্ছে, 'খতমে নবুওয়াত আকীদা' এবং এ কারণেই আমাদের নবীকে বলা হয়েছে, 'খাতামুন্নাবিয়্যীন' তথা শেষ নবী। এটি ইসলাম ধর্মের এমন একটি মৌলিক আকীদা, যার উপর কোন ব্যক্তি 'মুসলিম' হিসেবে সাব্যস্ত হওয়া- না হওয়া নির্ভর করে। অর্থাৎ যে কেউ 'মুসলিম' হিসেবে পরিচিত হতে চাইবে, তাকে অবশ্যই উক্ত বিশ্বাস ধারণ করতে হবে; অন্যথায় সর্বসম্মতিক্রমে সে অমুসলিম ও কাফের।

খতমে নবুওয়াত সম্পর্কে কিছু আয়াত ও হাদীস

১. আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"আজ আমি তোমাদের দীনকে পূর্ণতা দান করেছি, আর আমি তোমাদের জন্য আমার নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি এবং দীন হিসেবে ইসলামকে তোমাদের জন্য মনোনীত করেছি।" (সূরা মায়েদা ৩।)

⟫ আরও ইরশাদ হয়েছে,

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

"মুহাম্মাদ তোমাদের কোন সাবালগ পুরুষের পিতা নন, তবে তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী।" (সূরা আহযাব ৪০।)

⟫ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِستٍّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ.

অন্যান্য নবী থেকে আমাকে ৬টি বিষয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা হয়েছে। (তন্মধ্যে ৫ ও ৬ নাম্বার হল,) আমি সকল মাখলূকের প্রতি প্রেরিত হয়েছি এবং আমার দ্বারা নবীদের আগমন সমাপ্ত করা হয়েছে। (মুসলিম হা. ৫২৩।)

⟫ অপর এক হাদীসে বলেন,

إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي، كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ، وَيَعْجَبُونَ لَهُ، وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ؟ قَالَ: فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ.

আমার ও পূর্ব নবীগণের উদাহরণ এমন একটি প্রাসাদ, যা খুব সুন্দর করে নির্মাণ করা হয়েছে, তবে এতে কর্ণারে একটি ইটের জায়গা খালি রেখে দেওয়া হয়েছে। দর্শকবৃন্দ সে ঘর ঘুরে ফিরে দেখে, আর ঘরটির সুন্দর নির্মাণ সত্ত্বেও সেই একটি ইটের খালি জায়গা দেখে আশ্চর্যবোধ করে (যে, এতে একটি ইটের জায়গা কেন খালি রইল!)। আমি হলাম সেই খালি জায়গার পরিপূরক ইটখানি এবং আমি হলাম সর্বশেষ নবী।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ، جِئْتُ فَخَتَمْتُ الْأَنْبِيَاءَ.

আমি সেই ইটের খালি জায়গা পূর্ণ করেছি। আর আমি আসার দ্বারা নবীগণের সিলসিলা পরিসমাপ্ত করা হয়েছে। (বুখারী হা. ৩৫৩৫; মুসলিম হা. ২২৮৬, ২২৮৭।)

⟫ অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে,

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ.

বনী ইসরাঈলের নবীগণ তাঁদের কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব ও দিক-নির্দেশনা দান করতেন। যখন তাদের এক নবী দুনিয়া থেকে বিদায় নিতেন, তাঁর জায়গায় আর একজন নবী অধিষ্ঠিত হতেন। কিন্তু আমার পরে কোন নবী নেই। তবে আমার পরে খলীফা হবে এবং তারা সংখ্যায় অনেক হবে। (বুখারী হা. ৩৪৫৫; মুসলিম হা. ১৮৪২।)

⟫ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدْ انْقَطَعَتْ فَلاَ رَسُولَ بَعْدِي وَلاَ نَبِيَّ.

রিসালত ও নবুওতের ধারাবাহিকতা সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে। আমার পরে কোন রাসূল নেই এবং কোন নবীও নেই। (তিরমিযী হা. ২২৭২ তিনি বলেন, হাদীসটি সহীহ; মুসলিম হা. ২৪০৪।)

⟫ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রা.কে উদ্দেশ্য করে বললেন,

أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي.

তোমার সাথে আমার সম্পর্ক এমন, যেমন মুসা আ. এর সাথে হারুনের ছিল। তবে পার্থক্য এতটুকুই যে, আমার পরে আর কোন নবী নেই। (বুখারী হা. ৪৪১৬; মুসলিম হা. ২৪০৪)

⟫ আরো ইরশাদ হয়েছে,

وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلاثُونَ كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي.

নিশ্চয় আমার উম্মতের মাঝে ৩০জন মিথ্যুকের আবির্ভাব ঘটবে, যাদের প্রত্যেকে দাবি করবে, সে নবী। অথচ আমি খাতামুন্নাবিয়্যীন, আমার পরে কোন নবী নেই। (তিরমিযী হা. ২২১৯ তিনি বলেন, হাদীসটি সহীহ; আবু দাউদ হা. ৪২৫২।)

এভাবে পবিত্র কুরআনের ৯৯টি আয়াত ও ২১০টি হাদীস রয়েছে।

ইমামগণের মতামত

ইমাম আযম আবু হানিফা রাহ. (৮০-১৫০ হি.)-এর যুগে এক লোক নবুওয়াতের দাবি করে বলেছিল, 'আমাকে সুযোগ দাও, আমি তোমাদেরকে মু'জিযা দেখাব'। তখন ইমাম আবু হানিফা রাহ. ফতোয়া দিয়েছিলেন, 'যে কেউ তার থেকে মু'জিযা তলব করবে, সে কাফের হয়ে যাবে। কেননা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'আমার পরে কেউ নবুওয়াত লাভ করবে না'। (মানাকিবে আবী হানীফা, মুওয়াফ্ফাক মক্কী (মৃ. ৫৬৮ হি.) খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৬১।)

ইমাম তাহাভী রাহ. (মৃ. ৩২১ হি.) বলেন,

وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى.

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরে যে কোন প্রকার নবুওতের দাবিদার গোমরাহ ও কুপ্রবৃত্তির গোলাম। (আকীদাতুত তাহাভী পৃ. ৫২।)

ইমাম গাযালী রাহ. (মৃ. ৫০৫ হি.) লিখেন,

إن الأمة فهمت بالإجماع من هذا اللفظ – خاتم النبيين – ومن قرائن أحواله: أنه أفهم عدم نبي بعده أبدًا وعدم رسول الله أبدًا، وأنه ليس فيه تأويل ولا تخصيص، فمنكر هذا لا يكون إلا منكر الإجماع.

'খাতামুন্নাবিয়্যীন' শব্দ থেকে উম্মত সর্বসম্মতভাবে এটা বুঝতে সক্ষম হয়েছে যে, তাঁর পরে আর কখনো কোন নবী ও রাসূলের আবির্ভাব হবে না। আর এতে কোন প্রকার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সুযোগ নেই।

কাজেই এটাকে অস্বীকারকারী নিশ্চিত ইজমা' ও সর্বসম্মত বিষয়কে অস্বীকারকারী। (আল ইকতিসাদ ফীল ই'তিকাদ পৃ. ১৩৭।)

হাফেয ইবনে কাসীর রাহ. (মৃ. ৭৭৪ হি.) সুরা আহযাবের ৪০ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন,

ثم من تشريفه لهم ختم الأنبياء والمرسلين به، وإكمال الدين الحنيف له. وقد أخبر تعالى في كتابه، ورسوله في السنة المتواترة عنه: أنه لا نبي بعده؛ ليعلموا أن كل مَنِ ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك، دجال ضال مضل، ولو تخرق وشعبذ، وأتى بأنواع السحر والطلاسم والنَيرجيَّات، فكلها محال وضلال عند أولي الألباب.

সারাংশ, সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পর আর কোন নতুন নবীর আগমন সম্ভবপর নয়। যদি কেউ আজগুবি কিছু প্রদর্শনের মাধ্যমে অথবা অলৌকিক ক্রিয়া-কর্ম কিংবা যাদুর ভোজবাজি দেখিয়ে নবুওয়াতের দাবি করে, তাহলে তাকে মিথ্যাবাদী, দাজ্জাল, শয়তান ও গোমরাহ মনে করতে হবে।

মোল্লা আলী কারী রাহ. (মৃ. ১০১৪ হি.) বলেন,

ودعوى النبوة بعد نبينا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كفر بالإجماع.

আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরে কেউ নবী হওয়ার দাবি করলে উম্মতের ঐক্যমতে সে কাফের। (শরহু ফিকহে আকবার পৃ. ২৭৪।)

হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী রাহ. (মৃ. ১২৯৭ হি.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ নবী অস্বীকারকারী কাফের। তাঁর পরে আর কোন নবী হবে না। এই আকীদা খাতামুন্নাবিয়্যীন সম্বলিত আয়াত, সহীহ হাদীস ও ইজমা'য়ে উম্মত দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। (তাহযীরুন্নাস-এর নবম পৃষ্ঠার ১০ নং লাইন থেকে এগারতম পৃষ্ঠার ৭ নং লাইন পর্যন্ত।)

তিনি আরো বলেন, আমার দীন ও ঈমান এই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে অন্য কারো নবী হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। যে এতে কোন প্রকারের তাবীল (ব্যাখ্যা) করবে তাকে কাফের মনে

করি। (মুনাযারায়ে আজীবাহ পৃ. ১০৩; জওয়াবে মাখদূরাত পৃ. ৫০ আরো দেখুন, মুতালাআয়ে বেরেলবিয়্যাত ১/৩০০-৩২২।)

ঈসা আ.-এর অবতরণ কী খতমে নবুওয়াত আকীদা বিরোধী?

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর গুরুত্বপূর্ণ একটি আকীদা হল, কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার বড় আলামত হিসেবে কানা দাজ্জাল বের হলে তাকে কতল করার জন্য হযরত ঈসা আ. আসমান থেকে অবতরণ করবেন। কুরআন মাজীদের ১৩টি আয়াত ও ১১৬টি হাদীস দ্বারা ঈসা আলাইহিস সালামের জীবিত থাকা ও কেয়ামতের পূর্বে আসমান থেকে অবতরণ করাটা প্রমাণিত এবং এ বিষয়ে সকলের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু প্রশ্ন হল, এটা তো খতমে নবুওয়াত (তথা আমাদের নবীর পর আর কোন নবী নেই) আকীদার সাথে সাংঘর্ষিক ও এর বিরোধী।

উত্তর :

আল্লামা যামাখশারী (মৃ. ৫৩৮ হি.) "তাফসীরে কাশ্‌শাফে" ও অনেক মুফাস্‌সির স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে সূরা আহযাবের ৪০ নং আয়াতের "খাতামান নাবীয়্যীন"-এর ব্যাখ্যায় প্রশ্নটির উত্তরে লিখেছেন,

معنى كونه آخر الأنبياء: أنه لا ينبأ أحد بعده، وعيسى ممن نبئ قبله.

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী এই অর্থে যে, তাঁর পরে আর কোন ব্যক্তিকে নতুনভাবে নবুওয়াতের পদে অধিষ্ঠিত করা হবে না। আর হযরত ঈসা আ. ঐ সকল নবীগণের একজন, যারা তাঁর পূর্বে নবুওয়াতপ্রাপ্ত হয়েছেন।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. (মৃ. ৮৫২ হি.) **لا نبيّ بعدي** তথা "আমার পরে কোন নবী নেই" হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন,

وثبت أنه – عيسى بن مريم – ينزل إلى الأرض في آخر الزمان، ويحكم بشريعة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فوجب حمل النفي على إنشاء النبوّة لأحد من الناس، لا على نفي وجود نبي كان قد نبئ قبل ذلك.

অর্থাৎ হাদীসটির মর্ম হচ্ছে, তাঁর পরে আর কাউকে নতুনভাবে নবী বানানো হবে না। কাজেই হাদীসটিতে তাঁর পূর্বে নবুওয়াতপ্রাপ্ত এমন নবী আসতে নিষেধ করা হয়নি। (আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা ২/২৫৮।)

যুগে যুগে মিথ্যা নবীর আবির্ভাব

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ.

কিয়ামতের পূর্বে প্রায় ৩০জন চরম মিথ্যুকের আবির্ভাব ঘটবে, যাদের প্রত্যেকে দাবি করবে, সে আল্লাহ কর্তৃক নবী বা রাসূল। (মুসলিম হা. ১৫৭; বুখারী হা. ৩৬০৯।)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উক্ত ঘোষণা অনুযায়ী নবী যুগের শেষ দিক থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত যুগে যুগে অনেক মিথ্যুক নবী হওয়ার দাবি করেছে। যার ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে আসওয়াদ আনসী ও মুসায়লামা কায্‌যাব থেকে এবং বর্তমান সময়ে তাদেরই একজন হলেন মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী। (সবিস্তারে জানতে দেখুন, নেসার আহমদ খান সাহেবের 'কায্‌যাবে ইমামা সে কায্‌যাবে কাদিয়ান তাক' ও আবুল কাসেম দেলাওয়ারীর 'আইম্মায়ে তালবীস'।)

কাদিয়ানী সম্প্রদায় : সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত কাদিয়ান নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এ কারণে তাকে কাদিয়ানী এবং তার অনুসারীদেরকে কাদিয়ানী সম্প্রদায় বলা হয়। তবে তারা নিজেদেরকে "আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত" নামে পরিচয় দিয়ে থাকে এবং "আহমদী" বলতে ভালবাসে।

মির্যা সাহেব নিজের জন্মসাল সম্পর্কে লিখেছেন, আমি ১৮৩৯ বা ১৮৪০ সালে জন্মগ্রহণ করেছি। (রূহানী খাযায়েন ১৩/১৭৭।) তিনি ফযল ইলাহী, মৌলভী ফযল আহমদ ও গুল আলী শাহ সাহেবদের কাছে কুরআন

শরীফ, আরবি ব্যাকরণ, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। (রূহানী খাযায়েন ১৩/১৮১-১৮২।)

মির্যা সাহেব শিয়ালকোট শহরে ডিপুটি কমিশনারের কাচারিতে সামান্য বেতনে চাকরি নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি মোখতারী পরীক্ষা দিয়েছিলেন, কিন্তু ফেল করেছেন। (সীরাতুল মাহদী ১/৩৯, ১৪২।) আর ২৬ মে ১৯০৮ ঈসায়ী সালে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

তাদের খেলাফত!

মির্যা কাদিয়ানীর মৃত্যুর পর তাদের মধ্যে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়, খলীফাদেরকে তারা 'যুগ খলীফা' বলে। তাদের প্রথম খলীফা নিযুক্ত হন হেকিম নুরুদ্দীন- যাকে তারা 'আবু বকর' মনে করেন, খেলাফতকাল ১৯০৮-১৯১৪। তার মৃত্যুর পর খেলাফতের পদ নিয়ে ঝগড়া দেখা দেয়। এতে তারা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক গ্রুপের আমীর হন, মাস্টার মুহাম্মাদ আলী। এদের মধ্যে পরবর্তীতেও আমীরের সিলসিলা জারি থাকে। এই গ্রুপ "লাহোরী" নামে পরিচিত। (দেখুন, মুফতী তাকী ওসমানী হাফিযাহুল্লাহর কিতাব কাদিয়ানী ফিতনা আওর মিল্লাতে ইসলামিয়্যা কা মাওকিফ পৃ. ৭৪-৮৯।)

আরেক গ্রুপ যারা "কাদিয়ানী" নামে প্রসিদ্ধ, তাদের খলীফা হয়ে যান, মাত্র ২৫ বছর বয়সে মির্যা কাদিয়ানীর (দ্বিতীয় স্ত্রীর জৌষ্ঠ) পুত্র মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ- যাকে তারা 'ওমর' বলে থাকেন, খেলাফতকাল ১৯১৪-১৯৬৫। এরপর তৃতীয় খলীফা হন, দ্বিতীয় খলীফার (প্রথম স্ত্রীর) পুত্র মির্যা নাসের, খেলাফতকাল ১৯৬৫-১৯৮২। তারপর চতুর্থ খলীফার পদে বসেন, দ্বিতীয় খলীফার (দ্বিতীয় স্ত্রীর) পুত্র মির্যা তাহের, খেলাফতকাল ১৯৮২-২০০৩। তার মৃত্যুর পর পঞ্চম খলীফার দায়িত্ব নেন দ্বিতীয় খলীফার দৌহিত্র মির্যা মাসরূর, খেলাফতকাল ২০০৩- নিয়ে এখনো চলছে। (সবিস্তারে জানতে দেখুন, মাওলানা মনযুর আহমদ চিনূটী রহ.-এর রদ্দে কাদিয়ানিয়্যাত কী যিরূরী উসূল পৃ. ৫০-৫৬।)

কাজেই মির্যা কাদিয়ানী থেকে নিয়ে পঞ্চম পর্যন্ত প্রথম খলীফা বাদে সব ওনারাই। আর প্রথমটির ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হওয়ার কারণ হচ্ছে, মির্যার মৃত্যুর সময় পুত্রের বয়স হয়েছিল মাত্র ১৯, যা খলীফা হওয়ার জন্য বে-মানান দেখাচ্ছিল। অন্যথায় সব ওনারাই হতেন। এটাই নাকি আবার 'খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াত' বা 'ঐশী খেলাফত'!

তাদের দাওয়াতী প্রক্রিয়া

মুসলমানদেরকে আহমদী বা কাদিয়ানী বানানের জন্য তাদের পাঁচটি পৃথক সংগঠন রয়েছে।

১. মজলিসে আনসারুল্লাহ : এ সংগঠনের সদস্য ৪০ বছরের উর্ধ্বে পুরুষদের জন্য।

২. মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া : এর সদস্য যাদের বয়স ১৫ বছরের উর্ধ্বে এবং ৪০ এর নিচে।

৩. মজলিসে আতফালুল আহমদীয়া : এর সদস্যদের বয়সের সীমারেখা ৭-১৫ বছর বয়স পর্যন্ত।

মহিলাদের মাঝে এ ধর্মমত প্রচারের জন্য দুটি পৃথক সংগঠন রয়েছে।

১. লাজনা ইমাইল্লাহ : ১৫ বছরের উর্ধ্বে মহিলারা এ সংগঠনের সদস্যা হয়ে থাকে।

২. নাসেরাতুল আহমদীয়া : ৭-১৫ বছর বয়স পর্যন্ত কিশোরীদের জন্য।

এছাড়া স্যাটেলাইট টেলিভিশন MTA (মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া) এর মাধ্যমে দিবারাত্র বিশ্বের প্রধান প্রধান ৮টি ভাষায় কাদিয়ানী ধর্মমতের দাওয়াত চলছে।

"হিউম্যানিটি ফার্স্ট" আন্তর্জাতিক সেবা সংস্থার নাম দিয়ে আফ্রিকা এবং অন্যান্য দারিদ্র দেশ ও অঞ্চলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল স্থাপনের আড়ালে কাদিয়ানী ধর্মমতে দীক্ষিত করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

তাদের আরো রয়েছে, আধুনিক প্রিন্টমিডিয়া, ইলেক্ট্রিক মিডিয়া ও নিজস্ব ওয়েবসাইট ইত্যাদি। বিশ্বের ২০৬টি দেশে মসজিদের নামে উপাসনালয় ও প্রচার কেন্দ্র রয়েছে ১৫ হাজারের অধিক।

আমাদের দেশ সহ বিভিন্ন দেশে তাদের ধর্ম প্রচারের প্রশিক্ষণের জন্য রয়েছে 'জামেয়া আহমদীয়া' নামে ১৪টি নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয়।

তাদের দাবি মতে, বর্তমানে ৩ হাজার প্রশিক্ষিত জীবন উৎসর্গকারী রয়েছে, আরো ৪৭ হাজার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এভাবে কাদিয়ানীরা সুপরিকল্পিতভাবে সারাবিশ্বে ও আমাদের প্রিয় দেশে কাদিয়ানী ধর্মমতের বীজ বপন করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে কাদিয়ানীদের আগমন ও শতবার্ষিকী পালন

বাংলাদেশে কাদিয়ানীদের সূচনা এভাবে হয় যে, ১৯০৫ সালে চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানার আহমদ কবীর নূর মুহাম্মাদ নামের ব্যক্তি মির্যা কাদিয়ানীর হাতে জামা'তের সদস্য হয়। তারপর ১৯০৬ সালে কিশোরগঞ্জের নাগেরগাঁও গ্রামের রঈস উদ্দিন খান কাদিয়ান গিয়ে সদস্য হয়। এরপর ১৯০৯ সালে বগুড়া নিবাসী মৌলভী মোবারক আলী খান কাদিয়ানে গিয়ে এ ধর্ম গ্রহণ করে আসে। কিন্তু ১৯১২ সালের পূর্ব পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের আব্দুল ওয়াহেদ নামের ব্যক্তি তাদের প্রথম খলীফার কাছে গিয়ে কাদিয়ানী ধর্মগ্রহণ পূর্ব পর্যন্ত এখানকার জামা'তের আনুষ্ঠানিক ভিত্তি স্থাপিত হয়নি। তার প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথে কাদিয়ানীদের বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। সুতরাং ১৯১২ সাল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কাদিয়ানী সম্প্রদায় বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়।

তাদের তথ্য মতে, তারা বাংলাদেশে ৫৫০টিরও অধিক শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত। এবং বর্তমানে দেশব্যাপী প্রায় ৪২৫টি এরূপ স্থান রয়েছে, যেখানে তাদের ছোট-ছোট সমাজ বা হালকা রয়েছে। তারা আরো লিখেছে, বাংলাদেশ জামা'ত এখন পর্যন্ত সারা বিশ্বব্যাপী এই ধর্ম প্রচারের জন্য অনেক ওয়াকফে জিন্দেগীর জন্ম দিয়েছে।

বর্তমানে তাদের কিছু লোক রয়েছে, যারা দিনরাত এই ধর্ম প্রচার করে যাচ্ছে এবং তাদের কার্যক্রম কেন্দ্র, রিজিওন ও স্থানীয় পর্যায়ে এই তিনটি স্তরে পরিচালিত হয়। ১৯২০ সাল থেকে পাক্ষিক পত্রিকা 'আহমদী' নামে বের করে আসছে। অঙ্গসংগঠনসমূহের নিজস্ব ম্যাগাজিন/বুলেটিন রয়েছে। ঢাকাতে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এম.টি.এ. বাংলাদেশ স্টুডিও রয়েছে, যা নিয়মিত এম.টি.এ. ইন্টারন্যাশনালের জন্য প্রোগ্রাম তৈরি করে থাকে।

অতিসম্প্রতি জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশে সাত বছর মেয়াদী শাহেদ কোর্স চালু হয়েছে। বাংলাদেশে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সুন্দরবন, পঞ্চগড়, রাজশাহী, কুমিল্লা ও জামালপুর-ময়মনসিংহ অঞ্চলে তাদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। পঞ্চগড়ের সীমান্তবর্তী এলাকায় বিশাল জমির উপর 'আহমদ নগর' নাম দিয়ে কলোনী গড়ে তুলেছে এবং এতে পুরো দেশে ব্যাপক আকারে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য 'আহমদীয়া ইউনিভার্সিটি এন্ড হাসপাতাল' সহ চারটি

ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। আর দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মসজিদের নামে উপাসনালয় ও মোয়াল্লেম কোয়ার্টার তৈরি করছে। এছাড়া বিভিন্ন জেলায় তিন দিন ব্যাপি তাদের বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশে তাদের প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী (১৯১৩-২০১৩) উপলক্ষ্যে ১৮ জানুয়ারি ২০১৩ কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ঢাকার বকশীবাজারস্থ জাতীয় কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে ৩৬জন ব্যক্তিবর্গ, মানবাধিকার ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠানকে "শতবার্ষিকী কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপক স্মারক" প্রদান করে। যাদের মধ্যে শাহরিয়ার কবীর, রাশেদ খান মেনন, হাসানুল হক ইনু, মঈনুদ্দিন খান বাদল, এড. সুলতানা কামাল ও ড. কামাল হোসেন প্রমুখ রয়েছেন। এরা সবাই পরিচিত মুখ, কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না।

গ্রন্থ পরিচিতি

মির্যা কাদিয়ানী সাহেব আরবী, ফার্সী ও উর্দূতে ছোট-বড় অনেক বই লিখেছেন। তন্মধ্যে ৮৫টি বই (বর্তমানে কম্পোজকৃত) ২৩ ভলিয়মে "রূহানী খাযায়েন" নাম দিয়ে তারা ছেপেছেন। মির্যা কাদিয়ানীর কথিত ওহী, স্বপ্ন ও ইলহামগুলো ১ খণ্ডে ছাপা হয়েছে, যা "তাযকেরা" নামে পরিচিত। এটি তাদের কাছে (নাউযুবিল্লাহ) পবিত্র কুরআনের মর্যাদা রাখে। এছাড়া মির্যার বিজ্ঞপ্তি ও ঘোষণাপত্র ৩ খণ্ডে "মাজমূআয়ে ইশতিহারাত" নামে ছাপা হয়েছে। তার বিভিন্ন জলসা ও মজলিসে প্রদত্ত বয়ানগুলো "মালফূযাত" নামে ১০ খণ্ডে ছাপা হয়েছিল, সম্প্রতি তা ৫ খণ্ডে ছাপা হচ্ছে। তার চিঠিপত্রগুলো "মাকতূবাতে আহমদ" নামে ২ খণ্ডে ছেপেছে। আর "দুররে সামীন" নামে তার ফার্সীতে একটি কবিতার বই আছে।

মির্যা সাহেবের পুত্র মির্যা বশির আহমদ এম. এ. রচিত "সীরাতুল মাহদী" নামক ২ খণ্ডের একটি বই রয়েছে। এটি তাদের কাছে (নাউযুবিল্লাহ) হাদীসের কিতাবের মত। তার আরেকটি বই "কালিমাতুল ফস্‌ল" নামে ছেপেছে। এছাড়াও "আল-ফযল" ও "আল বদর" নামে তাদের দু'টি মুখপত্র রয়েছে। উল্লিখিত বইসমূহ আমাদের সংগ্রহে রয়েছে। এছাড়া বিজ্ঞ আলেম ও দায়ীগণ তাদের নিম্নোক্ত ওয়েবসাইট www.alislam.org ও www.ahmadiyyabangla.org থেকে সংগ্রহ করতে পারেন।

মির্যার দাবিসমূহ

মির্যা কাদিয়ানী সাহেব নিজের সম্পর্কে অনেক (পঞ্চাশের উর্ধ্বে) দাবি করেছেন। তিনি মুজাদ্দিদ, মুহাদ্দাস (ইলহামপ্রাপ্ত), হিন্দুদের শ্রী কৃষ্ণ, (রূহানী খাযায়েন ২২/৫২২) প্রতিশ্রুত মাসীহ, মাহদী ইত্যাদি দাবির ধারাবাহিকতায় সবশেষে ১৯০১ ঈসায়ী সালে নবুওয়াতের দাবিতে উপনীত হয়েছেন এবং রাসূল হওয়ার দাবিও করেছেন। কিছু উদ্ধৃতি :-

প্রথমে অনুবাদ এবং এর নিচে তাদের গ্রন্থ থেকে স্ক্রীনশট দেওয়া হল।

* মির্যা সাহেব বলেন, "আমি ঐ খোদার কসম করে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ, তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন এবং তিনিই আমার নাম 'নবী' রেখেছেন।" (হাকীকাতুল ওহীর পরিশিষ্ট, রূহানী খাযায়েন ২২/৫০৩, ১২নং লাইন।)

روحانی خزائن جلد۲۲ — ۵۰۳ — تتمہ حقیقۃ الوحی

اور میں اُس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اُسی نے مجھے
بھیجا ہے اور اُسی نے میرا نام نبی رکھا ہے اور اُسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے اور

* মির্যা কাদিয়ানী লিখেন, "প্রকৃত সত্য খোদা তিনিই, যিনি কাদিয়ানে তাঁর রসূল পাঠিয়েছেন।" (রূহানী খাযায়েন ১৮/২৩১; বাংলা দাফেউল বালা পৃ. ১২, তাদের ঢাকা বকশী বাজারস্থ কেন্দ্র থেকে জুলাই ২০১০ সালে প্রকাশিত।)

روحانی خزائن جلد۱۸ — ۲۳۱ — دافع البلاء

سچا خدا وہی
خدا ہے جس نے قادیاں میں اپنا رسول بھیجا۔

* তিনি আরো বলেন, "...সত্য কথা এই যে, আমার প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহর পবিত্র ওহী (বাণী) সমূহে নবী, রসূল ও মুরসাল শ্রেণীর শব্দ একবার দু'বার নয়, শত শত বার বিদ্যমান রয়েছে।" (রূহানী খাযায়েন ১৮/২০৬, ৭নং লাইন; একটি ভুল সংশোধন {এক গলতি কা ইযালা} পৃ. ৩।)

روحانی خزائن جلد۱۸ — ۲۰۶ — ایک غلطی کا ازالہ

حق یہ
ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے اس میں ایسے لفظ رسول اور
مُرسل اور نبی کے موجود ہیں نہ ایک دفعہ بلکہ صدہا دفعہ۔ پھر کیونکر یہ جواب صحیح ہوسکتا ہے کہ

* তার কাছে ইলহাম হয়েছে, "তুমিও একজন রাসূল, যেমন ফেরআউনের কাছে একজন রাসূল পাঠানো হয়েছিল।" (মালফূযাত ৫/১৭।)

۱۷

۱۴ اپریل ۱۹۰۶ء

طُوری مشاہدات

فرمایا: خدا تعالیٰ اپنے وجود کو آپ دوبارہ ثابت کرنا چاہتا ہے
جیساکہ کوہ طُور پر تجلیاتِ الٰہیہ کا نمونہ دکھایا گیا تھا۔ ایسا ہی اب
بھی دکھایا جائے گا۔ جس طرح فرعون کے پاس رُسول بھیجا گیا تھا وہی الفاظ ہم کو بھی الہام ہوتے
ہیں کہ تُو بھی ایک رُسول ہے جیساکہ فرعون کی طرف ایک رُسول بھیجا گیا تھا۔ بجز طُوری مشاہدات کے اب

* মির্যা সাহেব বলেন, আমি খোদার আদেশ অনুযায়ী নবী। আমি যদি তা অস্বীকার করি, তাহলে আমার পাপ হবে। আর খোদা যখন আমার নাম নবী রাখেন, তখন আমি কীভাবে তা অস্বীকার করতে পারি? আমি এই দুনিয়া থেকে চলে যাওয়া পর্যন্ত এর উপরই আছি। (আখবারে আম ২৬ মে ১৯০৮- মাজমূআয়ে ইশতিহারাত ৩/৫৯৭, ১৩নং লাইন) এ দিনই তার মৃত্যু হয়েছিল।)

کی وجہ سے اس نے میرا نام نبی رکھا ہے۔ سو میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں اور اگر میں اس سے
انکار کروں تو میرا گناہ ہوگا۔ اور جس حالت میں خدا میرا نام نبی رکھتا ہے تو میں کیونکر اس سے انکار
کرسکتا ہوں۔ میں اس پر قائم ہوں اس وقت تک جو اس دُنیا سے گذر جاؤں۔ مگر میں ان معنوں

* তিনি আরো লিখেন, "মহা প্রতাপশালী আল্লাহ আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খাতামের অধিকারী বানাইয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহাকে পরিপূর্ণ আশিসের জন্য মোহর দেওয়া হয়, যাহা আর কোন নবীকে কখনো দেওয়া হয় নাই। এই কারণেই তাঁহার নাম খাতামুন্নাবিয়্যীন সাব্যস্ত করা

হইয়াছে। অর্থাৎ তাঁহার পরিপূর্ণ অনুবর্তিতা নবুওয়াত দান করে এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক মনোনিবেশ নবী সৃষ্টিকারী হয়। এই পবিত্রকরণ শক্তি অন্য কোন নবী পান নাই।" (হাশিয়ায়ে হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন ২২/১০০; বাংলা হাকীকাতুল ওহীর টীকা পৃ. ৭৫, বইটি ঢাকা বকশী বাজারস্থ মজলিসে আনসারুল্লাহ বাংলাদেশ কর্তৃক ১৯৯৯ সনে প্রকাশিত, এ অনুবাদটি তাদের।)

حقیقة الوحی ۱۰۰ روحانی خزائن جلد۲۲

....

نبی کیونکہ اللہ جلّ شانہٗ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحبِ خاتم بنایا۔ یعنی آپ کو افاضہ کمال کے لئے مُہر دی جو کسی اور نبی کو ہرگز نہیں دی گئی اِسی وجہ سے آپ کا نام خاتم النبیین ٹھہرا یعنی آپ کی پیروی کمالاتِ نبوت بخشتی ہے اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے اور یہ قوت قدسیہ کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ یہی معنی اس حدیث کے ہیں کہ **علماء اُمّتی کانبیاء بنی اسرائیل** یعنی میری

জবাব :

প্রথমত: স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিষ্কার ভাষায় 'খাতামুন্নাবিয়্যীন'-এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, 'আমার পরে কোন নবী নেই'।

দ্বিতীয়ত: মির্যা সাহেব নিজের সম্পর্কে লিখেছেন, তিনি তার পিতা-মাতার জন্য 'খাতামুল আওলাদ' অর্থাৎ তাদের শেষ সন্তান। (রূহানী খাযায়েন ১৫/৪৭৯, ১৬নং লাইন।)

تریاق القلوب ۴۷۹ روحانی خزائن جلد۱۵

....

میں نکلا تھا اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا اور میں اُن کے لئے خاتم الاولاد تھا اور یہ میری پیدائش کی وہ طرز ہے جس کو بعض

যদি 'খাতামুলআওলাদ' থেকে মির্যা শেষ সন্তান হতে পারে, তাহলে 'খাতামুন্নাবিয়্যীন' থেকে আমাদের নবী 'শেষ নবী' হতে পারবেন না কেন?

তৃতীয়ত: তাঁকে 'খাতাম বা মোহরের অধিকারী' বানানো হয়নি। কেননা খাতাম অর্থ মোহর; মোহরের অধিকারী না। যেভাবে খাতাম-এর আরেক অর্থ আংটি; আংটির মালিক না। আর 'মোহরের অধিকারী' হচ্ছেন,

স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। তিনি তাঁর নবীকে 'খাতাম' বা 'মোহর' বানিয়েছেন এই অর্থে, 'মোহর' যেভাবে লেখার একেবারে শেষে দেওয়া হয়, তদ্রূপ তিনি তাঁর নবীকে সবার শেষে পাঠিয়েছেন। 'মোহর' যেভাবে তার পূর্বের লেখাকে সত্যায়িত করে এবং পরের লেখাকে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, অনুরূপ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্বে যত নবী এসেছেন সবাই সত্য এবং তাঁর পরের দাবিদাররা মিথ্যা।

চতুর্থত: "তাঁহার পরিপূর্ণ অনুবর্তিতা নবুওয়াত দান করে এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক মনোনিবেশ নবী সৃষ্টিকারী হয়।" তাহলে প্রশ্ন হল, এ চৌদ্দশত বছরে তিনি কত জন নবী সৃষ্টি করেছেন, নাকি মির্যার মত... একজনই সৃষ্টি হয়েছে। আর আবু বকর রা. ও ওমর রা.-এর কী দোষ ছিল যে, তাঁরা সর্বোচ্চ অনুসরণ ও পরিপূর্ণ অনুবর্তিতার পরেও নবী হতে পারলেন না?!

পঞ্চমত: যেহেতু তাঁহার পরিপূর্ণ অনুবর্তিতা ও আধ্যাত্মিক মনোনিবেশ নবী সৃষ্টি করে, তো আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী কমপক্ষে তিনজন নবী সৃষ্টি করা দরকার। কারণ 'খাতামুন্নাবিয়্যীন' এর মধ্যে النَّبِيِّين বহুবচন, আর বহুবচনের সর্বনিম্ন সংখ্যা হল, তিন। কাজেই কমপক্ষে তিনজন নবী সৃষ্টি হতে হবে। তাই কাদিয়ানীদের প্রতি প্রশ্ন রইল, আর দুইজন নবী কে এবং তাদেরকে আপনারা নবী হিসেবে মানেন কিনা?

উল্লেখ্য, মির্যা সাহেব দাবি করেছেন, উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার দীর্ঘ ১৩০০ বছরের ইতিহাসে এমন নবী একজনই সৃষ্টি হয়েছে। আর মির্যা সাহেবই হচ্ছেন উক্ত ব্যক্তি। (দ্র. বাংলা হাকীকাতুল ওহী পৃ. ৩৩০; রূহানী খাযায়েন ২২/৪০৬-৪০৭, ১৮/২১৫, ১৬নং লাইন; একটি ভুল সংশোধন পৃ. ১৪; আরো দেখুন, কিশ্‌তিয়ে-নূহ (বাংলা) পৃ. ৭৬, ৪ থেকে ৯নং লাইন; মির্যা পুত্রের রচিত কালিমাতুল ফস্‌ল পৃ. ১১৬, ১৩ থেকে ১৮নং লাইন পর্যন্ত।)

ষষ্ঠত: কেউ যদি মির্যার ব্যাখ্যানুযায়ী বলে, "তাহলে কি তিনি তার পিতা-মাতার সন্তানদের জন্য 'মোহরের অধিকারী' অর্থাৎ তার মোহরের মাধ্যমে তার পিতা-মাতা থেকে সন্তান সৃষ্টি হয়" তখন কী বলবেন?

মির্যার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হওয়ার দাবি

মির্যা বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামের পরম বিকাশস্থল। অর্থাৎ আমি প্রতিচ্ছায়ারূপে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম ও আহমদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। (বাংলা হাকীকাতুল ওহীর টীকা পৃ. ৬২; রূহানী খাযায়েন ২২/৭৬, টীকার ৪নং লাইন ।)

আমি ঈসা। এবং আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নামের আমি পরম বিকাশস্থল। অর্থাৎ আমি প্রতিচ্ছায়ারূপে মুহাম্মদ (সাঃ) ও আহমদ (সাঃ)।

৬২ - হাকীকাতুল ওহী

یوسف ہوں مَیں موسیٰ ہوں مَیں داؤد ہوں مَیں عیسیٰ ہوں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا مَیں مظہر اتم ہوں یعنی ظلّی طور پر محمدؐ اور احمدؐ ہوں۔منہ

অন্যত্র লিখেছে, বুরুযীভাবে আমিই খাতামুল আম্বিয়া। খোদা আজ থেকে বিশ বছর আগে 'বারাহীনে আহমদীয়া'য় আমার নাম মুহাম্মাদ ও আহমদ রেখেছেন এবং আমাকে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরই সত্তা সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং এভাবে আমার নবুওতের দ্বারা তাঁর খাতামুন্নাবিয়্যীনের মর্যাদায় কোন ধাক্কা লাগেনি।

কারণ ছায়া তো কায়া থেকে আলাদা হয় না। আর যেহেতু আমি যিল্লীভাবে (প্রতিবিম্বস্বরূপ) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সুতরাং খাতামুন্নাবিয়্যীনের মোহর ভাঙ্গেনি। কারণ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রইল। অর্থাৎ সর্বাবস্থায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই নবী রইলেন, অন্য কেউ নয়। অর্থাৎ আমি যেহেতু বুরুযীভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং বুরুযীভাবে নবুওতে মুহাম্মাদীসহ সকল মুহাম্মাদী গুণ ও বৈশিষ্ট্য আমার যিল্লিয়তের আয়নায় প্রতিবিম্বিত, তাহলে এখানে আলাদা কোন ব্যক্তি কোথায়, যে আলাদা নবুওতের দাবি করেছে? (একটি ভুল সংশোধন পৃ. ১০; রূহানী খাযায়েন ১৮/২১২, ৬নং লাইন।)

আয়াতানুযায়ী আমি বুরুজীভাবে সেই খাতামুল আম্বিয়া এবং খোদা আজ হতে বিশ বছর পূর্বে বারাহীনে আহমদীয়া (নামক পুস্তকে) আমার নাম মুহাম্মদ (সঃ) ও আহমদ (সঃ) রেখেছেন এবং আমাকে আঁ হযরত (সঃ)-এরই সত্তা নির্ধারিত করেছেন। সুতরাং এভাবে আমার নবুওয়তের দ্বারা আঁ হযরত (সঃ)-এর খাতামুল আম্বিয়ার মর্যাদায় কোন ধাক্কা লাগে নি। কারণ ছায়া আপন মূল সত্তা হতে পৃথক নয়। যেহেতু আমি প্রতিবিম্বস্বরূপ মুহাম্মদ (সঃ), সুতরাং এ প্রকারে খাতামান্নাবীঈনের মোহর ভাঙ্গে নি। কারণ মুহাম্মদ (সঃ)-এর নবুওয়ত মুহাম্মদ (সঃ) পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ আমি যখন বুরুজীভাবে আঁ হযরত (সঃ) এবং বুরুজী রঙ্গে সমস্ত মুহাম্মদী কামালাত মুহাম্মদী নবুওয়তসহ আমার প্রতিবিম্বের দর্পণে প্রতিফলিত হয়েছে, তখন স্বতন্ত্র ব্যক্তি কোথা হতে আসলেন, যিনি পৃথকভাবে নবুওয়তের দাবী করলেন। ভাল কথা, যদি তোমরা আমাকে গ্রহণ না কর, তাহলে

روحانی خزائن جلد۱۸ ۲۱۲ ایک غلطی کا ازالہ

میرے مخالف حضرت عیسیٰ ابن مریم کی نسبت کہتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔اور چونکہ وہ نبی ہیں اس لئے ان کے آنے پر بھی وہی اعتراض ہوگا جو مجھ پر کیا جاتا ہے یعنی یہ کہ خاتم النبیّین کی مہر ختمیت ٹوٹ جائے گی۔مگر میں کہتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو درحقیقت خاتم النبیّین تھے مجھے رسول اور نبی کے لفظ سے پکارے جانا کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ اور نہ اس سے مہر ختمیت ٹوٹتی ہے کیونکہ میں بارہا بتلا چکا ہوں کہ میں بموجب آیت وَاٰخَرِیْنَ مِنْھُمْ لَمَّا یَلْحَقُوْا بِھِمْ بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں اور خدا نے آج سے بیس برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام **محمد** اور **احمد** رکھا ہے اور مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے پس اس طور سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا کیونکہ ظل اپنے اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا اور چونکہ میں ظلی طور پر محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم پس اس طور سے خاتم النبیّین کی مُہر نہیں ٹوٹی کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محمد تک ہی محدود رہی یعنی بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی رہا نہ اور کوئی یعنی جبکہ میں بروزی طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے میرے آئینہ ظلیت میں منعکس ہیں تو پھر کونسا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا۔ بھلا اگر مجھے قبول نہیں کرتے تو یوں سمجھ لو کہ تمہاری حدیثوں میں لکھا ہے کہ مہدی موعود

সারকথা, মির্যা কাদিয়ানী হচ্ছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছায়া, বিকাশ, প্রকাশ ও অবতার (নাউযুবিল্লাহ)।

অথচ তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের একজন ছাত্রও বলবে, "এটা তো সরাসরি হিন্দুদের অবতারবাদ।" ইসলামে এর কোন স্থান নেই।

আহমদী দাবীদার বন্ধুদের প্রতি প্রশ্ন রইল, মির্যার উক্ত বক্তব্য শুনে কোন প্রতারক যদি কালিমার প্রথম অংশ (**لا إله إلا الله** আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই-) এতেও এ জাতীয় খোদার অবকাশ বের করে দাবি করে বলে, "সে সরাসরি মাবুদ নয়, শুধু 'আল্লাহ' নামের বিকাশ, প্রকাশ ও ছায়া মাত্র"! (নাউযুবিল্লাহ) তখন আপনারা কী বলবেন?

আর উক্ত দাবি মির্যা সাহেবের বক্তব্যনুযায়ী সম্পূর্ণ যৌক্তিক। কারণ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুস্পষ্ট ঘোষণা **لَا نَبِيَّ بَعْدِي** 'আমার পরে কোন নবী নেই' এর পরও যদি মির্যা সাহেব মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রকাশ ও প্রতিচ্ছায়া হতে পারে, তাহলে 'আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই' এমন ঘোষণার পরও কেউ 'আল্লাহ' নামের প্রকাশ ও ছায়া দাবি করলে অযৌক্তিক হবে কেন?

আরো কিছু উদ্ধৃতি লক্ষ্য করুন :-

অভিযোগ আনে যে,আমি (স্বতন্ত্র) নবুওয়ত এবং রেসালতের দাবী করি, সে মিথ্যাবাদী এবং এরূপ খেয়াল অপবিত্র। বুরুজী আকারে আমাকে নবী এবং রসূল করা হয়েছে। এর ভিত্তিতে খোদা বারবার আমার নাম নবীউল্লাহ্ এবং রসূলুল্লাহ্ রেখেছেন; কিন্তু বুরুজীরূপে। এর মধ্যে আমার নিজস্ব সত্তা নেই, পরন্তু মুহাম্মদ (সঃ) বিরাজমান। এ কারণে আমার নাম মুহাম্মদ (সঃ) এবং আহমদ (সঃ) হয়েছে। সুতরাং নবুওয়ত এবং রেসালত অপর কারও নিকট গেল না, মুহাম্মদ (সঃ)-এর বস্তু মুহাম্মদ (সঃ)-এর নিকট রইল। আলায়হেস সালাতু ওয়াসালাম।

১৫

(দ্র. একটি ভুল সংশোধন পৃ. ১৫; রূহানী খাযায়েন ১৮/২১৬, ১৪নং লাইন।)

* কাদিয়ানে মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ

মির্যাপুত্র বশীর আহমদ এম. এ বলেন, আর যেহেতু পরিপূর্ণ সাদৃশ্যের কারণে প্রতিশ্রুত মাসীহ (মির্যা কাদিয়ানী) এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাঝে কোন পার্থক্য নেই, এজন্য উভয়ের অস্তিত্ব বা সত্তাও একজনেরই ধরা হবে। যেমনটা প্রতিশ্রুত মাসীহ নিজেই বলেছেন, صار وجودي وجوده "আমার সত্তাটা তাঁরই সত্তা।" (খুতবায়ে ইলহামিয়্যাহ পৃ. ১৭১।)

আর হাদীসেও এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "প্রতিশ্রুত মাসীহকে (মির্যা কাদিয়ানীকে) আমার কবরে দাফন করা হবে।" এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, তিনি (রাসূল) আমিই। অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মাসীহ (মির্যা কাদিয়ানী) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিন্ন কেউ নন। বরং তিনিই, যিনি বুরুযীভাবে (অর্থাৎ তাঁর প্রতিচ্ছায়া ও অবতার হয়ে) দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় আগমন করবে। যাতে ইসলাম প্রচারের কাজ পূর্ণ হয় এবং هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ আয়াতের ভাষ্যমতে সমগ্র বাতিল ধর্মের ওপর প্রমাণের দিক দিয়ে ইসলাম বিজয়ী হয়ে দুনিয়ার আনাচে-কানাচে পৌঁছে যায়।

অতএব এতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে যে, কাদিয়ানে আল্লাহ তাআলা পুনরায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠিয়েছেন। যাতে তিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেন, যা তিনি وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ আয়াতে করেছেন। (কালিমাতুল ফস্‌ল পৃ. ১০৪-১০৫, নিচ থেকে ৬নং লাইন।)

شخص کا دنیا میں آنا خود نبی کریمؐ کا دنیا میں آنا ہے اور چونکہ مشابہت تامہ کی وجہ سے مسیح موعودؑ
اور نبی کریمؐ میں کوئی دوئی باقی نہیں رہی حتیٰ کہ ان دونوں کے وجود بھی ایک وجود کا ہی حکم
رکھتے ہیں جیسا کہ خود مسیح موعودؑ نے فرمایا ہے کہ صار وجودی وجودہ (دیکھو خطبہ الہامیہ
صفحہ ۱۷۱) اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ حضرت نبی کریم نے فرمایا کہ مسیح موعودؑ میری قبر
میں دفن کیا جاویگا جس سے یہی مراد ہے کہ وہ میں ہی ہوں یعنی مسیح موعودؑ نبی کریمؐ سے الگ
کوئی چیز نہیں ہے بلکہ وہی ہے جو بروزی رنگ میں دوبارہ دنیا میں آئیگا تا اشاعت اسلام

نمبر ۳ ریویو آف ریلیجنز ۱۰۵

کا کام پورا کرے اور ھو الذی ارسل رسولہ بالھدیٰ ودین الحق لیظہرہ
علی الدین کلہ کے فرمان کے مطابق تمام ادیان باطلہ پر اتمام حجت کرکے اسلام کو دنیا
کے کونوں تک پہنچاوے تو اس صورت میں کیا اس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ
قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد صلعم کو اتارا تا اپنے وعدہ کو پورا کرے جو اس نے آخرین

* মির্যা কাদিয়ানীর মাঝে মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমূহ পূর্ণতা বিদ্যমান

মির্যাপুত্র বশীর আহমদ লিখেন, প্রত্যেক নবীকে স্বীয় যোগ্যতা ও কর্ম অনুসারে পূর্ণতা দেওয়া হয়। কাউকে বেশি, কাউকে কম। কিন্তু প্রতিশ্রুত মাসীহের তখনই নবুওয়াত অর্জন হয়েছে, যখন তিনি নবুওয়াতে মুহাম্মাদিয়াহর সমূহ পূর্ণতা অর্জন করেছেন। আর তিনি এমন যোগ্য হয়েছেন যে, তাকে যিল্লী (তথা ছায়া) নবী বলা যায়।

কাজেই ছায়া নবুওয়াত প্রতিশ্রুত মাসীহের মর্যাদা কমায়নি বরং সামনে বাড়িয়েছে। এতো বাড়িয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একদম বরাবর করে দিয়েছে। (প্রাগুক্ত পৃ. ১১৩, ১৬নং লাইন।)

ضروری تھا کہ ان میں وہ تمام کمالات رکھے جاویں جو نبی کریم صلعم میں رکھے گئے بلکہ ہر ایک نبی کو
اپنی استعداد اور کام کے مطابق کمالات عطا ہوتے تھے کسی کو بہت کسی کو کم۔ مگر مسیح موعود کو
تو تب نبوت ملی جب اس نے نبوت محمدیہ کے تمام کمالات کو حاصل کر لیا اور اس قابل ہو گیا کہ ظلی
نبی کہلائے پس ظلی نبوت نے مسیح موعود کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ آگے بڑھایا اور اس قدر
آگے بڑھایا کہ نبی کریم کے پہلو بہ پہلو لا کھڑا کیا۔ اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے کہ عیسیٰ کے

*** মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম, গুণবাচক নাম এবং তাঁর একক উপাধি ও মর্যাদাসমূহেও মির্যা কাদিয়ানী অংশীদার**

মির্যা কাদিয়ানী লিখেন, তার উপর নিম্নোক্ত ওহী নাযিল হয়েছে,

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ

এখানে আমার নাম মুহাম্মাদ রাখা হয়েছে এবং রাসূলও।

সাথে আল্লাহ্‌র এ ওহী আছে -

محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم

"মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহে ওয়াল্লাযীনা মাআহু আশিদ্দাউ আলাল কুফ্‌ফারে রুহামাউ বাইনাহুম।" এ ঐশী বাণীতে আমার নাম মুহাম্মদ রাখা হয়েছে এবং রসূলও। এ

(দ্র. একটি ভুল সংশোধন {এক গলতি কা ইযালা} পৃ. ৪, রূহানী খাযায়েন ১৮/২০৭।)

আল্লাহর রাসূলের একক উপাধি ও পদ-মর্যাদাসমূহকেও মির্যা কাদিয়ানী নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছে। যেমন 'রাহমাতুল লিল আলামীন' رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (তাযকেরা পৃ. ৬৪, চতুর্থ এডিশন), يس (তাযকেরা পৃ. ৩৪৯), مُدَّثِّرُ (তাযকেরা পৃ. ৩৯), إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (তাযকেরা পৃ. ৩৩৪)।

*** মির্যা কাদিয়ানীর উপর দরূদ ও সালাম**

মির্যা কাদিয়ানীর উপর নামাযের মধ্যে নিম্নোক্ত দরুদ ও সালাম ইলহাম হয়েছে। (দ্র. তাযকেরা পৃ. ৬৬১, চতুর্থ এডিশন।)

۵ جنوری ۱۹۰۰ء (الف) ۵ جنوری ۱۹۰۰ء کو صبح کی نماز کے وقت حضرت اقدس نے فرمایا کہ پرسوں کی
نماز میں جب میں التحیات کے لئے بیٹھا تو بجائے التحیات کے یہ دعا پڑھنے لگ گیا صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّدٍ
وَّعَلَیْكَ وَیُبَرِّدُ دُعَآءَ اَعْدَآءِكَ عَلَیْهِمْ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ میں نے خیال کیا کہ یہ کیا پڑھ
رہا ہوں، تو معلوم ہوا کہ الہام ہے۔ (روایت منشی محمد الدین صاحب واصل باقی نویس۔ رجسٹر روایات صحابہ
جلد ۱ صفحہ ۳۰، و رجسٹر روایات صحابہ جلد ۱۴ صفحہ ۴۲)

(ب) صاحبزادہ پیر سراج الحق صاحب جمالی نعمانی نے بیان کیا کہ:۔
"ایک روز مغرب کی نماز پڑھی گئی اور میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس کھڑا تھا۔ جب نماز کا سلام
پھیرا گیا تو آپ نے بایاں ہاتھ میری دائیں ران پر رکھ کر فرمایا کہ صاحبزادہ صاحب! اس وقت میں التحیات پڑھتا تھا الہاماً
میری زبان پر جاری ہوا کہ :۔

صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْكَ وَعَلٰی مُحَمَّدٍ"

(الحکم جلد ۲۷ نمبر ۱۹ مؤرخہ ۲۱/۲۸ مئی ۱۹۲۴ء صفحہ ۵)

মির্যা পুত্রের পিতার উপর লক্ষ লক্ষ দরুদ ও সালাম। (দ্র. সীরাতুল মাহদী পৃ. ৭২০, ৯নং লাইন।)

حصہ سوم 720 سیرت المہدی

ایمان افروز ہیں۔ اے محمدی سلسلہ کے برگزیدہ مسیح! تجھ پر خدا کا لاکھ لاکھ درود اور لاکھ لاکھ سلام ہو کہ تیرا ثمر کیسا

মির্যার উপর আরশ থেকে ফরশ পর্যন্ত আল্লাহর দরুদ ও সালাম। (দ্র. তাযকেরা পৃ. ৫৫৩, চতুর্থ এডিশন, ৭নং লাইন।)

طِبْتُمْ ، نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ ؛ صَلٰوةُ الْعَرْشِ اِلَى الْفَرْشِ ، نَزَلْتُ لَكَ
تم پر سلام تم پاک ہو۔ ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور تیرے پر درود بھیجتے ہیں۔ عرش سے فرش تک تیرے پر درود ہے۔ میں تیرے لئے

* কাদিয়ানী কালিমা

মির্যাপুত্র বশীর আহমদ বলেন, "আমাদের নতুন কালিমার প্রয়োজন নেই। কেননা প্রতিশ্রুত মাসীহ (মির্যা কাদিয়ানী) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ভিন্ন কেউ নন। যেমনটা তিনি নিজেই বলেছেন, صار وجودي وجوده "আমার সত্তাটা তাঁরই সত্তা।" তিনি আরো বলেছেন, من فرق بيني وبين المصطفى فما عرفني وما رأى "যে আমি এবং মুস্তফা এর মাঝে পার্থক্য করলো, সে আমাকে চিনেনি এবং দেখেনি।"

এর কারণ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা আরো একবার খাতামুন নাবিয়্যীনকে দুনিয়াতে পাঠানোর ওয়াদা করেছেন।...

অতএব প্রতিশ্রুত মাসীহ (মির্যা কাদিয়ানী) স্বয়ং মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যিনি ইসলাম প্রচারের জন্য দ্বিতীয়বার এ ধরায় এসেছেন। এ জন্য আমাদের নতুন কোন কালিমার প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ, যদি মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহর স্থানে অন্য (তিনি ছাড়া ভিন্ন) কেউ আসতেন, তাহলে কালিমার প্রয়োজন হতো।" (কালিমাতুল ফস্‌ল পৃ. ১৫৮, ১৪নং লাইন।)

تو تب بھی کوئی حرج واقع نہیں ہوتا اور ہم کو نئے کلمہ کی ضرورت پیش نہیں آتی کیونکہ مسیح موعود
نبی کریمؐ سے کوئی الگ چیز نہیں ہے جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے صار وجودی وجودہ نیز
من فرق بینی وبین المصطفٰے فما عرفنی وما رانی اور یہ اس لئے ہے
کہ اللہ تعالٰی کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا جیسا کہ
آیت آخرین منہم سے ظاہر ہے پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت
اسلام کے لئے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ اس لئے ہم کو کسی نئے کلمہ کی ضرورت
نہیں ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی۔ فتدبروا

সারাংশ হচ্ছে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নাউযুবিল্লাহ) পুনর্জন্মরূপ হিসেবে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর দেহ ও আকৃতিতে দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে এসেছেন।

পাঠকবৃন্দ, এগুলো যখন লিখছি দিল ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। কারণ আপনার পিতা জনাব 'আব্দুল্লাহ' সাহেব মারা যাওয়ার পর আপনাকে যদি কেউ বলে, "আমি আপনার পিতার প্রতিচ্ছায়া ও অবতার কিংবা তিনি আমার আকৃতিতে দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে এসেছেন, আমি তাঁর থেকে ভিন্ন কেউ নই এবং আমার সত্তাটা তাঁরই সত্তা, আর 'আব্দুল্লাহ' নাম থেকে যেই ব্যক্তি উদ্দেশ্য এবং যে সকল মর্যাদার অধিকারী তিনি ছিলেন, এসব থেকে আমিই উদ্দেশ্য এবং এসবই আমার প্রাপ্য।" এ কথা শুনে আপনার কেমন লাগবে, একটু ভেবে দেখুন তো!

আর এমন দাবিদার যদি হয়, চরম মিথ্যাবাদী, গালিগালাজকারী, ধোঁকাবাজ, হারামখোর, চরিত্রহীন, মোখতারী পরিক্ষায় ফেলকারী এবং জালেম ইংরেজদের আত্মস্বীকৃত রোপনকৃত চারা, তাহলে কী আপনার সহ্য হবে?

আহ! কাফের-মুশরিকরা তো আমাদের নবীর উপর কালিমা লেপন করেছিল ইসলামের বিরোধিতা করে, আর কাদিয়ানীরা করছে ইসলামের নাম বিক্রি করে।

কালিমা এক, উদ্দেশ্য ভিন্ন

কাদিয়ানীদের উল্লিখিত বক্তব্য ও উদ্ধৃতি থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, তাদের লিফলেট ও উপাসনালয়ে যে কালিমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" দেখা যায়, এটা বাহ্যিকভাবে আমাদের কালিমার সাথে মিল থাকলেও উদ্দেশ্য ভিন্ন।

কেননা "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" থেকে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আজ থেকে চৌদ্দশ বছর পূর্বে আরবের মক্কা মুকাররমায় যিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ইনতিকালের পর থেকে মদিনা তায়্যিবায় রওযা মুবারকে অবস্থান করছেন।

পক্ষান্তরে কাদিয়ানীরা "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" থেকে উদ্দেশ্য নেয় ও বিশ্বাস করে যিনি আজ থেকে প্রায় ১৮০ বছর পূর্বে ১৮৩৯/৪০ ঈসাব্দে ভারতের কাদিয়ানে জন্মেছেন এবং ১৯০৮ ঈসাব্দে কাদিয়ানেই বেহেশতী মাকবারায় (?) দাফন হয়েছেন।

সুতরাং তাদের বড় অক্ষরে কালিমা লেখা দেখে এবং মুখে কালিমা জপতে শুনে কখনো প্রতারিত হবেন না।

মির্যা কাদিয়ানী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেও শ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবি

মির্যা কাদিয়ানী আমাদের নবীসহ সকল নবীকে হেয় প্রতিপন্ন করতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। তিনি লিখেছেন, "তার জন্য (মুহাম্মাদ ﷺ) চন্দ্রগ্রহণ হয়েছে আর আমার জন্য চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ উভয়টা হয়েছে।" (রূহানী খাযায়েন ১৯/১৮৩, ৭নং লাইন।)

لَهٗ خَسَفَ الْقَمَرُ الْمُنِيْرُ وَاِنَّ لِىْ غَسَا الْقَمَرَانِ الْمُشْرِقَانِ اَ تُنْكِرُ

اس کے لئے چاند کے خسوف کا نشان ظاہر ہوا اور میرے لئے چاند اور سورج دونوں کا۔ اب کیا تو انکار کرے گا؟

মির্যা সাহেব কবিতা আবৃত্তি করেছেন, "আমার আগমনে প্রত্যেক নবী জীবিত হয়েছে। প্রত্যেক রাসূল আমার জামার ভিতরে লুকানো রয়েছে।" (রূহানী খাযায়েন ১৮/৪৭৮, ১৫নং লাইন।)

روحانی خزائن جلد۱۸ ۴۷۸ نزول المسیح

زندہ شد ہر نبی بآمدنم ہر رسولے نہاں بہ پیرہنم

তার আরেকটি ভাষ্য, (দ্র. বাংলা হাকীকাতুল ওহী পৃ. ৭০, রূহানী খাযায়েন ২২/৯২, ২নং লাইন।)

পৃথিবীতে কয়েকটি সিংহাসন অবতীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু তোমার সিংহাসন সবগুলির উপরে অধিষ্ঠিত করা হইয়াছে। তাহারা খোদার জ্যোতিকে নিভাইয়া দিতে সংকল্প

روحانی خزائن جلد۲۲ ۹۲ حقیقۃ الوحی

﴿۸۹﴾ ابن مریم ۔ لا یسئل عمّا یفعل وھم یسئلون ۔ اٰثرک

ابن مریم بنایا ہے وہ اپنے کاموں سے پوچھا نہیں جاتا اور لوگ پوچھے جاتے ہیں خدا نے تجھے

اللّٰہ علٰی کلّ شیءٍ ۔ آسمان سے کئی تخت اُترے پر تیرا

ہر ایک چیز میں سے چُن لیا۔ دنیا میں کئی تخت اُترے پر تیرا

تخت سب سے اُوپر بچھایا گیا۔ یریدون ان یطفئوا

تخت سب سے اُوپر بچھایا گیا۔ ارادہ کریں گے کہ خدا کے نُور کو

মির্যার জনৈক মুরিদ কাযী আকমাল সাহেব মির্যা কাদিয়ানী সম্পর্কে একটি প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করেছেন। সেই ধৃষ্টতাপূর্ণ কবিতাটি হল–

"মুহাম্মাদ আবার নেমে এসেছেন আমাদের মাঝে/ এবং পূর্বের চেয়ে অধিক শান ও সম্মানের সাথে।"

"যদি কেউ পূর্ণতম মুহাম্মাদকে দেখতে চাও/ কাদিয়ানে এসে গোলাম আহমদকে দেখে যাও।" (আখবারে বদর কাদিয়ান, ২৫ অক্টোবর ১৯০৬ ঈ.)

شعر و سخن
نظم
(از اکمل آف گولیکی)

امام اپنا عزیزو اس زماں میں / غلام احمد ہوا دارالاماں میں
غلام احمد ہے عرش رب اکرم / مکاں اس کا ہے گویا لامکاں میں
غلام احمد رسول اللہ ہے برحق / شرف پایا ہے نوع انس و جاں میں
غلام احمد مسیحا سے ہے افضل / بروز مصطفیٰ ہو کر جہاں میں
غلام احمد کا خادم ہے جو دل سے / بلاشک جائیگا باغ جناں میں
تسلی دل کو ہو جاتی ہے حاصل / یہ ہے اعجاز احمد کی زباں میں
بھلا اس معجزے سے بڑھ کے کیا ہو / خدا اک قوم کا مارا ۔ جہاں میں
قلم سے کام جو کر کے دکھایا / کہاں طاقت تھی یہ سیف و سناں میں
محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں / اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شاں میں
محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل / غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں

উল্লেখ্য, কবিতাটির রচয়িতা স্বয়ং নিজেই মির্যা কাদিয়ানীকে কবিতাটি আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন এবং তাকে সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখে দিয়েছেন, আর মির্যা কাদিয়ানী কবিতাটি শুনে খুশি হয়ে রচয়িতাকে 'জাযাকাল্লাহ' (আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন।) বলেছেন এবং কবিতাটি সাথে করে ভিতরে নিয়ে গেছেন। (দ্র. দৈনিক আল-ফযল ২২ আগস্ট ১৯৪৪ ঈ., পৃ. ৪ কলাম ১ ও ৩।)

۔ وہ اس نظم کا ایک حصہ ہی
جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حضور میں پڑھی گئی۔
اور خوش خط لکھے ہوئے قطعے کی صورت میں پیش کی گئی ۔ اور حضور
اسے اپنے ساتھ اندر لے گئے ۔ اس وقت کسی نے اس شعر پر
اعتراض نہ کیا ۔ حالانکہ مولوی محمد علی صاحب اور ان کے ہمنوا موجود تھے

۔ اور حضرت مسیح موعود ۳۵۶
علیہ السلام کا شرف سماعت حاصل کرنے اور جزاکم اللہ تعالیٰ ۳۵۷
کا صلہ پانے اور اس قطعے کو اندر خود لے جانے کے بعد کسی کو ۳۵۸
حق ہی کیا پہنچتا تھا ۔ کہ اس پر اعتراض کرکے اپنی کمزوری ایمان ۳۵۹
وقلت عرفان کا ثبوت دیتا ۔ اس واقعہ سے صاف ظاہر ہے ۳۶۰
کہ اسوقت اس شعر کے وہی معنے سمجھے گئے ۔ جو خطبہ الہامیہ کی ۳۶۱
عبارت کے ہیں ۔ اور جو "الفضل" میں معہ ترجمہ شائع کئے جا ۳۶۲

পাঠকবৃন্দের মধ্যে যারা উর্দূ জানেন তারা পত্রিকাটিতে এ কথাও পড়েছেন, "অতএব (মির্যার অনুসারীদের) কারো এ অধিকার থাকে না যে, কবিতাটির উপর আপত্তি করে নিজের ঈমানী দূর্বলতার প্রমাণ দিবে। কারণ কবিতাটির অর্থ তো তাই, যা (মির্যা সাহেবের) 'খুতবায়ে ইলহামিয়্যা'র বক্তব্যে রয়েছে।"

এবার আমরা 'খুতবায়ে ইলহামিয়্যা'র বক্তব্য লক্ষ্য করি। মির্যা কাদিয়ানী লিখেছেন, "হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আধ্যাত্মিকতা বর্তমান সময়ে (অর্থাৎ যা মির্যার আকৃতিতে বিদ্যমান) পূর্বের সময় (অর্থাৎ চৌদ্দশ বছর পূর্বে) এর তুলনায় অধিক দৃঢ়, শক্তিশালী ও পরিপূর্ণ।" (নাউযুবিল্লাহ) (দ্র. খুতবায়ে ইলহামিয়্যা পৃ. ১৮১, রূহানী খাযায়েন ১৬/২৭১-২৭২, শেষ লাইন।)

من الظالمين .بل الحق أن روحانيتهُ عليه

ظالماں گردید بلکہ حق آنکہ روحانیت آنحضرت علیہ السلام

بلکہ حق یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت

روحانی خزائن جلد۱۶ ۲۷۲ خطبہ الہامیہ

السّلام كان فی آخر الألف السادس أعنی فی

در آخر ہزار ششم یعنی

چھٹے ہزار کے آخر میں یعنی

هذه الأيام أشدَّ وأقوىٰ وأكملَ من تلك

دریں ایام نسبت بآں سالہا اکمل و اقویٰ و اشد است

اِن دنوں میں بہ نسبت اُن سالوں کے اقویٰ اور اکمل اور اشد ہے۔

অর্থাৎ মির্যা কাদিয়ানী হচ্ছে (নাউযুবিল্লাহ) হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুনর্জন্মরূপ। আর দ্বিতীয় জন্মে নাকি প্রথমবারের চেয়ে অধিকতর পূর্ণতা ও আধ্যাত্মিকতা সহ তার আবির্ভাব ঘটেছে।

সুতরাং প্রমাণিত হল, উক্ত আকীদা শুধু একজন মুরিদ ও কাব্যকারের নিছক প্রশংসা যে তা নয় বরং এটি স্বয়ং মির্যা সাহেবেরও আকীদা, যার ধারাবাহিকতা ও প্রচার তার অনুসারীরাও করেছেন।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেও অগ্রগামী হতে পারবে

কাদিয়ানীদের দৈনিক 'আল-ফযল' ১৭ জুলাই ১৯২২ ঈ., পৃ. ৫ কলাম ৩-এ রয়েছে, "এ কথা বিলকুল সঠিক যে, প্রত্যেক ব্যক্তি (আধ্যাত্মিক জগতে) উন্নতি সাধন করতে পারে এবং বড় থেকে বড় মর্যাদা পেতে পারে। এমনকি মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেও এগিয়ে যেতে পারে।"

روحانی ترقی کا میدان

یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ سکتا ہے۔

প্রিয় পাঠক, বিচারের ভার আপনাদের উপর ছেড়ে দিলাম।

'উম্মতী নবী' ও 'শরীয়তবিহীন নবী'র আফসানা

কাদিয়ানীরা বলে থাকে, মির্যা সাহেব 'উম্মতী নবী' ও 'শরীয়তবিহীন নবী' হওয়ার দাবি করেছেন। আর এটা কুরআন-হাদীস বিরোধী নয়। কেননা নবী আসার নিষেধাজ্ঞা এমন নবী সম্পর্কে নয়, বরং অন্য নবী সম্পর্কে। অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে এমন নবী হতে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই এবং কোন অসুবিধাও নেই।

জবাব :

প্রথমত: কুরআন-হাদীসের কোথায় বলা হয়েছে যে, 'উম্মতী নবী' ও 'শরীয়তবিহীন নবী' হতে পারবে? বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিষ্কার ভাষায় ইরশাদ করেছেন, আমার পরে যেকোন প্রকার ও যেকোন ধরণের নবী ও রাসূল হওয়ার দরজা বন্ধ।

إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدْ انْقَطَعَتْ، فَلاَ رَسُولَ بَعْدِي وَلاَ نَبِيَّ.

রিসালত ও নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে। আমার

পরে কোন রাসূল নেই এবং কোন নবীও নেই। (তিরমিযী হা. ২২৭২, সহীহ।)

অন্যত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রা.কে উদ্দেশ্য করে বললেন, أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي.

তোমার-আমার সম্পর্ক এমন, যা মুসা আ. এর সাথে হারুনের আ. ছিল। তবে পার্থক্য এতটুকুই যে, আমার পরে কোন নবী নেই। (বুখারী হা. ৪৪১৬; মুসলিম হা. ২৪০৪)

উল্লেখ্য, হারুন আ. 'শরীয়তবিহীন নবী' ছিলেন। তাই উক্ত উপমা থেকে হয়তো আমাদের নবীর পর কেউ 'শরীয়তবিহীন নবী' দাবি করার সুযোগ নিবে। অতএব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত সুযোগ চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দিয়ে বললেন, "আমার পরে কোন নবী নেই।"

অন্য হাদীসে তাঁর পরে কেউ নবী না হয়ে কী হতে পারবে, তা সুস্পষ্ট করে দিয়ে বলেন, وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ.

আমার পরে কোন নবী নেই। তবে খলীফা হবে এবং তাদের সংখ্যা অনেক হবে। (বুখারী হা. ১৮৪২; মুসলিম হা. ১৮৪২।)

উক্ত হাদীসের বাস্তবতাও আমরা দেখতে পাই, তাঁর পরে কেউ নবী না হয়ে বরং হযরত আবু বকর-ওমর রা. সহ অনেক খলীফা হয়েছেন।

আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী দাবিকারী সম্পর্কে বলেন, إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلاَثُونَ كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي.

আমার উম্মতে ৩০জন চরম মিথ্যুকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা নবী দাবি করবে।... (তিরমিযী হা. ২২১৯; বুখারী হা. ৩৬০৯; মুসলিম হা. ১৫৭।)

দ্বিতীয়ত: এ চৌদ্দশ বছরে এমন 'উম্মতী নবী' ও 'শরীয়তবিহীন নবী' কতজন হয়েছেন? বরং মির্যার দাবি অনুযায়ী তিনি একজনই এবং শুধু তার জন্যই উক্ত দরজা খোলা হয়েছে। (৩৭ নং পৃষ্ঠায় এর উদ্ধৃতি রয়েছে।)

তৃতীয়ত: মির্যা সাহেবের মতো কেউ যদি **'আবদী খোদা'** এর দাবি করে বসেন, তাহলে খণ্ডনের কোন উপায় আছে কি?

আসল কথা হচ্ছে, যেখানে মির্যা সাহেব মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ হওয়ার দাবি করেছেন বরং তাঁর থেকেও শ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবি করেছেন, সেখানে তাকে এমন নবী বলার অর্থ হলো তাকে খাটো করা এবং এটা বলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে সাধারণ মুসলমানদের সাথে প্রতারণা করা।

প্রতারণা ও সতর্কতা

মির্যার রচনাবলিতে সব ধরণের কথাই আছে। প্রথম দিকে সে নবুওয়াত দাবিকে অস্বীকার করত এমনকি একে কুফর বলেও আখ্যায়িত করত। এজন্য মির্যার অনুসারীরা অনেক সময় সাধারণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার জন্য তার ঐ সময়ের বক্তব্য উদ্ধৃত করে থাকে, যাতে সে সরাসরি নবুওয়াত দাবিকে কুফর বলেছে অথবা রাসূলকে খাতামুল আম্বিয়া বলেছে। যেমনটি তাদের লিফলেটের শুরুতে থাকে। কিন্তু তাদের এই প্রতারণা স্পষ্ট হবে যদি স্বয়ং মির্যার শেষ দিকের বক্তব্য সামনে থাকে।

আর তার পুত্র ও তাদের দ্বিতীয় খলীফা মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদের বক্তব্যও এ বিষয়ে এতই স্পষ্ট যে, কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। (দ্র. তার হাকীকাতুন নবুওয়াহ গ্রন্থটি) যেমন তিনি বলেন, "যে সকল গ্রন্থে স্পষ্ট ভাষায় তিনি নিজে নবী হওয়ার অস্বীকার করেছেন এবং নিজের নবুয়াতকে খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ ও ছায়া বলে দাবি করেছেন, এগুলো সবই ১৯০১ ঈসায়ীর পূর্বের।" (দ্র. আনওয়ারুল উলূম ২/৪৪৪, ১নং লাইন।)

انوار العلوم جلد ۲ ۴۴۴ حقیقۃ النبوۃ (حصہ اول)

کتب میں آپ نے اپنے نبی ہونے سے صریح الفاظ میں انکار کیا ہے اور اپنی نبوت کو جزئی اور ناقص اور محدثوں کی نبوت قرار دیا ہے وہ سب کے سب بلا استثناء ۱۹۰۱ء سے پہلے کی کتب ہیں (اور یہ میں ثابت کر چکا ہوں کہ تریاق القلوب بھی انہی کتب میں سے ہے) اور ۱۹۰۱ء کے بعد کی کتب میں سے ایک کتاب میں بھی اپنی نبوت کو جزئی قرار نہیں دیا اور نہ ناقص اور نہ نبوت محدثیت - اور نہ

এর এক পৃষ্ঠা পর তিনি বলেন, "১৯০১ সনের পূর্বের যে সকল সূত্রে তিনি নবী হওয়াকে অস্বীকার করেছেন, তার সবই এখন রহিত হয়ে গেছে এবং সেগুলো থেকে এখন প্রমাণ দেওয়া ভুল।" (আনওয়ারুল উলূম ২/৪৪৫।)

ثابت ہے کہ ۱۹۰۱ء سے پہلے کے وہ حوالے جن میں آپ نے نبی ہونے سے انکار کیا ہے اب منسوخ ہیں اور ان سے حجت پکڑنی غلط ہے۔

(সবিস্তারে জানতে দেখুন, হযরত মাওলানা মনযুর নোমানী রহ.-এর রিসালা 'কুফর ওয়া ইসলাম কে হুদূদ আওর কাদিয়ানিয়্যাত', যা 'ইহতিসাবে কাদিয়ানিয়্যাত' এর ১৮ নং খণ্ডের ১১৮-১২৪ নং পৃষ্ঠা, কাদিয়ানীরা অমুসলিম কেন? পৃ. ২৩-৩১।)

এ ধরণের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার উপস্থিতিতে কেউ যদি মির্যার ঐ সময়ের বক্তব্য উপস্থিত করে যখন সে তার নবী-দাবি অস্বীকার করত, তাহলে তা হবে ঐ প্রতারণারই দৃষ্টান্ত, যা এই ধর্মমতের মূল উপাদান।

কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের প্রতারণার আরেকটি কৌশল এই যে, সরলপ্রাণ মুসলমানদের তারা বলে, "কারো অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না। সরাসরি আমাদের বইপত্র পড়ুন বা আমাদের সাথে যোগাযোগ করে সত্যাসত্য যাচাই করুন ইত্যাদি।" যেন তাদের ধর্মমত সম্পর্কে আলেমগণ যা বলেন, সব অপপ্রচার এবং তাদের বইপত্রে এসব নেই। অথচ আলেমগণ স্বয়ং মির্যা কাদিয়ানী ও তার অনুসারীদের বইপত্র থেকে অসংখ্য উদ্ধৃতিসহ তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন, যার কিছু এখানেও দেখছেন।

প্রিয় পাঠক! যখন কেউ মুজাদ্দিদ (সংস্কারক) ও নবী হওয়ার দাবি করে বসবে, তখন প্রথম করণীয় হচ্ছে তার ব্যক্তিত্ব ও জীবনী নিয়ে আলোচনা করা। যাতে উক্ত দাবিদার কোন পর্যায়ের ও কেমন চরিত্রের অধিকারী তা সুস্পষ্ট হয়। কারণ কোন মুজাদ্দিদ ও নবুওয়াত দাবিদারের দাওয়াত ও মতবাদ লোকদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার পূর্ব শর্ত হচ্ছে, সে সত্যবাদী, নীতি-নৈতিকতা সম্পন্ন, উত্তম চরিত্র ও দাগমুক্ত জীবনের অধিকারী হওয়া এবং এর স্বীকৃতি পাওয়া। স্বয়ং মির্যা সাহেব বলেছেন,

এটা সুস্পষ্ট যে, যদি কেউ একটি বিষয়ে মিথ্যুক সাব্যস্ত হয়, তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে তার আর গ্রহণযোগ্যতা থাকে না। (রূহানী খাযায়েন ২৩/২৩১।)

روحانی خزائن جلد۲۳ ۲۳۱ چشمہ معرفت

....

میں وید کی بات کا کوئی بھی اعتبار نہ رہا۔ ظاہر ہے کہ جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے
تو پھر دوسری باتوں میں بھی اُس پر اعتبار نہیں رہتا اور اگر لیکھرام والی پیشگوئی سے تسلی نہیں ہوئی

কুরআন ও হাদীসের নামে মিথ্যাচার

আল্লাহ তাআলার প্রেরিত কোন নবী মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারেন না। চাই তা নিজের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য হোক বা অন্য কোন কারণে হোক। তাঁরা সব সময় সত্যের উপর অটল-অবিচল থাকেন।

কিন্তু নবীর (?) দাবীদার মির্যা কাদিয়ানী অবলীলাক্রমে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। তাও আবার কুরআন-হাদীসের নামে। অর্থাৎ যখনই তার মনে কোন কথার উদ্রেক হতো, তিনি তা হাদীস বা কুরআনের নামে চালানোর চেষ্টা করতেন। অথচ তা হাদীস বা কুরআনের কোথাও নেই। এর অনেক উদাহরণ রয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ নিচে তুলে ধরা হলো।

প্রতিটির নিচে উদ্ধৃতির স্ক্রীনশট দেখুন :-

* মির্যা সাহেবের কাশ্‌ফ হয়েছে, "তিনটি শহরের নাম সম্মানের সাথে কুরআন শরীফে উল্লেখ আছে। আর তা হল, মক্কা, মদিনা ও কাদিয়ান।" (রূহানী খাযায়েন ৩/১৪০, টীকা শেষ দুই লাইন।)

روحانی خزائن جلد۳ ۱۴۰ ازالۂ اوہام حصہ اول

....

کہ ہاں واقعی طور پر قادیان کا نام قرآن شریف میں درج ہے اور میں نے کہا کہ تین شہروں کا
نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے مکہ اور مدینہ اور قادیان یہ کشف تھا

কাদিয়ানীরা বলে থাকে, "এটা একটা কাশ্‌ফের কথা, যা ব্যাখ্যার দাবি রাখে।" কিন্তু মির্যা সাহেব মৃত্যুর পূর্বে বলে গিয়েছেন, "আজ থেকে ২০ বছর পূর্বে আমি যে কাশ্‌ফের মাধ্যমে কুরআন শরীফে কাদিয়ান এর উল্লেখ থাকার কথা বলেছিলাম, তা নিঃসন্দেহে সঠিক।" (মাজমূআয়ে ইশতিহারাত ৩/২৯১, টীকা।)

غرض یہ ہے کہ جیسا کہ آج سے بیس برس پہلے براہین احمدیہ میں کشفی طور پر لکھا گیا تھا کہ قرآن شریف میں
قادیان کا ذکر ہے یہ کشف نہایت صحیح اور درست تھا۔ کیونکہ زمانی رنگ میں آنحضرت صلے اللہ علیہ

* মির্যা সাহেব লিখেন, "কুরআন ও তাওরাত থেকে প্রমাণিত হয়, আদম জমজ হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছেন।" (রূহানী খাযায়েন ১৫/৪৮৫।)

روحانی خزائن جلد۱۵ ۴۸۵ تریاق القلوب

....

اور یاد رہے کہ اگر شیخ اس پیشگوئی میں بجائے شیث کے مسیح موعود کو آدم سے
مشابہت دیتا تو بہتر تھا کیونکہ قرآن اور توریت سے ثابت ہے کہ آدم بطور توام پیدا ہوا تھا

* তিনি বলেন, "১৮৫৭ সালে কুরআন আসমানে উঠানো হবে বলে কুরআনে বক্তব্য আছে।" (প্রাগুক্ত ৩/৪৯০, টীকা শেষ দুই লাইন।)

روحانی خزائن جلد۳ ۴۹۰ ازالہ اوہام حصہ دوم

میں ایسے جہاد کا کسی جگہ حکم دیا ہے۔ پس اس حکیم وعلیم کا قرآن کریم میں یہ بیان فرمانا کہ ۱۸۵۷ء
میں میرا کلام آسمان پر اُٹھایا جائیگا یہی معنے رکھتا ہے کہ مسلمان اس پر عمل نہیں کریں گے جیسا کہ

অথচ কুরআনের কোথাও এমন কথা নেই।

তাহলে মির্যা সাহেবের নিম্নোক্ত কথার বাস্তবতা কতটুকু যে, "কুরআনের সঠিক জ্ঞান আমাকে দেয়া হয়েছে।" (প্রাগুক্ত ১৭/৪৫৪, ৪নং লাইন।)

روحانی خزائن جلد۱۷ ۴۵۴ اربعین نمبر۴

اور قرآن کے صحیح معنوں سے مجھے اطلاع بخشی ہے تو پھر مَیں کس بات میں اور کس غرض کے

* "মসীহে মাওউদ শতাব্দীর শুরুতে আসার কথা সহীহ হাদীসসমূহে এসেছে এবং তিনি চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হবেন।" (প্রাগুক্ত ২১/৩৫৯।)

روحانی خزائن جلد۲۱ ۳۵۹ ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم

آگئیں۔ ایسا ہی احادیث صحیحہ میں آیا تھا کہ وہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا۔ اور وہ
چودھویں صدی کا مجدّد ہوگا۔ سو یہ تمام علامات بھی اس زمانہ میں پوری ہوگئیں۔ اور لکھا تھا کہ

* "কুরআন ও হাদীসে আছে, মাসীহ আত্মপ্রকাশ করলে তাকে বিভিন্নভাবে লাঞ্ছিত করা হবে এবং কাফের বলা হবে।" (প্রাগুক্ত ১৭/৪০৪।)

روحانی خزائن جلد۱۷ ۴۰۴ اربعین نمبر۳

ضروری تھا۔ لیکن ضرور تھا کہ قرآن شریف اور احادیث کی وہ پیشگوئیاں پوری ہوتیں جن میں
لکھا تھا کہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا۔ وہ اس کو کافر قرار
دیں گے اور اس کے قتل کے لئے فتوے دیئے جائیں گے اور اس کی سخت توہین کی جائے گی اور
اس کو دائرہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا۔ سو ان دنوں میں وہ

* "সহীহ হাদীসে এসেছে, প্রতিশ্রুত মাহদীর কাছে একটি ছাপানো কিতাব থাকবে, যার মধ্যে ৩১৩ জন সাথীর নাম থাকবে। সে ভবিষ্যদ্বাণী আজ পূর্ণ হলো।" (রূহানী খাযায়েন ১১/৩২৪।)

روحانی خزائن جلد۱۱ ۳۲۴ ضمیمہ رسالہ انجام آتھم

ایک اور پیشگوئی کا پورا ہونا

چونکہ حدیث صحیح میں آچکا ہے کہ مہدی موعود کے پاس ایک چھپی ہوئی کتاب ہوگی جس میں اس کے
تین سو تیرہ اصحاب کا نام درج ہوگا۔ اس لئے یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ وہ پیشگوئی آج پوری

* "সহীহ হাদীসসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মাসীহ ৬ হাজার সালে জন্মগ্রহণ করবেন।" (প্রাগুক্ত ২২/২০৯, ৫ নং লাইন।)

روحانی خزائن جلد۲۲ ۲۰۹ حقيقة الوحی

سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ۱؎ اور احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح موعود چھٹے ہزار میں پیدا
ہوگا ☆۔ اِسی لئے تمام اہل کشف مسیح موعود کا زمانہ قرار دینے میں چھٹے ہزار برس سے باہر نہیں گئے اور

* "শত শত আওলিয়া নিজ ইলহাম দ্বারা সাক্ষ্য দিয়েছেন, চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হবেন মাসীহ। আর সহীহ হাদীস ডেকে ডেকে বলছে, ১৩ম শতাব্দীর পরে তিনি আত্মপ্রকাশ হবেন।" (প্রাগুক্ত ৫/৩৪০।)

روحانی خزائن جلد۵ ۳۴۰ آئینہ کمالات اسلام

خرابیوں کی اصلاح کیلئے پیش قدمی دکھلاتا۔ سو یہ عاجز عین وقت پر مامور ہوا اس سے پہلے صدہا اولیاء
نے اپنے الہام سے گواہی دی تھی کہ چودھویں صدی کا مجدد مسیح موعود ہوگا اور احادیث صحیحہ نبویہ پکار
پکار کر کہتی ہیں کہ تیرھویں صدی کے بعد ظہور مسیح ہے۔ پس کیا اس عاجز کا یہ دعویٰ اس وقت عین اپنے

মির্যা সাহেবের প্রতি আস্থা আনার জন্যে আমরা ঐ সকল ওলীদের নাম ও সহীহ হাদীসগুলো জানতে চাচ্ছি। কোন আহমদী দাবিদার ভাই

আছেন মির্যা সাহেবকে এ মিথ্যা অপপ্রচার থেকে বাঁচানোর জন্যে আওলিয়াদের বক্তব্য সম্বলিত বইগুলোর নাম ও হাদীসগুলোর উদ্ধৃতি পেশ করে এ মহান খেদমতটি আঞ্জাম দিবেন? আর তা সম্ভব না হলে মানতে হবে, মির্যা সাহেব হাদীসের নামে এ সকল মিথ্যা কথা বলেছেন। আর কোন সৎ ও খোদাভীরু ব্যক্তি এমন জঘন্য কাজে কখনও লিপ্ত হতে পারেন না। আহমদী দাবিদার ভাইয়েরা, একটু ভেবে দেখবেন কী!

* "কুরআন-হাদীসসহ পূর্বের কিতাবসমূহে আছে, মসীহের যুগে একটি গাড়ি আবিষ্কৃত হবে, যা আগুনের দ্বারা চলবে। সেই গাড়িটি হলো রেল।" (প্রাগুক্ত ২০/২৫।)

روحانی خزائن جلد ۲۰ — ۲۵ — تذکرۃ الشہادتین

نہیں چھوڑا۔ اور قرآن شریف اور احادیث اور پہلی کتابوں میں لکھا تھا کہ اس کے زمانہ میں ایک نئی
سواری پیدا ہوگی جو آگ سے چلے گی اور انہیں دنوں میں اونٹ بیکار ہو جائیں گے اور یہ آخری حصّہ کی
حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے سو وہ سواری ریل ہے جو پیدا ہوگئی۔ اور لکھا تھا کہ وہ مسیح موعود صدی

* "হাদীসসমূহ থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, শেষ যুগে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে বুরূযীরূপে আসবেন।" (১৮/৩৮৪।)

روحانی خزائن جلد ۱۸ — ۳۸۴ — نزول المسیح

خیال کر لیا۔ مگر یہ ان کی غلطی ہے۔ حدیثوں سے صاف طور پر یہ بات نکلتی ہے کہ آخری
زمانہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں ظاہر ہوں گے اور حضرت مسیح بھی مگر
دونوں بروزی طور پر آئیں گے نہ حقیقی طور پر۔ یہ بھی لکھا ہے کہ مسیح کے مقابل پر

* মির্যা সাহেব লিখেছেন, "একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি আমার পরে মূসা ও ঈসা জীবিত হতেন, তাহলে আমার আনুগত্য করতেন।" (রূহানী খাযায়েন ১৪/২৭৩, টীকা।)

گئی۔ ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر موسےٰ و عیسےٰ زندہ
ہوتے تو میری پیروی کرتے اب اس قدر دلائل موت کے بعد کوئی خدا ترس اُن کے زندہ

অথচ হাদীসটি হল, "যদি মূসা বেঁচে থাকতেন, তবে আমার আনুগত্য ছাড়া তাঁর আর কোন অবকাশ ছিলো না।" (মুসনাদে আহমদ, হা. ১৫১৫৬।)

মির্যা সাহেব কী এক বিস্ময়কর খেয়ানত করেছেন, হযরত ঈসা আ.-এর মৃত্যুকে প্রমাণ করার জন্য হাদীসটির মধ্যে ঈসা শব্দ বৃদ্ধি করেছেন। ইসলামী লিটারেচারে এমন খেয়ানত কোন নবীর (!) পক্ষে তো দূরের কথা, কোন সৎ মানুষের পক্ষেও কি আদৌ সম্ভব? একটু চিন্তা করবেন।

এদিকে মির্যা সাহেবের বক্তব্য রয়েছে, "যে শরীয়তের মধ্যে সামান্য বৃদ্ধি করলো বা কমালো কিংবা সকলের ঐক্যমতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কোন বিশ্বাসকে অস্বীকার করলো, তার উপর আল্লাহ তাআলার লা'নত, ফেরেশতাদের ও সকল মানুষের লা'নত।" (প্রাগুক্ত ১১/১৪৪।)

روحانی خزائن جلد ۱۱ — ۱۴۴ — مکتوب احمد

وعليها نحيا وعليها نموت، وَمَن زاد علىٰ هذه الشريعة مثقال ذرّة أو نقص
زیادہ می کنیم و نہ از آنہا کم میسازیم۔ و بر آنہا زندہ خواہیم ماند و بر آنہا خواہیم مرد۔ و ہر کہ بمقدار یک ذرہ برین شریعت
منها، أو كفر بعقيدة إجماعيّة، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

* তিনি বলেন, "ঐ খলিফা যার সম্পর্কে বুখারী শরীফে আছে, তার ব্যাপারে আসমান থেকে এই ডাক আসবে যে, এই হল 'আল্লাহর খলিফা মাহদী'। এবার ভাবো, এটি কেমন মর্যাদাবান কিতাব যাকে কুরআনের পর সবচেয়ে বিশুদ্ধগ্রন্থ মনে করা হয়।" (রূহানী খাযায়েন ৬/৩৩৭।)

روحانی خزائن جلد ۶ — ۳۳۷ — شہادۃ القرآن

اس حدیث پر کئی درجہ بڑھی ہوئی ہیں مثلاً صحیح بخاری کی وہ حدیثیں جن میں آخری زمانہ میں
بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی گئی ہے خاص کر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ
آسمان سے اس کے لیے آواز آئے گی ھذا خلیفة الله المھدی اب سوچو کہ یہ حدیث
کس پایہ اور مرتبہ کی ہے جو ایسی کتاب میں درج ہے جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے لیکن وہ

এটি সুস্পষ্ট একটি মিথ্যাচার! বুখারী শরীফের কোথাও এই হাদীস নেই, এমনকি সিহাহ সিত্তার কোন কিতাবেও নেই!

মির্যা সাহেব তার এই বক্তব্য দ্বারা কয়েকটি অসত্য ও অবাস্তব কথা গিলাতে চেয়েছেন।

ক. বুখারী শরীফের আশ্রয় নিয়ে নিজে ইমাম মাহদী হওয়ার দাবীকে দৃঢ় করার চেষ্টা করেছেন। অথচ সত্য দাবীর জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। বরং মির্যা সাহেব নিজেই বলেছেন, “অসত্য কথা বলা ও অপবাদ আরোপ করা সৎ মানুষের কাজ নয়; বরং অত্যন্ত নষ্ট ও খারাপ মানুষের কাজ।” (রূহানী খাযায়েন ১০/১৩।)

روحانی خزائن جلد۱۰ ۱۳ آریہ دھرم

خاموش رہنے سے خلق اللہ کو ضرر پہنچتا ہے اور پبلک کو دھوکا لگتا ہے غلط بیانی اور بہتان طرازی راست بازوں کا کام نہیں بلکہ نہایت شریر اور بدذات آدمیوں کا کام ہے کہ جو نہ خدا سے ڈریں

খ. যিনি এমন মিথ্যার মাধ্যমে নিজের ইমাম মাহদী হওয়ার ব্যাপারে মানুষকে আস্থাশীল করে থাকেন, তার অন্য দাবি ও এলহামের ব্যাপারে মানুষ কী বিশ্বাস পোষণ করবে? কারণ মির্যা সাহেব নিজেই বলেছেন, “যার একটি মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তার আর কোন কথার উপর আস্থা থাকে না।” (প্রাগুক্ত ২৩/২৩১, স্ক্রীনশট পূর্বে গিয়েছে।)

গ. আহমদী ভাইয়েরা বলে থাকেন, এটা একটি মানবীয় ভুল। কিন্তু মির্যা সাহেবের নিম্নোক্ত দাবিনুযায়ী তার কোন ধরণের ভুল হতে পারে না এবং তিনি ভুলের উপর স্থির থাকতে পারেন না। কেননা তিনি বলেছেন, “আল্লাহ তাআলা এক মুহুর্তের জন্যও আমাকে ভুলের উপর স্থির হতে দেন না এবং আমাকে প্রতিটি ভুল থেকে হেফাযত করেন”। (রূহানী খাযায়েন ৮/২৭২, ৫নং লাইন।)

روحانی خزائن جلد۸ ۲۷۲ نور الحق الحصّة الثانية

السّهو والنسيان، وإن اللّٰه لا يتركني على خطأٍ طرفةَ عين، ويعصمني من كلّ مَين،

* মির্যা সাহেব লিখেন, “একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অন্য দেশের নবী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, প্রত্যেক দেশেই নবী আগমন করেছেন। তিনি আরো বলেন, ভারতে একজন কালো রংয়ের নবী এসেছিলেন তার নাম ‘কাহেন’।” (প্রাগুক্ত ২৩/৩৮২।)

روحانی خزائن جلد۲۳ ۳۸۲ چشمہ معرفت

ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے ملکوں کے انبیاء کی نسبت سوال کیا گیا تو آپ نے یہی فرمایا کہ ہر ایک ملک میں خدا تعالیٰ کے نبی گذرے ہیں اور فرمایا کہ کَانَ فِی الْھِنْدِ نَبِیًّا اَسْوَدَ اللَّون اِسْمُہٗ کَاھِنًا یعنی ہند میں ایک نبی گذرا ہے جو سیاہ رنگ تھا اور نام اُس کا کاہن تھا یعنی کنھیّا جس کو کرشن کہتے ہیں ۔

* মির্যা সাহেব লিখেছেন, “পূর্বের ওলীগণের কাশফ এ কথার উপর সুনিশ্চিত (?) সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে, মির্যা সাহেব চতুর্দশ শতাব্দীর শুরুতে জন্ম নিবেন এবং পাঞ্জাবে জন্ম নিবেন।” (রূহানী খাযায়েন ১৭/৩৭১।)

روحانی خزائن جلد۱۷ ۳۷۱ اربعین نمبر۲

اور اولیاء گذشتہ کے کشوف نے اس بات پر قطعی مہر لگا دی کہ وہ چودھویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا اور نیز یہ کہ پنجاب میں ہوگا ایسے شخص کی تکذیب میں جلدی نہ کرتے ۔ آخر ایک دن مرنا

আহমদী দাবিদার বন্ধুরা! ‘পূর্বের ওলীগণ’ যদি উক্ত কথা নিশ্চিত করেই বলে থাকেন, তাহলে সেসব ওলী কারা? আর তাদের এ সিদ্ধান্তের কথা কোথায় লেখা আছে? দয়া করে একটু দেখিয়ে দিবেন কী?

সারকথা, কুরআন, হাদীস ও নির্ভরযোগ্য কোন কিতাবে মির্যা সাহেবের উপর্যুক্ত বক্তব্যগুলোর কোন প্রমাণ মিলে না। যখনই কোন কথা তার মনে আসত বা নিজের মনগড়া দাবির স্বপক্ষে বলতে চাইতেন, তা কুরআন মাজীদ বা হাদীস কিংবা ওলী ইত্যাদির কথা বলে চালিয়ে দিতেন।

সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের নিজ মানদণ্ডে মির্যা সাহেব

মির্যা সাহেব বলেছেন, “স্পষ্ট হওয়া দরকার, আমাদের সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের জন্য ভবিষ্যদ্বাণীর চেয়ে আমাদের আর কোন বড় মানদণ্ড নেই।” (রূহানী খাযায়েন ৫/২৮৮, ৭নং লাইন।)

روحانی خزائن جلد۵ ۲۸۸ آئینہ کمالات اسلام

سے اصلیت کو ظاہر کریں۔ بد خیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہمارا صدق یا کذب جانچنے کیلئے
ہماری پیشگوئی سے بڑھ کر اور کوئی محک امتحان نہیں ہو سکتا اور نیز یہ پیشگوئی ایسی بھی نہیں کہ جو

১. মির্যা সাহেব লিখেছেন, “তিন বছরে মক্কা-মদীনার রেলের রাস্তা তৈরি হবে।” (প্রাগুক্ত ১৭/১৯৫, ৭নং লাইন।)

روحانی خزائن جلد۱۷ ۱۹۵ تحفہ گولڑویہ

اور نئی سواری کا استعمال اگرچہ بلاد اسلامیہ میں قریباً سو برس سے عمل میں آ رہا ہے لیکن یہ
پیشگوئی اب خاص طور پر مکّہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی ریل طیار ہونے سے پوری ہو جائے گی
کیونکہ وہ ریل جو دمشق سے شروع ہو کر مدینہ میں آئے گی وہی مکّہ معظمہ میں آئے گی اور اُمید
ہے کہ بہت جلد اور صرف چند سال تک یہ کام تمام ہو جائے گا۔ تب وہ اونٹ جو تیرہ سو برس سے
حاجیوں کو لے کر مکہ سے مدینہ کی طرف جاتے تھے یکدفعہ بے کار ہو جائیں گے اور ایک
انقلاب عظیم عرب اور بلاد شام کے سفروں میں آ جائے گا۔ چنانچہ یہ کام بڑی سرعت سے ہو رہا
ہے اور تعجب نہیں کہ تین سال کے اندر اندر یہ ٹکڑا مکّہ اور مدینہ کی راہ کا طیار ہو جائے اور حاجی

মির্যা সাহেব মারা গেছেন ১৯০৮ ঈসায়ী সনে; এর ১০০ বছরেও সেই রেলের রাস্তা তৈরী হয়নি। এই হলো মির্যা সাহেবের ‘যা বলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে বলেন’ এর নমুনা!

২. আমার মৃত্যু মক্কা বা মদীনায় হবে। (তাযকেরা পৃ. ৫০৩।)

۱۴؍ جنوری ۱۹۰۶ء (۱) "کَتَبَ اللّٰہُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِیْ (۲) سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِیْمٍ (۳) ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں۔ (کاپی الہامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام صفحہ ۵۵)

অথচ তার মৃত্যু হয়েছে লাহোরে। এছাড়া তার জীবদ্দশায়ও মক্কা-মদীনা দেখার সৌভাগ্য হয়নি।

৩. মির্যা সাহেব লিখেছেন, “ওহীর ভাষ্যনুযায়ী তার বয়স ৭৪ ও ৮৬ এর মধ্যে হবে।” (রূহানী খাযায়েন ২১/২৫৯, ৬নং লাইন।)

কাদিয়ানীদের অমুসলিম বলি কেন?

روحانی خزائن جلد۲۱ ۲۵۹ ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم

لیکن پیشگوئی کا مطلب یہ نہیں کہ پورے سولہ سال تک ظہور اس پیشگوئی کا معرض التوا میں
رہے گا بلکہ ممکن ہے کہ آج سے ایک دو سال تک یا اس سے بھی پہلے یہ پیشگوئی ظہور میں
آ جائے۔ اور نہ خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ میری عمر اسّی سال سے ضرور زیادہ ہو جائے گی
بلکہ اس بارے میں جو فقرہ وحی الٰہی میں درج ہے اس میں مخفی طور پر ایک امید دلائی گئی
ہے کہ اگر خدا تعالیٰ چاہے تو اسّی برس سے بھی عمر کچھ زیادہ ہو سکتی ہے اور جو ظاہر الفاظ
وحی کے وعدہ کے متعلق ہیں وہ تو چوہتر اور چھیاسی کے اندر اندر عمر کی تعیین کرتے ہیں۔
بہرحال یہ میرے پر تہمت ہے کہ میں نے اس پیشگوئی کے زمانہ کی کوئی بھی تعیین نہیں کی۔ اور

অথচ তার নিজের ভাষ্যনুযায়ী বয়স হয়েছিল ৬৯/৭০। কেননা মির্যা সাহেব লিখেছেন, “আমি ১৮৩৯ বা ১৮৪০ সালে জন্মলাভ করেছি।” (রূহানী খাযায়েন ১৩/১৭৭, টীকা, ৬নং লাইন।)

روحانی خزائن جلد۱۳ ۱۷۷ کتاب البریّہ

اب میرے ذاتی سوانح یہ ہیں کہ میری پیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء میں سکھوں
کے آخری وقت میں ہوئی ہے ☆ اور میں ۱۸۵۷ء میں سولہ برس کا یا سترھویں برس میں تھا۔ اور

আর তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন ২৬ মে ১৯০৮ সালে। কাজেই এতেও তিনি মিথ্যুক প্রমাণিত হলেন। সুতরাং তার মানদণ্ডনুযায়ীই তিনি মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হলেন।

উল্লেখ্য, কাদিয়ানীরা মির্যা সাহেবের উক্ত মিথ্যা ওহীকে সত্য হিসেবে দেখানোর জন্য তাদের বই-পত্রে মির্যার জন্মসাল ১৮৩৫ লেখে থাকে। তাদের কাছে প্রশ্ন রইল, তাহলে কি মির্যা সাহেব নিজ জন্মসাল সম্পর্কে মিথ্যা বলেছেন বা ভুল তথ্য দিয়েছেন? আর এমন মিথ্যা বা ভুল তথ্য বইয়ে রেখে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন?? অথচ তিনি বলেছেন, “আল্লাহ তাআলা এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে ভুলের উপর স্থির হতে দেন না এবং আমাকে প্রতিটি ভুল থেকে হেফাযত করেন।” (রূহানী খাযায়েন ৮/২৭২।)

আসমানী শাদী, বিয়ের ওহী!

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর একটি ভবিষ্যদ্বাণী মুহাম্মাদী বেগমের বিবাহ সম্পর্কিত ছিল। মির্যা কাদিয়ানীর মামাতো ভাই মির্যা আহমদ বেগের মেয়ে ছিল অল্পবয়স্কা অনিন্দ্য সুন্দরী মুহাম্মাদী বেগম। আহমদ বেগ একবার বিপদে পড়ে একটি জমির হেবা সংক্রান্ত কাগজে স্বাক্ষর নিতে মির্যা কাদিয়ানীর কাছে গেলেন।

পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সের মির্যা সাহেব সুযোগের সদ্ব্যবহারে ত্রুটি না করে বললেন, "আল্লাহ তাআলা আমার উপর ওহী নাযিল করেছেন, আহমদ বেগের বড় কন্যা মুহাম্মাদী বেগমকে বিয়ের জন্য প্রস্তাব দিতে। যাতে সে তোমাকে জামাতা হিসেবে গ্রহণ করে নেয় এবং তোমার নূর থেকে জ্যোতি অর্জন করে। আর আমাকে ঐ জমি হেবা করার আদেশ দেয়া হয়েছে, যার তুমি প্রত্যাশী। বরং আরো অনেক জমিসহ অন্যান্য অনুগ্রহও করা হবে। শর্ত হল অঙ্গিকার।" (রূহানী খাযায়েন ৫/৫৭২-৫৭৩, শেষ দুই লাইন।)

اليهـا و مـا كـنـت اليهـا مـن الـمسـتـدنـيـن. فأوحى الله إليّ أن أخطب صبيته
الكبيرة لـنـفسـك، و قـل له: ليصاهرك أولًا ثم ليقتبس من قبسـك، و قل
إني أمرت لأهبك ما طلبتَ من الارض و أرضًا أخرى معها و أحسن إليك

روحانی خزائن جلد۵ ۵۷۳ آئینہ کمالات اسلام

بإحسانات أخرى على أن تنكحني إحدى بناتك التي هي كبيرتها و ذالك

কিন্তু আহমদ বেগ এতে সম্মত হননি। বরং লাহোরের অধিবাসী সুলতান মুহাম্মাদের সাথে তার বিবাহ ঠিক করে ফেলেন।

তখন মির্যা সাহেব কথিত ইলহামের বরাত দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে বললেন, "যদি তার সাথে বিবাহ না দেয়, তবে মুহাম্মাদী বেগমের অবস্থা খুবই খারাপ হবে। আর যদি কারো সাথে মুহাম্মাদী বেগমের বিয়ে হয়, তবে বিয়ের আড়াই বছরের মধ্যে তার স্বামী মারা যাবে। এবং মুহাম্মাদী বেগম বিধবা হয়ে তার বিবাহ বন্ধনে আসবে।" (দ্র. মাজমূআয়ে ইশতিহারাত ১/১৫৮; রূহানী খাযায়েন ৫/৩২৪-৩২৫, ৫৭৩ ও ৬/৩৭৬।)

اور یہ نکاح تمہارے لئے موجب برکت اور ایک رحمت کا نشان ہوگا اور ان تمام برکتوں اور رحمتوں
سے حصہ پاؤ گے جو اشتہار ۲۰ فروری ۱۸۸۸ء میں درج ہیں۔ لیکن اگر نکاح سے انحراف کیا تو
اس لڑکی کا انجام نہایت ہی برا ہوگا اور جس کسی دوسرے شخص سے بیاہی جائے گی وہ روز نکاح
سے اڑھائی سال تک اور ایسا ہی والد اس دختر کا تین سال تک فوت ہو جائے گا اور ان کے
گھر پر تفرقہ اور تنگی اور مصیبت پڑے گی اور درمیانی زمانہ میں بھی اس دختر کے لئے کئی کراہت
اور غم کے امر پیش آئیں گے۔

روحانی خزائن جلد۵ ۳۲۵ آئینہ کمالات اسلام

وقت تک مر جائے گا مگر میری اس پیشگوئی میں نہ ایک بلکہ چھ دعوے ہیں۔ **اوّل** نکاح
کے وقت تک میرا زندہ رہنا۔ **دوم** نکاح کے وقت تک اس لڑکی کے باپ کا یقیناً زندہ
رہنا۔ **سوم** پھر نکاح کے بعد اس لڑکی کے باپ کا جلدی سے مرنا جو تین برس تک نہیں
پہنچے گا۔ **چہارم** اس کے خاوند کا اڑھائی برس کے عرصہ تک مر جانا۔ **پنجم** اس وقت تک
کہ میں اس سے نکاح کروں اس لڑکی کا زندہ رہنا۔ **ششم** پھر آخر یہ بیوہ ہونے کی تمام
رسموں کو توڑ کر باوجود سخت مخالفت اس کے اقارب کے میرے نکاح میں آ جانا۔ اب

অন্যত্র বলেছেন, "আমি যদি মিথ্যাবাদী হই, তবে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হবে না।" (রূহানী খাযায়েন ১১/৩১, টীকা।)

روحانی خزائن جلد۱۱ ۳۱ انجام آتھم

میں بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیشگوئی داماد احمد بیگ کی تقدیر مبرم ہے اس کی انتظار کرو اور اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ
پیشگوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آ جائے گی۔ اور اگر میں سچا ہوں تو خدائے تعالیٰ ضرور اس کو بھی ایسا ہی پوری

কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার ধোঁকাবাজিকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন। ফলে ১৯০৮ ঈ. সালে যখন মির্যা কাদিয়ানী মারা যান, তখনও সুলতান মুহাম্মাদ ও তার স্ত্রী মুহাম্মাদী বেগম জীবিত থেকে অতি সুখে জীবন যাপন

করছিলেন। এমনকি যেই সুলতান মুহাম্মাদ মাত্র আড়াই বছর জীবিত থাকার কথা, তিনি মির্যার মৃত্যুর পরও ৪০ বছর জীবিত থেকে ১৯৪৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন। কাজেই তাঁর জীবনের এ দীর্ঘ সময়, প্রতিটি মুহূর্ত ও প্রতিটি দিন মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার সাক্ষ্য বহন করেছিল।

আগে মরেও মিথ্যার প্রমাণ দিলেন

মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসারী রাহ. প্রায় সময় মির্যা কাদিয়ানীকে মিথ্যুক, দাজ্জাল ও প্রতারক এবং প্রতিশ্রুত মাসীহর মিথ্যা দাবিদার ইত্যাদি বলে খুব প্রচার করতেন। একদিন মির্যা কাদিয়ানী আর সহ্য করতে না পেরে ১৯০৭ সালের ১৫ই এপ্রিল একটি ইশতিহার দিলেন। এতে লিখেছেন, "আমি যদি এমনই মিথ্যুক ও মিথ্যা দাবিদার হই যেমনটি আপনি প্রায় সময় বলে থাকেন, তাহলে আমি আপনার জীবদ্দশাতেই ধ্বংস হব। কারণ মিথ্যুকের হায়াত দীর্ঘ দিন হয় না।... আর যদি আমি মিথ্যুক না হই এবং প্রতিশ্রুত মাসীহ ইত্যাদি হই, তাহলে আপনি প্লেগ, কলেরা ইত্যাদিতে আমার জীবদ্দশাতেই আক্রান্ত হবেন। অন্যথায় আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে নই (বরং মিথ্যুক)।" (মাজমূআয়ে ইশতিহারাত ৩/৫৭৮-৭৯।)

اور ان تہمتوں اور ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں کہ جن سے بڑھ کر کوئی لفظ سخت نہیں ہو سکتا۔ اگر میں ایسا
ہی کذّاب اور مفتری ہوں جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے ہر ایک پرچہ میں مجھے یاد کرتے ہیں تو میں آپ
کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور کذّاب کی بہت عمر نہیں ہوتی اور
آخر وہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے اشد دشمنوں کی زندگی میں ہی ناکام ہلاک ہو جاتا ہے اور اس کا ہلاک
ہونا ہی بہتر ہوتا ہے تا خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے۔ اور اگر میں کذّاب اور مفتری نہیں ہوں اور خدا
کے مکالمہ اور مخاطبہ سے مشرف ہوں اور مسیح موعود ہوں تو میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ
سنت اللہ کے موافق آپ مکذّبین کی سزا سے نہیں بچیں گے۔ پس اگر وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں
سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے ہے جیسے طاعون ہیضہ وغیرہ مہلک بیماریاں آپ پر میری
زندگی میں ہی وارد نہ ہوئیں تو میں خدا تعالےٰ کی طرف سے نہیں۔ یہ کسی الہام یا وحی کی بنا پر پیشگوئی

আল্লাহ তাআলার ফায়সালা দেখুন, এই ইশতিহারের এক বছর, এক মাস ও এগার দিন পর অর্থাৎ ১৯০৮ সালের ২৬ই মে রোজ মঙ্গলবার মির্যা কাদিয়ানী কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায়! (হায়াতে নাসের পৃ. ১৩; সীরাতুল মাহদী ১/১১।)

حیات ناصر　　13

تلافی بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا میری تکلیف کو کوئی نہیں جان سکتا۔ حضرت صاحب جس رات کو بیمار
ہوئے اس رات کو میں اپنے مقام پر جا کر سو چکا تھا۔ جب آپ کو بہت تکلیف ہوئی تو مجھے جگایا گیا تھا۔ جب
میں حضرت صاحب کے پاس پہنچا اور آپ کا حال دیکھا تو آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا۔ میر صاحب
مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوئی ایسی صاف بات میرے خیال میں نہیں فرمائی۔ لے

سیرت المہدی　　11　　حصہ اوّل

سو جاؤ۔ میں نے کہا نہیں میں دباتی ہوں۔ اتنے میں آپ کو ایک اور دست آیا مگر اب اس قدر ضعف تھا کہ
آپ پاخانہ نہ جا سکتے تھے اسلئے میں نے چارپائی کے پاس ہی انتظام کر دیا اور آپ وہیں بیٹھ کر فارغ
ہوئے اور پھر اُٹھ کر لیٹ گئے اور میں پاؤں دباتی رہی مگر ضعف بہت ہو گیا تھا اس کے بعد ایک اور دست آیا
اور پھر آپ کو ایک قے آئی۔ جب آپ قے سے فارغ ہو کر لیٹنے لگے تو اتنا ضعف تھا کہ آپ لیٹتے لیٹتے
پشت کے بل چارپائی پر گر گئے اور آپ کا سر چارپائی کی لکڑی سے ٹکرایا اور حالت دگرگوں ہو گئی۔ اس پر میں

অন্যদিকে মাও. সানাউল্লাহ অমৃতসারী রাহ. আরো ৪০ বছর জীবিত থেকে ১৯৪৮ সালের ১৫ই মার্চ রোজ সোমবার ইন্তেকাল করেন।

মির্যার সীরাত ও ইতিহাস জ্ঞান!

১. মির্যা সাহেব বলেন, "ঐতিহাসিকগণ জানেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরে এগারজন পুত্র সন্তান জন্মেছিল। তারা সকলেই মারা গেছেন।" (রূহানী খাযায়েন ২৩/২৯৯, ১০নং লাইন।)

روحانی خزائن جلد۲۳　　۲۹۹　　چشمہ معرفت

نہیں اور آپ کی ایسی مجردانہ زندگی ہے کہ کوئی چیز آپ کو خدا سے روک نہیں سکتی۔ تاریخ دان لوگ
جانتے ہیں کہ آپ کے گھر میں گیارہ لڑکے پیدا ہوئے تھے اور سب کے سب فوت ہو گئے تھے اور

এ হলো মির্যা সাহেবের ইসলামী ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতা বা মিথ্যাচার। আবার তিনি নাকি সর্বদাই আল্লাহর সাথে কথা বলেন। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পুত্র সন্তান মাত্র তিন জন ছিলো। ১. কাসিম ২. আব্দুল্লাহ ৩. ও ইবরাহীম রাযি.। (সীরাতে মুস্তফা ৩/৩৩৮; নবীয়ে রহমাত পৃ. ৫৬৯।)

২. তিনি আরো বলেন, "ইতিহাস দেখো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একজন এতিম সন্তান ছিলেন, যার বাবা তাঁর জন্মের কিছুদিন পরে ইন্তিকাল করেছেন।" (রূহানী খাযায়েন ২৩/৪৬৫, ১১নং লাইন।)

روحانی خزائن جلد۲۳ ۴۶۵ پیغامِ صلح

سخت دشمن ہیں۔ تاریخ کو دیکھو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہی ایک یتیم لڑکا تھا جس کا باپ پیدائش سے چند دن بعد ہی فوت ہو گیا۔ اور ماں صرف چند ماہ کا بچہ چھوڑ کر مرگئی

হায়! হায়! আমাদের শিক্ষিত পরিবারের শিশুরাও জানে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্মের পূর্বেই তাঁর বাবা ইন্তিকাল করেছেন। অথচ তিনি বলেন, "আমি যমিনের কথা বলি না; আমি ওই কথাই বলি, যা খোদা আমার মুখে ঢেলে দেন।" (রূহানী খাযায়েন ২৩/৪৮৫।)

کو فتح ہے۔ میں زمین کی باتیں نہیں کہتا کیونکہ میں زمین سے نہیں ہوں بلکہ میں وہی کہتا ہوں جو خدا نے میرے منہ میں ڈالا ہے۔ زمین کے لوگ خیال کرتے

তাহলে কী এমন ভুল বা মিথ্যাচারও তার মুখে ঢেলে দেন? আবার তিনিই নাকি উক্ত নবীর রুহানী তাওয়াজ্জুহ অর্জন করে নবী হয়েছেন!

মির্যা কাদিয়ানীর এরূপ ভুল বা মিথ্যাচার প্রচুর। পাঠক জেনে হয়ত আশ্চর্যবোধ করবেন যে, তার বিভিন্ন রচনাবলী থেকে মিথ্যাচারগুলো সংকলন করা হলে বেশ বড়সড় একটি বই হতে পারে। এটা শুধু মুখের কথা নয়; বাস্তবেও যথাযথ উদ্ধৃতিসহ মির্যার মিথ্যাচারের একাধিক কিতাব প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে শুধু উর্দূ ভাষায় সংকলিত 'কাযিবাতে মির্যা' (মির্যার মিথ্যাচার) নামে তিনটি বই পাওয়া যায়। একটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৬,

সংকলক মাওলানা নুর মুহাম্মদ। আরেকটি ৯৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত হাকীম মাহমূদ আহমাদ যফর সাহেবের, এতে ১০১টি মিথ্যাচার জমা করেছেন। তৃতীয়টির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৭৯, সংকলনকারী মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ মাখদূম।

চতুর্থ মাস ও চতুর্থ দিন!

মির্যা সাহেব তার এক ছেলের জন্ম সম্পর্কে লিখেন, "যেহেতু সে চতুর্থ সন্তান তাই চতুর্থ মাস অর্থাৎ 'সফর'-এ জন্ম নিয়েছে এবং সপ্তাহের চতুর্থ দিন অর্থাৎ 'বুধবার'-এ জন্মগ্রহণ করেছে। (রূহানী খাযায়েন ১৫/২১৮।)

روحانی خزائن جلد۱۵ ۲۱۸ تریاق القلوب

لحاظ سے اُس نے اسلامی مہینوں میں سے چوتھا مہینہ ☆ لیا یعنی ماہ صفر۔ اور ہفتہ کے دنوں میں سے چوتھا دن لیا یعنی چارشنبہ۔ اور دن کے گھنٹوں میں سے دو پہر کے بعد چوتھا گھنٹہ

যিনি আরবী সন মতে সফর যে দ্বিতীয় মাস এবং সপ্তাহের চতুর্থ দিন যে মঙ্গলবার- এই সাধারণ বিষয়টিও জানেন না। তাহলে তার নিম্নোক্ত কথার বাস্তবতা কতটুকু যে, "আল্লাহ তাআলা আমাকে এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলের উপর স্থির থাকতে দেন না।" (রূহানী খাযায়েন ৮/২৭২।)

মির্যার দোয়া ও ভালোবাসা!

কাদিয়ানীদের লিফলেট ও উপাসনালয়ে লিখা থাকে, 'আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে'র ব্রতঃ Love for all hatred for none "ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে"!

তাদের লিফলেটে আরো রয়েছে, "মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী দোয়া, ভালোবাসা, অকাট্য যুক্তি ও নিদর্শন বলে ইসলামের আধ্যাত্মিক বিজয়ের সূচনা করে গেছেন।"

এবার দেখুন তার দোয়া ও ভালোবাসার কিছু নমুনা, যা কলমে লিখা যাচ্ছে না; এরপরও বাধ্য হয়ে লিখছি।

স্বীকৃত বিষয় যে, কোন নবী বা ওলী তো দূরের কথা, কোন সাধারণ ভদ্র ও সভ্য মানুষ কাউকে গালিগালাজ করেন না এবং অশ্লীল ও কুরুচীপূর্ণ ভাষা উচ্চারণ করেন না। কিন্তু নবীর দাবিদার মির্যা সাহেবের ভাষা দেখুন!

"তার (আব্দুল হক গযনভীর) স্ত্রীর পেট থেকে একটি ইঁদুরও জন্ম নেয়নি।" (রূহানী খাযায়েন ১১/৩১৭, টীকা, ৪নং লাইন।)

اس کی عورت کے پیٹ میں سے ایک چوہا بھی پیدا نہ ہوا۔ مگر اس کے مقابل پر خدا تعالیٰ نے میرے الہام کو پورا

নমুনা স্বরূপ আরো দেখুন, "খানকীর বাচ্চা, বেশ্যার বাচ্চা" (রূহানী খাযায়েন ৫/৫৪৮) "হারামযাদা" (প্রাগুক্ত ৯/৩২) "বদমাইশ" (২২/২২২) "হিন্দুর বাচ্চা" (১১/৫৯) "কুত্তা" (১২/১২৮) "শুয়োর" (১১/৩৩৭) "শুয়োর থেকে বেশি নাপাক" (১১/৩০৫) "মিথ্যার ঘু ভক্ষণকারী" (১১/৩৩৪) "নাপাক মোল্লারা" (১৪/৪১৩) "হে মরা খাওয়া মৌলভী!" (১১/৩০৫) এমন অসংখ্য গালি। হযরত মাও. রশীদ আহমদ গাংগুহী রাহ.কে বলেছে, "অন্ধ শয়তান ও গোমরাহ দেও।" (রূহানী খাযায়েন ১১/২৫২।)

মির্যার এমন দোয়া ও ভালোবাসা! 'রূহানী খাযায়েনের' প্রায় খণ্ডেই রয়েছে। সহজে পেতে চাইলে দেখুন, "কওমী এসেম্বেলী মেঁ মুসাদ্দাকাহ রিপোর্ট" ৫/২৩১৫-২৩৩৫। আরো বিস্ময়কর কিছু দেখতে চাইলে দেখুন, "রূহানী খাযায়েন" ৮/১৫৮-১৬২, নিচে স্ক্রীনশট দেখুন:-

روحانی خزائن جلد ۸ — نور الحق الحصۃ الاولیٰ — ۱۶۲

نور الحق الحصۃ الاولیٰ — ۱۵۹

অর্থাৎ তিনি লা'নত নং ১, লা'নত নং ২, লা'নত নং ৩, এভাবে সাড়ে চার পৃষ্ঠা জুড়ে নাম্বারিং করে এক হাজার বার লা'নত বা অভিশাপ লিখেছেন। আর এমন ব্যক্তিকেই কিছু লোক মাহদী ও প্রতিশ্রুত মাসীহ মেনে নিয়েছেন এবং বাকীদেরকেও মানানোর চেষ্টা করছে। আফসোস!

এছাড়া মির্যা সাহেব বলেছেন, 'আহমদী' ছাড়া বাকীরা (কোটি কোটি মুসলমান) জাহান্নামী ও কাফের। (তাযকেরা পৃ. ২৮০ ও ৫১৯; রূহানী খাযায়েন ২২/১৬৭।) অন্যত্র লিখেছেন, যারা তার বিরোধী তারা খৃস্টান, ইহুদী এবং মুশরিক। (রূহানী খাযায়েন ১৮/৩৮২, এগুলোর স্ক্রীনশট বইয়ের শুরুতে রয়েছে।)

আরো মারাত্মক কথা হচ্ছে, মির্যা সাহেবের প্রথম স্ত্রীর দ্বিতীয় পুত্র মির্যা ফযল আহমদ তার উপর ঈমান এনে 'আহমদী' হননি। তাই মির্যা সাহেবের জীবদ্দশায় তার ইনতিকাল হলেও তিনি পুত্রের জানাযা পড়েননি!

এগুলোই হল "দোয়া ও ভালোবাসা" এবং "ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে"-এর ফেরিওয়ালাদের উৎকৃষ্ট নমুনা! কিন্তু এ সমস্ত কথা আহমদী দাবিদার ভাই-বোনরা জানেন না, জানতেও দেওয়া হয় না। কিন্তু যখন জানতে পারেন, তখন বলে ওঠেন, মির্যা সাহেব এমন বলতেই পারেন না। যখন দেখিয়ে দেয়া হয়, তখন তার বিশ্বাস ও বাস্তবতার মধ্যে বিস্তর তফাৎ দেখে আকাশ ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়।

মির্যার নৈতিকতা: ৫ ও ৫০-এর মধ্যে শূন্যের পার্থক্য!

মির্যা সাহেব লিখেছেন, "বারাহীনে আহমদীয়া" গ্রন্থটি প্রথমে ৫০ খণ্ড লেখার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত করে দিয়েছি। কেননা ৫ ও ৫০ -এর মধ্যে মাত্র একটি শূন্যের পার্থক্য। ফলে ৫০ খণ্ড লেখার যে অঙ্গিকারে আমি আবদ্ধ ছিলাম, তা ৫ খণ্ড লেখার দ্বারা পূর্ণ হয়ে গেছে। (দ্র. বারাহীনে আহমদীয়া ৫/৯, রূহানী খাযায়েন ২১/৯, ৫নং লাইন।)

روحانی خزائن جلد ۲۱ — ۹ — دیباچہ براہین احمدیہ حصہ پنجم

گیا۔ پہلے پچاس حصے لکھنے کا ارادہ تھا مگر پچاس سے پانچ پر اکتفا کیا گیا اور چونکہ پچاس اور پانچ کے عدد میں صرف ایک نقطہ کا فرق ہے اس لئے پانچ حصوں سے وہ وعدہ پورا ہو گیا۔

উল্লেখ্য, এর পূর্বে তিনি ইশতিহারের মাধ্যমে ৫০ খণ্ড লেখার অঙ্গিকার করে ছাপানো ইত্যাদির জন্য মানুষ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে ছিলেন। এবং অনেকেই ৫০ খণ্ডের জন্য অগ্রিম টাকা পাঠিয়ে ক্রয় করে ছিলেন। (তাদের নাম 'বারাহীনে আহমদীয়া'র প্রথম খণ্ডের ২-৩ ও ১০-১১ পৃষ্ঠায় রয়েছে।)

প্রিয় পাঠক, অঙ্গিকার পূরণের এমন উদাহরণ পৃথিবীতে আর হয়েছে কিনা সন্দেহ। তবে এটা স্পষ্ট যে, এখানে তিনি গ্রাহকদের সঙ্গে পরিহাসের সাথে সাথে শরীয়তের খেলাফ তিনটি কাজ করেছেন।

১. ওয়াদা ভঙ্গ করেছেন, কারণ স্পষ্ট।

২. হারাম খেয়েছেন, কারণ ৪৫ খণ্ডের টাকা তিনি ফেরত দেননি।

৩. মিথ্যা কথা বলেছেন। কেননা ৫ ও ৫০ এর মধ্যে শূন্যের পার্থক্য নয়, বরং ৪৫ এর পার্থক্য।

আর আহমদী দাবিদারদের বিবেকের কাছে প্রশ্ন রইল- কেউ আপনাকে কোন কিছুর বিনিময়ে ৫০ টাকা দেয়ার কথা। যদি সে ৫ টাকা দিয়ে বলে, আমার অঙ্গিকার পূর্ণ হয়েছে। কারণ ৫ ও ৫০ এর মধ্যে শূন্যের পার্থক্য। আপনি কেমন ক্ষিপ্ত হবেন? আপনি কি তাকে সত্যবাদী মুসলমান মনে করবেন? নবী-রাসূল তো অনেক পরের প্রশ্ন।

কিন্তু আফসোস! আজ এমন নীতি-নৈতিকতাহীন, ওয়াদা ভঙ্গকারী, হারামখোর ও মিথ্যাবাদীকে কিছু লোক প্রতিশ্রুত মাসীহ ও মাহদী মনে করে নিজেদের ঠিকানা চিরদিনের জন্য জাহান্নাম বানিয়ে নিচ্ছে। আল্লাহ পাক তাদেরকে বুঝার তাওফীক দান করুন। আমীন!

মির্যা সাহেব ও তার পুত্র খলীফার চরিত্র

মির্যা কাদিয়ানীর (দ্বিতীয় স্ত্রীর জৌষ্ঠ) পুত্র মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ (যাকে তারা 'ফযলে ওমর' বলে থাকেন, খেলাফতকাল ১৯১৪-১৯৬৫) তার সম্পর্কে এক আহমদী/কাদিয়ানীর অভিযোগ দেখুন, যা তাদের দৈনিক "আল-ফযল" পত্রিকায় (১৯৩৮ সালের ৩১ই আগস্ট, পৃ. ৬ কলাম ১।) প্রকাশিত হয়। অভিযোগকারী বলেছেন, "হযরত মসীহে মাওউদ (মির্যা কাদিয়ানী) আল্লাহর ওলী ছিলেন। আর (এই) আল্লাহর ওলীও কখনো

কখনো যেনা-ব্যভিচার করতেন। যদি তিনি কখনো কখনো ব্যভিচার করেছেন তাতে আপত্তি নেই। (কারণ তিনি কখনো কখনো করেছেন।) কিন্তু আমাদের আপত্তি হচ্ছে, বর্তমান খলীফা (মির্যা বশীর উদ্দীন) এর উপর। কেননা সে সর্বদা ব্যভিচার করে।" পত্রিকাটির স্ক্রিনশট দেখুন,

روزنامہ الفضل قادیان دار الامان مورخہ ۳۱ اگست ۱۹۳۸ء   ۶

وہ اسی کا لکھا ہوا ہے۔ اس پر یہ تحریر
کیا ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود ولی اللہ
تھے۔ اور ولی اللہ بھی کبھی کبھی زنا کر لیا
کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے کبھی کبھار
زنا کر لیا۔ تو اس میں حرج کیا ہوا۔
پھر لکھا ہے۔ ہمیں حضرت مسیح موعود
علیہ السلام پر اعتراض نہیں کیونکہ
وہ کبھی کبھی زنا کیا کرتے تھے۔ ہمیں
اعتراض موجودہ خلیفہ پر ہے۔ کیونکہ
وہ ہر وقت زنا کرتا رہتا ہے۔ اس
اعتراض سے پتہ لگتا ہے۔ کہ یہ شخص
پیغامی طبع ہے۔ اس لئے کہ ہمارا

پر کوئی اعترا
موجودہ خلافت
تو حضرت خلی
باطل ہے۔
بغض ہوتا ہے
جودہ مجھ پر کر
پر بھی کر دیتا
خلافت کا بھی
سے اور پر جب
السلام کی اُ
جو آپ نے
آپ کی اُن

মির্যা কাদিয়ানীর বাসায় কাদিয়ানের নিকটবর্তী এক গ্রামের বাসিন্দা মুসাম্মাত ভানু নামে কাজের এক মহিলা ছিল, তাকে দিয়ে রাতে পা টিপাতেন। এক রাতের ঘটনা নিম্নে দেখুন। (দ্র. সীরাতুল মাহদী পৃ. ৭২২।)

﴿780﴾ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ڈاکٹر میر محمد اسمٰعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت ام المومنین نے ایک دن سُنایا کہ حضرت صاحب کے ہاں ایک بوڑھی ملازمہ مسماۃ بھانو تھی۔ وہ ایک رات جبکہ خوب سردی پڑ رہی تھی۔ حضور کو دبانے بیٹھی۔ چونکہ وہ لحاف کے اوپر سے دباتی تھی۔ اس لئے اُسے یہ پتہ نہ لگا کہ جس چیز کو مَیں دبا رہی ہوں۔ وہ حضور کی ٹانگیں نہیں ہیں بلکہ پلنگ کی پٹی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا۔ بھانو آج بڑی سردی ہے۔ بھانو کہنے لگی۔ ''ہاں جی تدّے تے تہاڈی لتّاں لکڑی وانگر ہویاں ہویاں ایں۔'' یعنی جی ہاں جبھی تو آج آپ کی لاتیں لکڑی کی طرح سخت ہو رہی ہیں۔

মির্যা সাহেব একপ্রকার শক্তিবর্ধক ও নেশা জাতীয় মদ পান করতেন। (দ্র. খুতূতে ইমাম বনামে গোলাম পৃ. ৫।)

مجبّی اخویم حکیم محمد حسین صاحب سلّمہ اللہ تعالیٰ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اِس وقت میاں یار محمد
بھیجا جاتا ہے۔ آپ اشیاء خریدنی خود خرید دیں اور ایک
بوتل ٹانک وائن کی پلومر کی دوکان سے خرید دیں۔ مگر ٹانک
وائن چاہیئے۔ اسکا لحاظ رہے۔ باقی خیریت ہے۔ والسلام
مرزا غلام احمد عفی عنہ

মির্যা সাহেব একবার সিনেমা-থিয়েটারে গিয়েছিলেন। (দ্র. যিকরে হাবীব, মুফতি সাদেক কাদিয়ানীকৃত পৃ. ১৪, নিচ থেকে ৭নং লাইন।)

حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصّلوٰۃ والسّلام کے امرتسر جانے کی خبر سے بعض اور احباب بھی مختلف شہروں سے وہاں آ گئے- چنانچہ کپورتھلہ سے محمد خاں صاحب مرحوم اور منشی ظفر احمد صاحب بہت دنوں وہاں ٹھیرے رہے- گرمی کا موسم تھا اور منشی صاحب اور مَیں ہر دو نحیف البدن اور چھوٹے قد کے آدمی ہونے کے سبب ایک ہی چارپائی پر دونوں لیٹ جاتے تھے- ایک شب دس بجے کے قریب میں تھیئٹر میں چلا گیا جو مکان کے قریب ہی تھا اور تماشہ ختم ہونے پر دو بجے رات کو واپس آیا- صبح منشی ظفر احمد صاحب نے میری عدم موجودگی میں حضرت صاحب کے پاس میری شکایت کی کہ مفتی صاحب رات تھیئٹر چلے گئے تھے- حضرت صاحبؑ نے فرمایا ایک دفعہ ہم بھی گئے تھے تا کہ معلوم ہو کہ وہاں کیا ہوتا ہے- اِس کے سوا اور کچھ نہیں۔ فرمایا منشی ظفر احمد صاحب نے خود ہی مجھ سے ذکر کیا کہ مَیں تو حضرت صاحبؑ کے پاس آپ کی شکایت لے کر گیا تھا اور میرا خیال تھا کہ حضرت صاحب آپ کو بلا کر تنبیہ کریں گے- مگر حضورؑ نے تو صرف یہی فرمایا کہ ایک دفعہ ہم بھی گئے

ইংরেজদের চর ও তাদের রোপনকৃত চারা

মির্যা সাহেব বলেন, "হে মহামহিম ভারত সম্রাজ্ঞী!...আপনার পবিত্র আকাঙ্ক্ষার ফলশ্রুতিতেই আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন।" (রূহানী খাযায়েন ১৫/১২০।)

روحانی خزائن جلد۱۵ ۱۲۰ ستارۂ قیصرہ

آپ کی محبت اور عظمت ہے۔ ہماری دن رات کی دعائیں آپ کیلئے آبِ رواں کی طرح جاری ہیں اور ہم نہ سیاست قہری کے نیچے ہو کر آپ کے مطیع ہیں بلکہ آپ کی انواع اقسام کی خوبیوں نے ہمارے دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ اے بابرکت قیصرہ ہند تجھے یہ تیری عظمت اور نیک نامی مبارک ہو۔ خدا کی نگاہیں اُس ملک پر ہیں جس پر تیری نگاہیں ہیں۔ خدا کی رحمت کا ہاتھ اُس رعایا پر ہے جس پر تیرا ہاتھ ہے۔ تیری ہی پاک نیتوں کی تحریک سے خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ تا پرہیزگاری اور پاک اخلاق اور صلح کاری کی

তিনি নিজ ও তার খান্দান সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাক্ষী তুলে ধরেন এভাবে- "তারা (মির্যা ও তার খান্দান) বহু দিন থেকে ইংরেজ সরকারের পূর্ণ কল্যাণকামি ও সেবক।

(তাই) **স্বহস্তে এই রোপনকৃত চারা** সম্পর্কে অত্যন্ত ধীরতা, সতর্কতা ও অনুসন্ধান করে সিদ্ধান্ত নিবেন। অধীনস্থ শাসকদেরকে ইঙ্গিত করে দিবেন, যাতে তারাও এই খান্দানের ওয়াফাদারী ও একনিষ্ঠতা বিবেচনায় রেখে আমাকে এবং আমার জামা'তকে বিশেষ অনুগ্রহ ও মেহেরবানীর দৃষ্টিতে দেখেন।" (মাজমূআয়ে ইশতিহারাত ৩/২১; রূহানী খাযায়েন ১৩/৩৫০।)

گورنمنٹ عالیہ کے معزز حکام نے ہمیشہ مستحکم رائے سے اپنی چٹھیات میں یہ گواہی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکار انگریزی کے پکے خیر خواہ اور خدمت گذار ہیں اس خود کاشتہ پودہ کی نسبت نہایت حزم اور احتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے اور اپنے ماتحت حکام کو اشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر مجھے اور میری جماعت کو ایک خاص عنایت اور مہربانی کی نظر سے دیکھیں۔ ہمارے خاندان نے سرکار انگریزی کی راہ میں اپنے خون بہانے اور جان دینے سے فرق نہیں کیا اور نہ اب

❖ মির্যা সাহেব বলেন, "আমার জীবনের অধিকাংশ সময় এই ইংরেজ সরকারের সমর্থন ও সহযোগিতায় কাটিয়েছি। জিহাদের বিরোধিতা আর ইংরেজদের আনুগত্যের পক্ষে এত বই ও প্রচারপত্র লিখেছি যে, সেগুলো একত্র করলে ৫০টি আলমারি ভরে যেতে পারে।" (রূহানী খাযায়েন ১৫/১৫৫।)

معلوم ہے کہ میں باغیانہ طریق کا آدمی نہیں ہوں۔ میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی
کی تائید اور حمایت میں گذرا ہے اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے
میں اِس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہار شائع کئے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی
جائیں تو پچاس الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ میں نے ایسی کتابوں کو تمام ممالک عرب اور مصر
اور شام اور کابل اور روم تک پہنچا دیا ہے۔ میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت
کے سچے خیر خواہ ہو جائیں اور مہدی خونی اور مسیح خونی کی بے اصل روایتیں اور جہاد کے

❖ "আমি ইংরেজ সরকারের পক্ষে ৫০ হাজার বই-পুস্তক ও প্রচারপত্র ছাপিয়ে বিতরণ করেছি।" (প্রাগুক্ত ১৫/১১৪।)

روحانی خزائن جلد ۱۵ ۱۱۴ ستارۂ قیصرہ

مدد دینے کو تیار تھے۔ غرض اس طرح ان کی زندگی گذری۔ اور پھر اُن کے انتقال کے بعد
یہ عاجز دنیا کے شغلوں سے بکلی علیحدہ ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف مشغول ہوا اور مجھ سے
سرکار انگریزی کے حق میں جو خدمت ہوئی وہ یہ تھی کہ میں نے پچاس ہزار کے قریب
کتابیں اور رسائل اور اشتہارات چھپوا کر اس ملک اور نیز دوسرے بلاد اسلامیہ میں
اِس مضمون کے شائع کئے کہ گورنمنٹ انگریزی ہم مسلمانوں کی محسن ہے لہٰذا ہر ایک
مسلمان کا یہ فرض ہونا چاہئے کہ اس گورنمنٹ کی سچی اطاعت کرے اور دل سے اس
دولت کا شکر گذار اور دعا گو رہے۔ اور یہ کتابیں میں نے مختلف زبانوں یعنی اردو

❖ "এই (বৃটিশ) সরকারের অধীনে যে নিরাপত্তা আমরা পাচ্ছি, তা মক্কায় পাব না; মদীনায়ও না।" (প্রাগুক্ত ১৫/১৫৬।)

فضل سے میری اور میری جماعت کی پناہ اس سلطنت کو بنا دیا ہے۔ یہ امن جو اس سلطنت کے
زیر سایہ ہمیں حاصل ہے نہ یہ امن مکہ معظّمہ میں مل سکتا ہے نہ مدینہ میں اور نہ سلطان روم کے

❖ "বৃটিশ সরকারের অবাধ্যতা ইসলাম, আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্যতার নামান্তর।" (প্রাগুক্ত ৬/৩৮১।)

روحانی خزائن جلد ۶ ۳۸۱ شہادۃ القرآن

خدا تعالیٰ ہمیں صاف تعلیم دیتا ہے کہ جس بادشاہ کے زیر سایہ امن کے ساتھ بسر کرو اس
کے شکر گزار اور فرمانبردار بنے رہو سو اگر ہم گورنمنٹ برطانیہ سے سرکشی کریں تو گویا اسلام
اور خدا اور رسول سے سرکشی کرتے ہیں اِس صورت میں ہم سے زیادہ بددیانت کون ہوگا

❖ "আমি দাবি করে বলছি, সকল মুসলমানের মধ্যে আমি ইংরেজ সরকারের প্রথম স্তরের কল্যাণকামি।" (প্রাগুক্ত ১৫/৪৯১।)

گیا۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میں تمام مسلمانوں میں سے اوّل درجہ کا خیر خواہ
گورنمنٹ انگریزی کا ہوں کیونکہ مجھے تین باتوں نے خیر خواہی میں اوّل درجہ پر بنا دیا
ہے۔ (۱) اوّل والد مرحوم کے اثر نے۔ (۲) دوم اِس گورنمنٹ عالیہ کے احسانوں
نے۔ (۳) تیسرے خدا تعالیٰ کے الہام نے۔

❖..."এই মুবারক ও নিরাপত্তা প্রদানকারী গভর্নমেন্ট সম্পর্কে অন্তরে জিহাদের খেয়াল করাও বড় জুলুম ও রাষ্ট্রদ্রোহীতার শামিল। অনেক টাকা খরচ করে এ সকল বই (যা সরকারের আনুগত্যের পক্ষে লিখা হয়েছে) ছেপে ইসলামী দেশসমূহে প্রচার করা হয়েছে।

আমি জানি, নিশ্চিত এ বইগুলোর প্রভাবে হাজারো মুসলমান প্রভাবিত হয়েছে। বিশেষত আমার অনুসারীরা এ সরকারের নির্ভেজাল কল্যাণকামি ও হিতাকাঙ্ক্ষীতে পরিণত হয়েছে। আমি দাবি করে বলতে পারি, এর নযীর অন্য মুসলমানদের মাঝে নেই।

আর ওরা সরকারের এমন ওফাদার সৈন্য, যাদের ভেতর ও বাহির বৃটিশ সরকারের কল্যাণকামিতায় পরিপূর্ণ।" (প্রাগুক্ত ১২/২৬৪।)

تمام فرائض منصبی بے روک ٹوک بجالاتے ہیں۔ پھر اس مبارک اور امن بخش گورنمنٹ
کی نسبت کوئی خیال بھی جہاد کا دل میں لانا کس قدر ظلم اور بغاوت ہے۔ یہ کتابیں ہزار ہا
روپیہ کے خرچ سے طبع کرائی گئیں اور پھر اسلامی ممالک میں شائع کی گئیں۔ اور میں
جانتا ہوں کہ یقیناً ہزار ہا مسلمانوں پر ان کتابوں کا اثر پڑا ہے۔ بالخصوص وہ جماعت جو
میرے ساتھ تعلق بیعت و مریدی رکھتی ہے وہ ایک ایسی سچی مخلص اور خیرخواہ اس
گورنمنٹ کی بن گئی ہے کہ میں دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ اُن کی نظیر دوسرے مسلمانوں
میں نہیں پائی جاتی۔ وہ گورنمنٹ کیلئے ایک وفادار فوج ہے جن کا ظاہر و باطن گورنمنٹ
برطانیہ کی خیرخواہی سے بھرا ہوا ہے۔

মির্যা সাহেব লিখেন, "অতএব আমার ধর্ম- যা আমি বারবার প্রকাশ করছি যে, ইসলামের দুইটি অংশ: ১. আল্লাহর আনুগত্য। ২. এই (বৃটিশ) সরকারের আনুগত্য।" (রূহানী খাযায়েন ৬/৩৮০।)

شہادۃ القرآن　　۳۸۰　　روحانی خزائن جلد ۶

سوال کرتے ہیں کہ اِس گورنمنٹ سے جہاد کرنا درست ہے یا نہیں۔ سو یاد رہے کہ یہ
سوال اُن کا نہایت حماقت کا ہے کیونکہ جس کے احسانات کا شکر کرنا عین فرض اور واجب
ہے اُس سے جہاد کیسا۔ مَیں سچ سچ کہتا ہوں کہ محسن کی بدخواہی کرنا ایک حرامی اور بدکار
آدمی کا کام ہے۔ سو میرا مذہب جس کو مَیں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے
دو حصے ہیں۔ ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں دُوسرے اِس سلطنت کی جس نے
امن قائم کیا ہو جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سایہ میں ہمیں پناہ دی ہو۔ سو وہ
سلطنت حکومت برطانیہ ہے اگرچہ یہ سچ ہے کہ ہم یورپ کی قوموں کے ساتھ اختلافِ

প্রিয় পাঠক, যার ধর্মে রাসূলের আনুগত্যের কথাই নেই; বরং রয়েছে ইংরেজ সরকারের আনুগত্যের কথা এবং যিনি আত্মস্বীকৃত তাদের রোপনকৃত চারা হয়ে জীবনের অধিকাংশ সময় তাদের স্বপক্ষে ৫০টি

আলমারি বই লিখে ৫০ হাজার বই-পুস্তক বিতরণ করেছেন! তিনিই যদি আবার রাসূলের আনুগত্যের দোহাই দিয়ে ইসলামের নবী হয়ে যান আর আবু বকর-ওমর রা. রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য করেও নবী হতে না পারেন, তাহলে ফলাফল আপনিই বের করুন!

কাদিয়ানীদের সবই আলাদা

মির্যা কাদিয়ানী সাহেবের খোদার নাম ইয়ালাশ ও আ'জী। (রূহানী খাযায়েন ১৭/২০৩ টীকা, ১/৬৬৩ টীকা, নিচ থেকে ৬নং লাইন।)

کے لکھنے کے وقت خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ یَلاشْ خدا کا ہی نام ہے۔ یہ ایک نیا الہامی
لفظ ہے کہ اب تک میں نے اسکو اس صورت پر قرآن اور حدیث میں نہیں پایا اور نہ کسی لغت کی
کہ بہ تحقیق میرا رب میرے ساتھ ہے وہ مجھے راہ بتلائے گا۔ اے میرے ربّ میرے گناہ بخش
اور آسمان سے رحم کر ہمارا رب عاجی ہے (اس کے معنے ابھی تک معلوم نہیں ہوئے) جن نالائق

মির্যার খোদা বলেছেন, "আমি চোরদের মত গোপনে আসব।" (প্রাগুক্ত ২০/৩৯৬, ১০নং লাইন।)

سب کچھ کر دکھایا۔ وہ خدا جس کے قبضہ میں ذرّہ ذرّہ ہے اُس سے انسان کہاں بھاگ سکتا
ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ مَیں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا۔ یعنی کسی جوتشی یا ملہم یا خواب بین کو

মির্যার খোদা তাকে বলেছেন "তুমি আমার ছেলের মত।" (প্রাগুক্ত ১৭/৪৫২, টীকার ২নং লাইন।)

یـریـد ان یـریک انـعـامـه. الانـعامات المتواترة. انت منی بمنزلة اولادی. والله

মির্যা সাহেব বলেন, "আমাকে আমি স্বপ্ন ও কাশফে দেখলাম হুবহু খোদা এবং আমার বিশ্বাসও তাই হল।" (রূহানী খাযায়েন ৫/৫৬৪, ১৩/১০৩।)

الـناصرين. **ورأيتنى فـى الـمـنـام** عين الله و تيقنت أننى هو ولم يبق لى ارادة

اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں اور میرا اپنا کوئی

মির্যার খোদা তার হাতে বায়আত হয়েছেন। আর বলেছেন, "তুমি আমার মধ্য থেকে হয়েছ এবং আমি তোমার মধ্য হতে হয়েছি। (প্রাগুক্ত ১৮/২২৭, ৬ ও ৭ নং লাইন; বাংলা দাফেউল বালা পৃ. ৯, জুলাই ২০১০।)

انفسهم نصر من اللّٰه و فتح مبين. انی بايعتک بايعنی ربّی. انت منّی بمنزلة اولادی☆ انت منّی و انا منک. عسٰی ان يبعثک ربّک مقامًا محمودًا. الفوق

কেনা-বেচা করেছেন তুমি আমার নিকট এমনই যেমন- সন্তান।* তুমি আমার মধ্য থেকে হয়েছ এবং আমি তোমার মধ্য হতে হয়েছি। সে সময় নিকটে যখন

একবার মির্যা সাহেবের কাছে কাশফের অবস্থা এভাবে দেখা দিল যে, নিজেকে মহিলা মনে হল, আর আল্লাহ তাআলা পৌরুষত্বের শক্তি প্রকাশ করেছেন। (ইসলামী কুরবানীঃ লেখক, কাযি ইয়ার মুহাম্মাদ কাদিয়ানী পৃ. ১২।)

اسلامی قربانی ۱۲

ظاہر ہے کہ یلج الجمل فی سم الخیاط اشارے کے طور پر ہے۔اور مدراج میں سے ایک درجے کی علامت کنایہ مقرر فرمائی گئی ہیں۔جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک موقعہ پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی ہے کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی۔کہ گویا آپ عورت ہیں۔اور اللہ تعالےٰ نے ربولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا سمجھنے والے کے لئے اشارہ کافی ہے

পাঠক! আমাদের খোদা কিন্তু এসব থেকে পুতঃপবিত্র এবং অনেক উর্ধ্বে। কাজেই তার খোদা আলাদা আর আমাদের খোদা আলাদা।

মির্যা বলেন, “আমি আদম, আমি শীছ, আমি নূহ, আমি ইবরাহীম, আমি ইউসুফ, আমি মূসা, আমি দাউদ, আমি ঈসা।” (খাযায়েন ২২/৭৬, টী.।)

روحانی خزائن جلد۲۲ ۷۶ حقيقة الوحی

لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ☆

☆ اس وحی الٰہی میں خدا نے میرا نام رُسُل رکھا کیونکہ جیسا کہ براہین احمدیہ میں لکھا گیا ہے خدا تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء علیہم السلام کا مظہر ٹھہرایا ہے اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کئے ہیں۔مَیں آدم ہوں مَیں شیث ہوں مَیں نوح ہوں مَیں ابراہیم ہوں مَیں اسحٰق ہوں مَیں اسمٰعیل ہوں مَیں یعقوب ہوں مَیں یوسف ہوں مَیں موسیٰ ہوں مَیں داؤد ہوں مَیں عیسیٰ ہوں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا مَیں مظہر اتم ہوں یعنی ظلّی طور پر محمدؐ اور احمدؐ ہوں۔منہ

কিন্তু আমাদের নবী এমন ছিলেন না, বরং উল্লিখিত সবাই তাঁর ভাই।

মির্যা সাহেব আরো লিখেছেন, “আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামের পূর্ণাঙ্গতম প্রকাশস্থল অর্থাৎ যিল্লী বা ছায়ারূপে মুহাম্মাদ ও আহমদ।” (প্রাগুক্ত) কিন্তু আমাদের নবীর এমন কিছু বা কেউ নেই। কাজেই যারা মির্যাকে নবী মানবে, তারা আমাদের থেকে আলাদা।

এজন্য তাদের নিকট মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীই হলেন স্বয়ং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এবং কালিমায়ে তায়্যিবার মধ্যে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলতে তারা মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকেই বুঝে থাকেন। এ কথা তার পুত্র স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন। মির্যা বশীর আহমদ লিখেন, “মসীহে মাওউদ (গোলাম আহমদ কাদিয়ানী)-ই হলেন স্বয়ং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। যিনি ইসলাম প্রচারের জন্য দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আগমন করেছেন। এ জন্য আমাদের নতুন কোন কালিমার প্রয়োজন নেই। তবে হ্যাঁ, যদি মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহর স্থানে অন্য (রাসূলুল্লাহ ছাড়া ভিন্ন) কেউ আসতেন, তাহলে কালিমার প্রয়োজন হতো।” (কালিমাতুল ফসল পৃ. ১৫৮, এর স্ক্রীনশট ৩৮ নং পৃষ্ঠায় গিয়েছে।)

মির্যা কাদিয়ানীর ফেরেশতার নাম হচ্ছে ‘টিচি’ ও ‘খায়রাতী’। (বাংলা হাকীকাতুল ওহী পৃ. ২৭৭, রূহানী খাযায়েন ২২/৩৪৬; ১৮/৬১৪, টীকা)

১৯০৫ সালের মার্চে আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, এক ব্যক্তি, যাহাকে ফেরেশ্‌তা মনে হইতেছিল, সে আমার সম্মুখে আসিল এবং সে আমার আঁচলে অনেক টাকা ঢালিয়া দিল। আমি তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। সে কহিল, কোন নাম নাই। আমি বলিলাম, নামতো একটা কিছু হইবে। সে বলিল, আমার নাম ‘টিচি, টিচি’। পাঞ্জাবী ভাষায় ইহার

বলাবাহুল্য, মির্যা সাহেবের ফেরেশতা প্রথমে মিথ্যা বলেছিল, আর যেই নবীর ফেরেশতা মিথ্যা বলে- সেই নবী কীভাবে সত্য হতে পারে?!

۲ پر بیٹھ گئے۔اتنے میں تین فرشتے آسمان کی طرف سے ظاہر ہو گئے جن میں سے ایک کا نام خیراتی تھا۔وہ تینوں بھی زمین پر بیٹھ گئے اور

মির্যা সাহেবের উপর আরবী, উর্দূ, ফার্সী, এমনকি ইংরেজিতেও ওহী ও ইলহাম হয়েছে। (রূহানী খাযায়েন ১/৫৭১-৭৩, টীকা; তাযকেরা পৃ. ৯২।)

অথচ উক্ত দুই নামে আমাদের কোন ফেরেশতা নেই এবং আমাদের ওহী শুধু আরবীতে এসেছে। কাজেই তারা আলাদা ধর্মমতের অনুসারী।

মির্যাপুত্র বশির আহমদ লিখেছেন, "আমরা বলি কুরআন কোথায় আছে? যদি কুরআন বিদ্যমান থাকতো, তাহলে কারো আসার কী প্রয়োজন ছিল? সমস্যা তো এটাই কুরআন দুনিয়া থেকে উঠে গেছে। এ জন্যই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে ছায়া স্বরূপ দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে পাঠিয়ে তার উপর কুরআন শরীফ (দ্বিতীয়বার) অবতীর্ণ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।" (কালিমাতুল ফসল পৃ. ১৭৩, নিচ থেকে ৫নং লাইন।)

جاتا ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے کسی شخص کو ماننا ضروری کیسے ہوگیا۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہاں موجود ہے
اگر قرآن موجود ہوتا تو کسی کے آنے کی کیا ضرورت تھی۔ مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے۔
اسی لئے تو ضرورت پیش آئی کہ محمد رسول اللہ صلعم کو بروزی طور پر دوبارہ دنیا میں مبعوث کرکے آپ پر
قرآن شریف اُتارا جاوے۔ معترض کو چاہئیے کہ بعثت ماموریں کی اغرض پر غور کرے کیونکہ

মির্যা সাহেবের কাশ্‌ফ হয়েছে, "কাদিয়ান শহরের নাম সম্মানের সাথে কুরআন শরীফে উল্লেখ আছে।" (রূহানী খাযায়েন ৩/১৪০, টীকার শেষ দুই লাইন; বারকাতে খেলাফত পৃ. ৩৮-৩৯।)

روحانی خزائن جلد۳ ۱۴۰ ازالۂ اوہام حصہ اول

....

کہ ہاں واقعی طور پر قادیان کا نام قرآن شریف میں درج ہے اور میں نے کہا کہ تین شہروں کا
نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے مکہ اور مدینہ اور قادیان یہ کشف تھا

অথচ আমাদের কুরআন একবারই অবতীর্ণ হয়েছে মক্কা-মদীনায়। আর তা উঠেও নাই; বরং সুরক্ষিত আছে, যার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নিয়েছেন। আর আমাদের কুরআনে কাদিয়ানের কোন কথাই উল্লেখ নেই। কাজেই তাদের কুরআন আমাদের থেকে আলাদা।

মির্যা কাদিয়ানী বলেছেন, "এখানে (কাদিয়ানে আসা) নফল হজের চেয়ে বেশি সাওয়াব।" (রূহানী খাযায়েন ৫/৩৫২, দ্বিতীয়- তৃতীয় লাইন।)

تا میری توجہ زیادہ ہو۔ آپ پر کچھ ہی مشکل نہیں لوگ معمولی اور نفلی طور پر حج کرنے کو بھی جاتے ہیں مگر اس
جگہ نفلی حج سے ثواب زیادہ ہے اور غافل رہنے میں نقصان اور خطر کیونکہ سلسلہ آسمانی ہے اور حکم ربّانی۔

আর মির্যাপুত্র তাদের দ্বিতীয় খলীফা বলেছেন, "কাদিয়ানের জলসা যিল্লী (ছায়া) হজ এবং এতে মক্কার মতো বরকতসমূহ নাযিল হয়।" আর কাদিয়ান তাদের কাছে মক্কা-মদীনার মতো পবিত্র। (দৈনিক আল-ফযল, ১ ডিসেম্বর ১৯৩২ ঈ. পৃ. ৫, কলাম ৩; খুতবাতে মাহমুদ ১৯৩১ ঈ., পৃ. ২৯৯; আনওয়ারুল উলূম ৬/৩৮।)

ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے
ایک ظلی حج
مقرر کیا۔ اور اس کا مرکز قادیان میں رکھا جب کہ

خطبات محمود ۲۹۹ سال ۱۹۳۱ء

....

ان دنوں قادیان مکہ نہیں بن جاتا مگر مکہ والی برکات یہاں بھی نازل ہونے لگتی ہیں۔ پس یہ جلسہ
کے ایام معمولی برکات کے دن نہیں بلکہ بہت بڑا ثواب اور اللہ تعالیٰ کے حضور بلند درجات

انوار العلوم جلد ۶ ۳۸ معیارِ صداقت

کرتے رہیں میں لیکچر ختم کرکے بیٹھوں گا۔ ہمارے مخالفوں کو اس واقعہ کا بھی غصہ تھا پس ہمیں جان
کی پرواہ نہیں بلکہ قادیان ہمارا مقدس مقام اور اس کی تقدیس ایسی ہی ہے جیسی اوروں کے
مقدس مقاموں کی۔ پس ہم یہ پسند کرینگے کہ ہمیں اور ہمارے بیوی بچوں کو کاٹ کاٹ کر ریزہ ریزہ

মির্যা বলেন, "যেই মসজিদে আকসা (ফিলিস্তিনের বায়তুল মাকদিস) থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মে'রাজ হয়েছিল, তা কাদিয়ানে অবস্থিত এবং মির্যার নির্মিত।" (রূহানী খাযায়েন ১৬/ ২২, ২৫ টীকা।)

تھا جو مسیح کے زمانہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس معراج میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر فرما ہوئے وہ مسجد اقصیٰ یہی ہے جو قادیاں میں بجانب
مشرق واقع ہے جس کا نام خدا کے کلام نے مبارک رکھا ہے۔ یہ مسجد جسمانی طور پر مسیح موعود
والمسجد الاقصٰی ھو المسجد الذی بناہ المسیح الموعود فی القادیان

মুসলমানদের অন্যতম সর্বসম্মত মৌলিক আকীদা হল, কেয়ামত সংঘটিত হওয়াটা যেমন সুনিশ্চিত, তদ্রূপ কেয়ামতের বড় আলামত হিসেবে পৃথক দুই মহান ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ হওয়াটাও সন্দেহাতীত।

একজন হলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বংশে জন্মগ্রহণকারী ইমাম মাহদী রা.। (আবু দাউদ হা. ৪২৮২; তিরমিযী হা. ২২৩০)

দ্বিতীয়জন হলেন, প্রতিশ্রুত মাসীহ বা ঈসা ইবনে মারয়াম আ.। তাঁকে ইহুদিরা কতল বা শূলিতে চড়াতে চেয়েছিল; কিন্তু আল্লাহ তাআলা এর থেকে রক্ষা করে জীবিত আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন। (সূরা মায়েদা ১৫৭-১৫৯) আর তিনিই কেয়ামতের পূর্বে আসমান থেকে দুই ফেরেশতার পাখার উপর ভর করে দুটি রঙিন পোষাক পরিহিতাবস্থায় দামেশ্‌কের পূবালী সাদা মিনারার নিকট অবতরণ করবেন। (বুখারী হা. ৩৪৪৮; মুসনাদুল বায্‌যার হা. ৯৬৪২; মুসলিম হা. ১৫৫, ২৯৩৭; তিরমিযী হা. ২২৪০)

কিন্তু কাদিয়ানীরা উক্ত দু'জনের স্থলে একজন মির্যা কাদিয়ানীকেই মাহদী ও প্রতিশ্রুত মাসীহ বিশ্বাস করে। (দ্র. তাদের লিফলেট ও রচনাবলী)

এবার মির্যা সাহেব কীভাবে ঈসা ইবনে মারয়ামে পরিণত হলেন, স্বয়ং তার লেখা থেকেই পড়ুন :- (দ্র. তাদের বাংলা কিশ্‌তিয়ে-নূহ পৃ. ৬৫, ৩য় থেকে ১২ লাইন ও শেষ ৩ লাইন এবং ৬৬ পৃষ্ঠার ১ম লাইন, সপ্তম সংস্করণ, ৭ নভেম্বর ২০০৮।)

~~পড়িবে। তাই~~ যদিও তিনি বারাহীনে আহ্‌মদীয়ার তৃতীয় খন্ডে আমার নাম মরিয়ম রাখিয়াছেন, এইরূপেই যেমন ঐ গ্রন্থ হইতে প্রমাণিত হয় যে, আমি দুই বৎসর যাবৎ মরিয়ম-রূপ অবস্থায় প্রতিপালিত হইয়া পর্দার আড়ালে বর্ধিত হইতেছিলাম, অতঃপর এই অবস্থায় দুই বৎসর অতিবাহিত হইলে মরিয়মের ন্যায় আমার মধ্যেও ঈসা (আঃ)-এর রূহ্ ফুঁকিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং রূপক-ভাবে আমাকে গর্ভবতী নির্দেশ করা হইয়াছে (বারাহীনে আহ্‌মদীয়া: চতুর্থ খন্ড, ৪৯৬ পৃষ্ঠা), অবশেষে কয়েকমাস পরে, যাহা দশ মাসের অধিক হইবে না, এই ইলহাম দ্বারা যাহা সর্বশেষে 'বারাহীনে আহ্‌মদীয়া' চতুর্থ খন্ড ৫৫৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, আমাকে মরিয়ম হইতে ঈসাতে পরিণত করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপেই আমি ঈসা ইব্‌নে মরিয়ম হইয়াছি।

....

ইহা ঐ সময়ের ইলহাম, যখন খোদাতা'লা আমাকে মরিয়ম উপাধি দান করেন এবং উহার পরে রূহ্ ফুৎকারের বিষয়ে ইলহাম করেন। অতঃপর এই ইলহাম হয়

فاجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا

কিশ্‌তিয়ে নূহ / ৬৫

'অতঃপর প্রসব বেদনা মরিয়মকে অর্থাৎ এই অধমকে, খেজুর বৃক্ষের দিকে লইয়া

অর্থাৎ তিনি গোলাম আহমদ প্রথমে পুরুষ ছিলেন, এরপর পুরুষ থেকে মহিলা মরিয়মে রূপান্তর হলেন এবং দশ মাসের মতো গর্ভবতী ছিলেন, অতঃপর প্রসব বেদনা সহ্য করে মহিলা থেকে পুরুষ ঈসা ইবনে মরিয়মে পরিণত হলেন।

পাঠক, একজন লোক কতটা নির্লজ্জ হলে উপরোক্ত মনগড়া হাস্যকর কথাগুলো বলতে পারে, তা বুঝার জন্য বড় ধরণের জ্ঞানী হতে হবে না। তবে কাদিয়ানীদের ঈসা ইবনে মরিয়ম এমন হলেও আমাদের ঈসা ইবনে মারয়াম কিন্তু এমন নন। আবার তাদের ঈসা ও মাহদী একই ব্যক্তি হলেও আমাদের ঈসা ও মাহদী কিন্তু দুই ব্যক্তি। (এ সম্পর্কে আরো আলোচনা সামনে আসবে।) সুতরাং এখানেও আলাদা।

এভাবে তারা সব ক্ষেত্রেই মুসলমানদের থেকে আলাদা। কাদিয়ানীরা মির্যা কাদিয়ানীর দ্বিতীয় স্ত্রীকে (কারণ প্রথম স্ত্রী তার উপর ঈমান আনেননি) 'উম্মুল মুমিনীন' ও তার পরিবারকে 'আহলে বাইত' বলে। এবং খলীফাদেরকে 'আমীরুল মুমিনীন' সম্বোধন করে, এমনকি তাদের প্রথম ও দ্বিতীয় খলীফাকে 'আবু বকর' ও 'ওমর' আখ্যায়িত করে। মির্যার সাথীদেরকে 'সাহাবা', বরং দ্বিতীয় খলীফার সাথীদেরকেও 'সাহাবা'-এর মত মনে করে। (দ্র. তাদের শতবার্ষিকী স্মরণিকা পৃ. ১৪৫) আর মদীনা তায়্যিবায় আমাদের 'জান্নাতুল বাকী'-এর স্থলে তাদের রয়েছে কাদিয়ানে 'বেহেশতী মাকবারা'। অতএব সবই আলাদা।

এ কারণেই তাদের দ্বিতীয় খলীফা বলেছেন, "তাদের (মুসলমানদের) ইসলাম ভিন্ন আমাদের ইসলাম ভিন্ন, তাদের খোদা আলাদা আমাদের খোদা আলাদা, তাদের হজ পৃথক আমাদের হজ পৃথক। এভাবে তাদের সাথে প্রতিটি বিষয়ে মতানৈক্য।" (আল-ফযল, ২১ আগস্ট ১৯১৭ ঈ. পৃ. ৮, কলাম ১)

اخبار الفضل قادیان دارالامان ۲۱- اگست ۱۹۱۷ء 8

بڑا اختلاف ہے۔ ورنہ حضرت مسیح موعود نے تو فرمایا ہے
کہ ان کا اسلام اور ہے اور ہمارا اور ان کا خدا اور ہے
ہمارا خدا اور ہمارا حج اور ہے ان کا حج اور اسی طرح
ان سے ہر بات میں اختلاف ہے۔

وقت وہ نہیں بگڑے تھے لیکن جب تو نے میری ر
قبض کر لی اور میں ان میں نہ رہا تو تو ہی ان کا نگران
اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ روح قبض کرنے
موت ہی ہے۔

তিনি আরো বলেছেন, “এটা ভুল কথা যে, অন্যদের (মুসলমানদের) সাথে আমাদের মতানৈক্য শুধু ঈসা আ.-এর মৃত্যু ও কিছু মাসআলা নিয়ে। বরং আল্লাহর সত্তা, রাসূল, কুরআন, রোযা ও যাকাত সহ প্রত্যেকটি বিষয়ে তাদের (মুসলমানদের) সাথে মতানৈক্য।” (দৈনিক আল-ফযল, ৩০ জুলাই ১৯৩১ ঈ. পৃ. ৭, কলাম ১)

اخبار الفضل قادیان دارالامان مورخہ ۳۰ جولائی ۱۹۳۱ — نمبر ۱۳ جلد ۱۹

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تقریر کی

میں نے سنا ہے - وہ چھپ چکی ہے - میں نے چھپی ہوئی نہیں
پڑھی - حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ
میرے کانوں میں گونج رہے ہیں - آپ نے فرمایا - یہ غلط ہے
کہ دوسرے لوگوں سے ہمارا اختلاف صرف وفات مسیح یا اور

چند مسائل میں

ہے - آپ نے فرمایا - اللہ تعالیٰ کی ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
قرآن - نماز - روزہ - حج - زکوٰۃ - غرض کہ آپ نے تفصیل سے
بتایا - کہ ایک ایک چیز میں ان سے ہمیں اختلاف ہے -

سے ہی پیدا ہوا - اب اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت مسیح موعود
علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا - وہ

معمولی بات

ہے - تو یہ غلط ہے - اس بات کی اہمیت کا اندازہ وہی لوگ
کر سکتے ہیں - جنہوں نے پہلی حالت دیکھی - یا اس کا صحیح طور
پر اندازہ کر سکتے ہیں - بعد میں آنے والے جنہیں معلوم
نہیں - کہ ان اختلافات کی وجہ سے کیسے کیسے جھگڑے ہوئے
وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بات کی اہمیت
کا اندازہ نہیں لگا سکتے - دیکھو

আর প্রথম খলীফা বলেছেন, “মুসলমানদের ইসলাম ভিন্ন আর আমাদের ইসলাম ভিন্ন।” (আল-ফযল, ৩১ ডিসেম্বর ১৯১৪ ঈ. পৃ. ৬, কলাম ১)

یہی وجہ ہے کہ حضرت خلیفہ اول نے اعلان کیا تھا ان
کا اسلام اور ہے اور ہمارا اسلام اور
ہے ٭

جو بنگال میں تبلیغ کر کے آئے ہیں - چوہدری ... بخش صاحب
چورا چوتانہ کے گیارہ گاؤں میں خدا کے مسیح کا پیغام پہنچا
کر آئے - مولوی احمد بخش صاحب ۳۴ گاؤں میں - مولوی
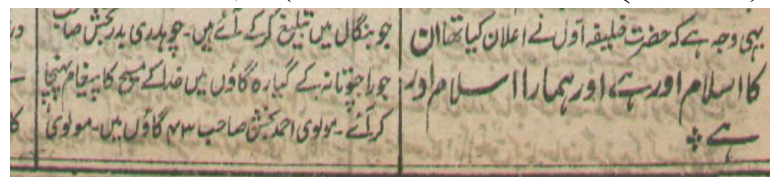
এভাবে মির্যাপুত্র কমরুল আম্বিয়া (?) বশির আহমদ এম এ. বলেছেন, “আমরা দেখতে পাই যে, হযরত প্রতিশ্রুত মাসীহ (মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী) অ-আহমদীদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) সাথে শুধু অতটুকু বিষয়

বৈধ রেখেছেন, যতটুকু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খৃস্টানদের সাথে করেছেন। অ-আহমদীদের থেকে আমাদের নামায পৃথক করা হয়েছে, তাদেরকে মেয়ে বিবাহ দেওয়া হারাম বলা হয়েছে এবং তাদের জানাযা পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব আর কী বাকি থাকল, যা আমরা তাদের সাথে মিলে করতে পারি।” (কালিমাতুল ফস্‌ল পৃ. ১৬৯।)

۱۶۹ — ریویو آف ریلیجنز — نمبر ۴

کیونکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعودؑ نے غیر احمدیوں کے ساتھ صرف وہی سلوک جائز
رکھنا ہے جو نبی کریمؐ نے عیسائیوں کے ساتھ کیا -
غیر احمدیوں سے ہماری نمازیں الگ کی گئیں ان کو لڑکیاں دینا حرام قرار دیا گیا ان کے
جنازے پڑھنے سے روکا گیا اب باقی کیا رہ گیا ہے جو ہم ان کے ساتھ مل کر کر سکتے ہیں - دو
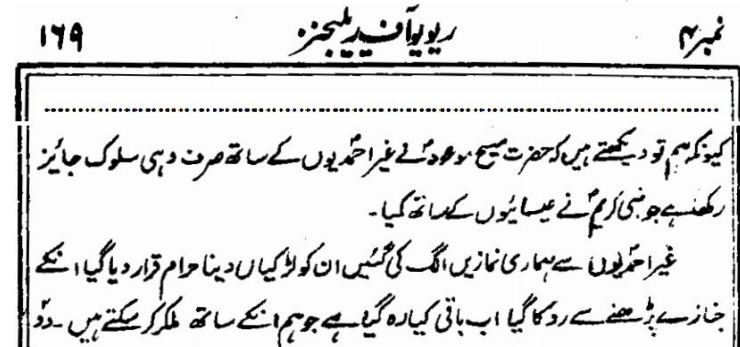
সুতরাং মির্যা সাহেব, তার খলীফা ও কাদিয়ানী গুরুদের বক্তব্যনুযায়ী মুসলমানদের সাথে তাদের কোন শাখাগত মতবিরোধ নয়। বরং কাদিয়ানীদের ধর্ম, কালিমা, কুরআন, নবী ও বিধি-বিধানসহ প্রতিটি বিষয় মুসলমানদের থেকে আলাদা।

আর এ কথা সর্বসম্মত স্বীকৃত যে, মুসলমানদের ধর্মের নাম ‘ইসলাম’। পক্ষান্তরে কাদিয়ানীদের ধর্ম গুরুদের বক্তব্য ও স্বীকৃতি অনুযায়ী তাদের ধর্ম মুসলমানদের থেকে আলাদা ও ভিন্ন। কাজেই তাদের ধর্মের নাম কখনো ‘ইসলাম’ হতে পারে না এবং তারা ‘মুসলিম’ নাম ধারণ করতে পারে না; বরং ‘ইসলাম’ ভিন্ন অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের (হিন্দু-খৃস্টানদের) মতো তারাও অমুসলিম ও কাফের।

কাদিয়ানীরা কাফের হওয়ার কারণসমূহ

কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের সাথে মুসলমানদের বিরোধ হানাফী-শাফেয়ী বা হানাফী-আহলে হাদীস অথবা সুন্নী-বেদআতীদের মতবিরোধের মত নয়, বরং তাদের সাথে মুসলমানদের বিরোধ এমন কিছু মৌলিক আকীদা নিয়ে, যা বিশ্বাস করা-না করার উপর মানুষের ঈমান থাকা-না থাকা নির্ভর করে।

কাদিয়ানীরা ইসলাম ধর্মের অনেক অকাট্য মৌলিক আকীদা বিশ্বাস না করার কারণে নিঃসন্দেহে অমুসলিম ও কাফের। বরং যে ব্যক্তি (তাদের কুফরী বিষয়গুলো জানার পরও) তাদেরকে কাফের মনে করবে না বা এতে সন্দেহ পোষণ করবে, সেও নিঃসন্দেহে কাফের। (ইকফারুল মুলহিদীন (উর্দূ), আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী পৃ. ৮৩, ২৬)।

নিম্নে তাদের কাফের হওয়ার কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হল :-

এক. আকীদায়ে 'খতমে নবুওয়াত' অস্বীকার বা মুহাম্মাদ ﷺ-এর পর নবী হওয়ার বিশ্বাস

কুরআন মাজীদের ৯৯টি আয়াত ও ২১০টি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং উম্মতের ঐক্যমত যে, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ সর্বশেষ নবী এবং তাঁর পরে আর কাউকে কোন ধরণের নতুন নবী বানানো হবে না। এটি মুসলিম সমাজের অন্যতম অকাট্য মৌলিক আকীদা, যার অস্বীকারকারী নিঃসন্দেহে কাফের। (খতমে নবুওয়াত, মুফতী শফী)

কিন্তু মুসলমানদের এমন একটি অকাট্য আকীদার বিপরীতে অবস্থান নিয়ে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নিজেকে নবী ও রাসূল দাবি করেছে। যার বিস্তারিত আলোচনা উপরে হয়েছে।

সুতরাং মির্যা কাদিয়ানী মুসলমানদের সর্বসম্মত আকীদা মুতাবিক কাফের। আর যারা তাকে নবী বলে বিশ্বাস করে, তারা ইসলামের সর্বজন স্বীকৃত আকীদা মুতাবিক মুসলমান থাকতে পারে না; তারাও নিঃসন্দেহে অমুসলিম ও কাফের।

দুই. ঈসা আলাইহিস সালামের জীবিত থাকা ও অবতরণ অস্বীকার

কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে এর বড় আলামত হিসেবে কানা দাজ্জাল বের হলে তাকে কতল করার জন্য হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আসমান থেকে অবতরণ করবেন। কুরআন মাজীদের ১৩টি আয়াত ও ১১৬টি হাদীস দ্বারা ঈসা আলাইহিস সালামের জীবিত থাকা ও কেয়ামতের পূর্বে আসমান থেকে অবতরণ করাটা প্রমাণিত এবং এ বিষয়ে সকলের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত। (দেখুন, আত-তাসরীহ বিমা তাওয়াতারা ফী নুযূলিল মাসীহ, কাশ্মীরী; যার অনুবাদ ও সংযোজনসহ কিতাব হচ্ছে, আলামাতে কেয়ামত আওর নুযূলে মাসীহ, মুফতী রফী ওসমানী; তোহফায়ে কাদিয়ানিয়্যাত, ইউসুফ লুধিয়ানভী ১ম খণ্ড।)

কিন্তু মির্যা কাদিয়ানী বলেছেন, "ঈসা মৃত্যু বরণ করেছেন; তিনি আর আসবেন না এবং আমিই হলাম ঈসা।" তিনি আরো বলেন, "ঈসা মরে নাই বলা বড় ধরণের শিরিক।" (দ্র. রূহানী খাযায়েন ১৯/৭৫; ২১/৪০৬-৪০৭; ২২/৬৬০; ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুতেই ইসলামের জীবন ও তাদের লিফলেট।)

সুতরাং মির্যা কাদিয়ানী ইসলামের এ অকাট্য আকীদা অস্বীকার করার কারণে কাফের। আর তার অনুসারীরাও একই কারণে কাফের।

তিন. নবীগণের অবমাননা ও তাঁদের সম্পর্কে অপবাদ

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী কবিতা আবৃত্তি করেছেন, "আমার আগমনে প্রত্যেক নবী জীবিত হয়েছে। প্রত্যেক রাসূল আমার জামার ভিতরে লুকানো রয়েছে।" (রূহানী খাযায়েন ১৮/৪৭৮)

আরো লিখেছেন, "তাঁর জন্য (মুহাম্মাদ ﷺ) চন্দ্রগ্রহণ হয়েছে আর আমার জন্য চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ উভয়টা হয়েছে।" (প্রাগুক্ত ১৯/১৮৩, এ দুটির স্ক্রীনশট দেখুন ৪০ নং পৃষ্ঠায়।)

অন্যত্র লিখেছেন, "ঈসা আ. মদ পান করতেন।" (বাংলা কিশতিয়ে-নূহ পৃ. ৮৭, টীকা; রূহানী খাযায়েন ১৯/৭১।)

ইউরোপের লোকের মদ যত অনিষ্ট করিয়াছে, তাহার কারণ এই যে, ঈসা (আঃ) মদ্যপান করিয়াছেন, হয়ত কোন রোগবশতঃ বা প্রাচীন অভ্যাস অনুযায়ী তিনি এরূপ করিয়াছেন,

☆ یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے اس کا سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا
کرتے تھے شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے مگر اے مسلمانو! تمہارے نبی علیہ السلام تو

অন্যত্র বলেন, "তিনি অধিকাংশ সময় গালিগালাজে অভ্যস্থ ছিলেন এবং তাঁর মিথ্যা বলার অভ্যাস ছিল।" (প্রাগুক্ত ১১/২৮৯, টীকার শেষ ৫ লাইন।)

ہاں آپ کو گالیاں دینے اور بدزبانی کی اکثر عادت تھی۔ ادنیٰ ادنیٰ بات میں غصہ آجاتا تھا۔ اپنے
نفس کو جذبات سے روک نہیں سکتے تھے۔ مگر میرے نزدیک آپ کی یہ حرکات جائے افسوس نہیں کیونکہ
آپ تو گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے۔
یہ بھی یاد رہے کہ آپ کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔ جن جن پیشگوئیوں کا اپنی ذات

আরো বলেছেন, "তাঁর (ঈসা আ.) খান্দান অত্যন্ত পাক-পবিত্র ছিল। তবে তাঁর তিন দাদী ও নানী ব্যভিচারিণী ছিল, যাদের রক্ত থেকে তিনি জন্মলাভ করেছেন।" (প্রাগুক্ত ১১/২৯১, টীকার শেষ ৩ লাইন পূর্বে।)

آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کار اور کسبی عورتیں
تھیں۔ جن کے **خون** سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ مگر شاید یہ بھی خدائی کے لئے ایک شرط ہوگی۔
آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدّی مناسبت درمیان ہے ورنہ کوئی

মির্যা সাহেব কবিতা আবৃত্তি করেছেন, “ইবনে মারয়ামের আলোচনা ছাড়, গোলাম আহমদ তার চেয়ে উৎকৃষ্ট।” (প্রাগুক্ত ১৮/২৪০, পৃষ্ঠার শেষে কবিতার শেষ লাইন।)

روحانی خزائن جلد ۱۸ — ۲۴۰ — دافع البلاء

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اُس سے بہتر غلامِ احمد ہے
یہ باتیں شاعرانہ نہیں بلکہ واقعی ہیں اور اگر تجربہ کے رو سے خدا کی تائید مسیح ابن مریم سے

এ সম্পর্কে ইসলামের বিধান হল, নবীগণের অবমাননাকারী ও তাঁদের সম্পর্কে অপবাদকারী কাফের। (আশ-শিফা, কাযী ইয়ায ২/৬৪৩ ও আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, ইবনে নুজাইম পৃ. ১৬১।)

এছাড়া তারা কাফের হওয়ার আরো চার-পাঁচটি কারণ রয়েছে। (জানতে দেখুন, রদ্দে কাদিয়ানিয়্যাত কী যিররী উসূল পৃ. ২৯৯-৩০৬।)

বিভিন্ন দেশ, আদালত ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অমুসলিম ঘোষণা

১. সিরিয়া ১৯৫৭ সালে, মিসর ১৯৫৮ সালে এবং পাকিস্তানের ন্যাশনাল এসেম্বলী ১৯৭৪ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর কাদিয়ানীদের সরকারীভাবে অমুসলিম ঘোষণা করেছে। এভাবে সৌদি আরব, বাহরাইন, কুয়েত, কাতারসহ বহু দেশ তাদের কাফের ঘোষণা করেছে। (ইহতিসাবে কাদিয়ানিয়্যাত ৩৯/৪৩৮।)

২. ১৯৭৪ সালের ৬-১০ এপ্রিল সৌদি সরকারের পরিচালিত ইসলামী সংস্থা ‘রাবেতায়ে আলমে ইসলামি’র তত্ত্বাবধানে মক্কা শরীফে অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে ইসলামী বিশ্বের ১৪৪টি সংগঠনের প্রতিনিধিগণের সর্বসম্মতিক্রমে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ও কাফের ঘোষণা করা হয়।

৩. মুসলিম বিশ্বের সর্ববৃহৎ সংগঠন ও.আই.সি (oic) ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করেছে।

৪. লাহোর হাইকোর্ট, সম্মিলিত শরয়ী আদালত, পাকিস্তান সুপ্রিমকোর্ট এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতের ভাওয়ালপুর আদালতসহ বহু আদালত বিভিন্ন সময়ে কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণা করেছে। (দেখুন, কাদিয়ানী ফিতনা আওর মিল্লাতে ইসলামিয়্যা কা মাওকিফ পৃ. ১১৮-১৩৩; কওমী এসেম্বেলী মেঁ মুসাদ্দাকাহ রিপোর্ট; ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত, কাদিয়ানীবাদের শবযাত্রা।)

৫. স্বাধীন ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের অতিরিক্ত বিচারপতি মাননীয় শ্রী নামভাট যোশী ১৯৬৯ সালের ২৮৮ নম্বর মামলার রায়ে বলেন, “যে ব্যক্তি মির্যা গোলাম আহমদকে মান্য করে তাকে কখনো মুসলমান বলা যায় না।” (দ্র. কাদিয়ানী ধর্মমত বনাম ইসলামী দুনিয়ার অবস্থান পৃ. ৪৯।)

৬. ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি মুহাম্মাদ আব্দুল জলিল ও বিচারপতি মুহাম্মাদ ফজলুল করিমের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ আইনের দৃষ্টিতে কাদিয়ানীরা অমুসলিম বলে রায় প্রদান করেন।

যৌক্তিক বিচারে অমুসলিম ঘোষণার দাবি

৯০ শতাংশ মুসলমানের এদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃস্টান সম্প্রদায়ের লোকেরা যেমন বাংলাদেশের নাগরিক, তেমনি কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের লোকেরাও এ দেশের নাগরিক। দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা যতটুকু নাগরিক অধিকার ও ধর্মপালনের স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে, অমুসলিম কাদিয়ানী সম্প্রদায়ও ততটুকু নাগরিক অধিকার ও ধর্মপালনের স্বাধীনতা নিয়ে সংখ্যালঘু হিসেবে বসবাস করুক- এতে আমাদের কোন আপত্তি নেই।

তবে তা তাদের নিজস্ব ও স্বতন্ত্র ধর্মীয় পরিচয়ে হতে হবে; মুসলিম পরিচয়ে নয়। আর তাদের কুফরী মতবাদকে ইসলামের নামে চালিয়ে দেয়া এবং তাদের ধর্মীয় রীতিনীতি পালনে একান্ত ইসলামী পরিভাষা যেমন কালিমা, নামায, রোযা, মসজিদ ও আযান ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে সাধারণ মুসলমানদের ধোঁকা দেয়া নৈতিকতা ও ইসলামের দৃষ্টিকোণে সম্পূর্ণ বেআইনী ও জঘন্যতম অপরাধ।

কাজেই তারা নিজেদের স্বতন্ত্র ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে ভিন্ন নামে সমাজে বেঁচে থাকুক এবং আর্থ-সামাজিক কার্যক্রমে তারা তাদের স্বতন্ত্র পরিচয় নিয়ে অংশগ্রহণ করুক, তাতে কোন মুসলমানের মাথাব্যাথা নেই। কিন্তু মুসলমানদের মৌলিক আকীদায় বিশ্বাসী না হয়ে (উল্টো কুঠারাঘাত করে) তারা মুসলিম পরিচয় ধারণ করবে, এ অধিকার তাদের নেই।

সুতরাং কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার দাবি মুসলমানদের মৌলিক আকীদা রক্ষার আন্দোলন তো অবশ্যই, ধর্মীয় অধিকারের বিষয়ও বটে।

তাছাড়া কাদিয়ানীরা অমুসলিমরূপে ঘোষিত ও চিহ্নিত না হলে তাতে মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে বহুবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়।

যেমন :

১. তাদের রচিত ও প্রকাশিত বইপত্রকে মুসলমানদের লেখা বই-পুস্তকের মত মনে করে সাধারণ মানুষ পাঠ করে বিভ্রান্ত হয় এবং নিজেদের ঈমান হারিয়ে বসে।

২. তাদের উপাসনালয়কে মসজিদ মনে করে সেখানে নামায আদায় করে ধোঁকায় পড়ছে এবং অজান্তে তাদের ইবাদত বিফলে যাচ্ছে।

৩. কাদিয়ানী ধর্মমতের অনুসারী কোন ব্যক্তি মুসলমানের ইমাম সেজে তাদের ঈমান-আমল নষ্ট করতে পারে।

৪. তারা মুসলিম পরিচয়ে নিজেদের মতবাদ-মতাদর্শ প্রচার করলে তাতে সাধারণ মুসলমান তাদেরকে মুসলমানেরই একটি দল মনে করে তাদের মতবাদ গ্রহণ করে নিজেদের অমূল্য সম্পদ ঈমান হারানোর আশংকা রয়েছে।

৫. তারা মুসলমান নামে পরিচিত হওয়ার কারণে তাদের সাথে মুসলমানের মত আচার-আচরণ ও চলাফেরা করে।

অথচ তাদের সাথে মুসলমানের সম্পর্ক হওয়া উচিত এমনই, যেমন কোন অমুসলিমের সাথে হয়ে থাকে।

৬. অনেক সাধারণ মুসলমান কাদিয়ানীদের মুসলমান মনে করে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করার ফলে আজীবন ব্যভিচারের গুনাহে লিপ্ত থাকে।

৭. কাদিয়ানী ধর্মাবলম্বী গরীবকে যাকাত দিয়ে সম্পদশালী মুসলমানের যাকাতের ফরয বিধান বিনষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা বিদ্যমান।

৮. যে কোন কাফের তথা অমুসলিমের জন্য হারাম শরীফে প্রবেশ নিষেধ। অথচ কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের লোকেরা মুসলিম পরিচয় দিয়ে হজ ও চাকরির নামে সৌদি আরব গিয়ে হারাম শরীফে প্রবেশ করে তার পবিত্রতা নষ্ট করার সুযোগ পাচ্ছে।

অতএব সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের জোর দাবী হল–

১. বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের ন্যায় বাংলাদেশেও অনতিবিলম্বে কথিত 'আহমদীয়া মুসলিম জামাত' তথা কাদিয়ানীদের সরকারীভাবে সংখ্যালঘু অমুসলিম ঘোষণা করা।

২. তাদের জন্য ইসলামী পরিভাষাসমূহ যেমনঃ কালিমা, নামায, রোযা, হজ, আযান, মসজিদ, নবী, মাসীহ, মাহদী ও খিলাফত ইত্যাদির ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা।

৩. ইসলামের নাম ব্যবহার করে কুরআন-হাদীসের মনগড়া অর্থ করে এবং মুসলমানের মৌলিক আকীদায় কুঠারাঘাত করে তাদের রচিত ও প্রকাশিত বইপত্র বাজেয়াপ্ত করা।

কিছু প্রশ্ন ও যুক্তি!

ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের পক্ষ হতে যখনই অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের ন্যায় বাংলাদেশেও কাদিয়ানীদের রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণার দাবি করা হয়, তখনই কাদিয়ানী সম্প্রদায় ও এদেশের বাম পাড়ার কিছু লোকের গাত্রদাহ ও নানা ধরণের প্রতারণামূলক প্রচার-প্রচারণা শুরু হয়ে যায়। যেমন–

- রাষ্ট্র কি ফতোয়া দিতে পারে?

- কোন রাষ্ট্র কি কারো ধর্ম নিরূপণের অধিকার রাখে?

- কে মুসলমান আর কে অমুসলিম- এটা আল্লাহ ফায়সালা করবেন।

- সব ধর্মের লোকদের ভোটে নির্বাচিত কোন সরকার কি কাউকে অমুসলিম ঘোষণা করতে পারে?

- ইসলামের নামে বিভিন্ন দলগুলো একে অপরের বিরুদ্ধে কাফেরের ফতোয়া দিয়েছেন। তাহলো তো সব দলকেই অমুসলিম ও কাফের ঘোষণা করতে হবে।

- হিন্দু-খৃস্টানদের বাদ দিয়ে এদের পিছনে পড়ছেন কেন? ইত্যাদি।

এগুলোর উত্তর খুবই স্পষ্ট। কেননা কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণার দাবির অর্থ এই নয় যে, রাষ্ট্র ফতোয়া দিক বা এদের ধর্মীয় পরিচয় নিরূপণ করুক? এদের ধর্ম-পরিচয় তো কুরআন-সুন্নাহর আলোকে এবং গোটা মুসলিম জাহানের ওলামা ও মুসলিম স্কলার-গবেষকদের সম্মিলিত ফতোয়া ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নির্ধারিত ও নির্ণীত হয়েই আছে। এমনকি ভারত-আফ্রিকাসহ অনেক অমুসলিম আদালতেও নির্ণীত হয়েছে। আর তা হল, কাদিয়ানীরা একটি অমুসলিম সম্প্রদায়।

সেই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে অনেক মুসলিম দেশ এদের রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণা করে এদের প্রতারণা ও ঘৃণ্য কর্মকাণ্ড বন্ধ করেছে। কিন্তু বাংলাদেশে এখনো পর্যন্ত কাদিয়ানীদের রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণা না করার কারণে এরা সাধারণ মুসলমানদের সাথে প্রতারণা করে ঘৃণ্য কর্মকান্ড অব্যহতভাবে করেই যাচ্ছে। আর এটা যাতে করতে না পারে এজন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণার দাবি করা হচ্ছে, যা খুবই যুক্তিসঙ্গত একটি দাবি।

শুধু মুসলিম-অমুসলিম কেন? সব ফায়সালাই তো আল্লাহ করবেন, চোর-ডাকাতের ফায়সালাও তো আল্লাহ করবেন। তাহলে আদালত-প্রশাসন ও জেল-জরিমানার দরকার কী?

কোন ভুয়া ডাক্তার যদি সাধারণ রোগীদের কাছে চিকিৎসক সেজে প্রতারণা করে, তখন তার এই প্রতারণা বন্ধে প্রশাসনের পদক্ষেপ দাবি যেমন যৌক্তিক, তেমনি কাদিয়ানীদের মুসলিম সেজে প্রতারণা বন্ধে রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণার দাবিও যৌক্তিক।

সব ধরণের লোকদের ভোটে নির্বাচিত সরকার যেভাবে কাউকে দুর্নীতিবাজ ও প্রতারক সাব্যস্ত করতে পারে, তেমনিভাবে সব ধর্মের লোকদের ভোটে নির্বাচিত সরকারও কাউকে অমুসলিম ঘোষণা করতে পারে। কারণ ওখানে দুর্নীতিবাজদের দুর্নীতি ও প্রতারকদের প্রতারণা বন্ধে

পদক্ষেপ গ্রহণ করা উদ্দেশ্য, এখানেও কাদিয়ানীদের ইসলামের নামে সাধারণ মুসলমানদের সাথে প্রতারণা বন্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা লক্ষ্য।

ইসলামী দলগুলো একে অপরের বিরুদ্ধে কাফেরের ফতোয়া দেয়ার তথ্য সঠিক নয়। কেননা একটি ইসলামী দলও অন্য দলের বিরুদ্ধে দলীয়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এবং অন্য দলগুলোর সাথে মিলে এমন ফতোয়া দেয়নি। তবে হ্যাঁ, কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে বা নিজস্ব প্রতিষ্ঠান থেকে কারো বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়েছেন।

কিন্তু আপনাদের বিরুদ্ধে কাফেরের ফতোয়া এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা এটা কারো ব্যক্তিগত বা নিজস্ব প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ফতোয়া নয়। বরং গোটা মুসলিম জাহানের ওলামা ও মুসলিম স্কলার-গবেষকদের সম্মিলিত ফতোয়া, বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের ঘোষণা, ও.আই.সি. সহ শতাধিক ইসলামী সংস্থা ও হাজারো প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত এবং অনেক দেশের আদালতের ফায়সালা এর স্বপক্ষে রয়েছে। এমনকি ভারত-আফ্রিকাসহ অনেক অমুসলিম আদালতেও আপনাদেরকে অমুসলিম বলা হয়েছে।

শেষ প্রশ্ন হচ্ছে, আপনারা হিন্দু-খিস্টানদের বাদ দিয়ে এদের পিছনে পড়ছেন কেন? এর উত্তর হল, হিন্দু-খিস্টান বা অন্য ধর্মের লোকেরা তো মুসলিম নাম ধারণ করে এবং ইসলামী পরিভাষাসমূহ ব্যবহার করে প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছে না।

কিন্তু কাদিয়ানীরা উক্ত প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছে। এর দৃষ্টান্ত হল, আমার পিতার সন্তান না হয়েও আমার ভাই দাবি করা এবং তাঁর সম্পত্তিতে ভাগ বসানো।

পরিষ্কার কথা, পিতাকে অস্বীকারকারী পুত্র যেমন তাঁর সম্পদের ওয়ারিস তথা অংশিদার হতে পারে না, তেমনিভাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ নবী অস্বীকারকারীও ইসলামের ওয়ারিস তথা 'মুসলিম' নামধারণ করতে পারে না।

বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামীলীগ অথবা প্রেসিডেন্ট জিয়া ও বিএনপির গঠনতন্ত্র না মেনে যেভাবে কেউ 'আওয়ামীলীগ' কিংবা 'বিএনপি' নামধারণ ও তাদের একান্ত পরিভাষাসমূহ ব্যবহার করতে পারে না, তদ্রূপ

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইসলামের মৌলিক আকীদা না মেনে কেউ 'মুসলিম' নামধারণ ও একান্ত ইসলামী পরিভাষাসমূহ ব্যবহার করতে পারে না।

কিন্তু আফসোস হয়! আমরা নিজেরটাও বুঝি দলেরটাও বুঝি; শুধু বুঝি না ধর্মেরটা। এটাই আজকের মুসলমানদের অধঃপতনের কারণ।

তাই সরকার ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছে আশা করব, বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করবেন এবং সাহসিকতার সাথে কাদিয়ানীদের রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণা করে তাদের এই মহা প্রতারণার সুযোগ বন্ধ করবেন।

ইনশাআল্লাহ, এক্ষেত্রে যারা ইখলাসের সাথে চেষ্টা-প্রচেষ্টা করবেন এবং অবদান রাখবেন, পরকালে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফাআত লাভ হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন!

উল্লেখ্য, কাদিয়ানীরা তাদের শতবার্ষিকী স্মরণিকার **১৪১** নং পৃষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর **'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'** থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে তাদের চিরাচরিত ধারানুযায়ী প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা করেছেন। এর বাস্তবতা জানতে মাওলানা আব্দুল মজিদ সাহেব হাফিযাহুল্লাহর **'কাদিয়ানীদের কাছে বঙ্গবন্ধুর পরিচয়'** পুস্তিকাটি পড়ুন।

এবার কাদিয়ানীরা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে অমুসলিমরূপে ঘোষিত ও চিহ্নিত না হওয়ার ফলে মুসলমানদের উল্লিখিত সমস্যাবলীর বাস্তবতা নিম্নোক্ত দুটি ঘটনা ও প্রতিবেদনে লক্ষ করুন।

প্রতিবেদন এক.

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি পার্বত্যজেলা রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ি থানার আমতলী ইউনিয়নে অবস্থিত কবিরপুর ছোট্ট একটি গ্রাম। এটিই বাঙ্গালীদের সর্বশেষ গ্রাম। কাদিয়ানীরা টার্গেট করলো এই ছোট্ট গ্রামটিকেই। ওরা গ্রামবাসীর প্রধান তিনটি দুর্বল পয়েন্টের উপর ভর করে তাদের মিশনারী কাজের যাত্রা শুরু করে দিল। তা হলো-

এক. ধর্মীয় ও সাধারণ বিষয়ে মূর্খতা।

দুই. দারিদ্রতা।

তিন. দুনিয়ার প্রতি অতি লোভ ও উচ্চ আকাঙ্খা।

এই গ্রামের সর্দার হলেন, জনাব কবির সাহেব। তিনি খুব প্রভাবশালী। কাদীয়ানীরা সর্বপ্রথম তার সামনেই টোপ ফেলল। মাত্র ৫০০ টাকা! এতেই কাবু। এবার তাকে কাদিয়ানীদের মূল আস্তানা ৪নং বখশী বাজার ঢাকা-**১২১১** এ বার্ষিক জলসায় নিমন্ত্রণ করা হলো।

তাকে বলা হলো, সেখানে দেশ-বিদেশের বড় বড় আল্লামারা! আর স্কলারশীপরা! বয়ান-বক্তৃতা করবেন, আলীশান থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে; সব ফ্রি! এমন কি আসা-যাওয়ার যাতায়াত ভাড়াও লাগবে না।

সর্দার ওদের সাথে বখশী বাজার রওয়ানা হল। গেল দুর্বল ঈমানদার হয়ে কিন্তু ফিরল শক্তিশালী কাদিয়ানী হয়ে। তারপর তাকেই এ গ্রামসহ পুরো পার্বত্য তিনজেলার প্রেসিডেন্ট (কাদিয়ানিয়ানীদের পরিভাষায় আঞ্চলিক প্রধানকে প্রেসিডেন্ট বলা হয়) বানিয়ে দেয়া হলো।

সর্দার এলাকায় পৌঁছার পূর্বেই সবখানে রব পড়ে গেল কবির সর্দার কাদিয়ানী হয়ে গেছে। তাকে বয়কট করতে হবে। তিনি সবার ঘৃণার পাত্র হলেন। তার জীবন যেন দুর্বিসহ হয়ে উঠল। এতে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে চলে গেলেন রাঙ্গামাটি শহরে। সেখানে থাকেন আর্মির উচু পর্যায়ের একজন মেজর, যিনি পাক্কা কাদিয়ানী। তার কাছে নালিশ করলেন, তাকে সবাই হেয় প্রতিপন্ন করছে ইত্যাদি। মেজর সাহেব পুরো গ্রামবাসীকে একত্রিত করে রেডএলার্ট জারী করলেন যে, এখন থেকে কেউ যদি কবির সর্দারকে কোন কিছু বলে, তবে তাকে হিলটেক্স ছাড়া করে ছাড়ব।

এবার সর্দার মুক্ত-স্বাধীনভাবে নির্ভয়ে-নির্দমে পুরো গ্রাম চষে বেড়িয়ে কাদিয়ানী বীজ বুনতে লাগল। মাত্র কয়েক মাসের মাথায়ই প্রায় পুরো গ্রামবাসী ৩০-৩৫টি পরিবার কাদিয়ানী হয়ে গেল।

আহ! সাহাবায়ে কেরাম যে ঈমান রক্ষার্থে নিজেদের জীবন পর্যন্ত বিলিয়ে দিয়েছেন; তবুও ঈমান হাতছাড়া করেননি, সেই জীবনের চেয়ে মহামূল্যবান ঈমান কাদিয়ানীদের খপ্পরে পড়ে ধোঁকা খেয়ে বোকা বনে কবিরপুরে মাত্র ৫০০ টাকায় ক্রয়-বিক্রয় হলো!!

অবশ্য ২০০৭ সালে তাবলীগ জামাতের ঢাকার কাকরাইল মারকায থেকে একটি জামাত কবিরপুরে পাঠানো হয়। এতে এ্যাপোলো হাসপাতালের স্পেশালিষ্ট ডা. লুৎফুর কবির সাহেব ছিলেন। তিনি কবির সর্দারের কাছে তাবলীগের দাওয়াত নিয়ে যান। তিনি হুসনে আখলাকের সাথে মাওয়ায়েযে হাসানার মাধ্যমে হাত-পায়ে ধরে সর্দারকে তিন চিল্লার জন্য তাশকিল করে কাকরাইল মারকাযে পাঠিয়ে দেন। আলহামদুলিল্লাহ! সর্দার তিন চিল্লার ওসিলায় অমূল্য সম্পদ ঈমান ফিরে পান। ঈমানের সাথেই তার মৃত্যু নসীব হয়। (সংগৃহীত)

প্রতিবেদন দুই.

দেশের প্রত্যন্ত একটি অঞ্চল। এগারো জনের একটি দাওয়াতি জামাত। ঢাকা থেকে আলেমদের একটি জামাত এসেছেন শুনে একজন কসমেটিক্স ব্যবসায়ী ছুটে এলেন। বললেন, আমাদের এলাকায় কাদিয়ানীরা গোপনে মুসলমানদের মেয়ে বিয়ে করে নিয়ে যাচ্ছে।

সেদিন আমার দোকানে এক ভদ্রলোক এসে তার মেয়ের বিবাহের জন্য কেনাকাটা করলেন। জিজ্ঞাসা করলাম, মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে কোথায়? ভদ্রলোক যে ছেলের পরিচয় বললেন, তা শুনে আমি অবাক হয়ে বললাম, সে তো কাদিয়ানী! মেয়ের বাবা বিশ্বাস করতে চাইলেন না। আমি জোর দিয়ে বললে তিনি চোখের পানি ছেড়ে দিলেন; বললেন, বাবা এখন আমার কি উপায় হবে? তারা তো কাবিন রেজিস্ট্রি করে ফেলেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কাবিন হয়ে গেছে আর আপনি এখন কেনাকাটা করতে এসেছেন? লোকটি বলল, আসলে এখন আমার বুঝে এসেছে যে, তারা প্রথমেই কেন কাবিন রেজিস্ট্রি করতে চাইল। বিয়ের কথা-বার্তার সাথে সাথেই তারা কাবিন করার চাপ দিয়ে বলে, অন্য সব পরে করা যাবে।

কসমেটিক্স দোকানী আরো জানালেন, কাদিয়ানীরা একই স্কুলে পড়া-লেখার সুবাদে কাদিয়ানী ও মুসলমান ছেলে-মেয়ের সম্পর্ক হয়। তারপর মুসলমান ছেলে হোক মেয়ে হোক সে কাদিয়ানী হয়ে যায়। কিন্তু কাদিয়ানী মুসলমান হয় না।

ঘটনার বিবরণ শুনে স্মৃতিপটে ভেসে উঠল ব্রিটিশ ভারতের ভাওয়ালপুর জেলার ঐতিহাসিক মোকাদ্দমার কথা। আবদুর রায্যাক নামের এক ব্যক্তির সাথে বিয়ে হয়েছিল মুসলিম কন্যা আয়েশার। পরবর্তীতে স্বামী কাদিয়ানী হয়ে যায়, আর আয়েশা তা জানতে পারলেন।

তাই আদালতে বিচ্ছেদ চেয়ে আবেদন করেন আয়েশা। সাফ জানিয়ে দিলেন, ''ছেলে কাদিয়ানী, আমি মুসলমান। অথচ কাদিয়ানী-মুসলমান বিবাহ ইসলামে বৈধ নয়। কারণ কাদিয়ানীরা কাফের। আমি কাদিয়ানী স্বামী থেকে পরিত্রাণ চাই।''

আদালতে মামলা নিষ্পত্তির জন্য জরুরি হয়ে পড়ল– কাদিয়ানীরা কি মুসলমান নাকি কাফের, এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা।

সুতরাং মামলার বিষয় হয়ে গেল– কাদিয়ানীরা মুসলমান নাকি কাফের। একটি পারিবারিক মামলা মোড় নিল একটি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় পরিচয় নির্দিষ্ট করণের মামলায়।

ভাওয়ালপুরের আলেমসমাজ ও সাধারণ মুসলমান মিলে মামলা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। বললেন, এটি আমাদের সকলের বিষয়। আমাদের দীন ও ঈমান রক্ষার পবিত্র সংগ্রাম। তারা একটি সংগঠন গড়ে তুলে তার অধীনে দারুল উলূম দেওবন্দসহ ভারতের বড়বড় আলেমদের চিঠি লিখে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার আহবান জানালেন।

আদালতে হাজির হলেন সায়্যিদ আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী, মুফতি শফী রাহ.সহ আরো অনেক খ্যাতিমান আলেম। খাতামুন নাবিয়্যীনের পক্ষে খতমে নবুওতের উকালতি করেছেন তারা। অবশেষে দীর্ঘ সাত বছর পর আদালত কাদিয়ানীদের অমুসলিম-কাফের সিদ্ধান্ত দিয়ে বাদীর আবেদন মঞ্জুর করে বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিয়েছে।

একটি মেয়ে নিজ ঈমান ও ইজ্জত রক্ষায় দীর্ঘ সাত বছর মামলা লড়েছে যে ঘটনার শিকার হয়ে, আজ তেমনই ঘটনা অহরহ ঘটছে বাংলার হত-দরিদ্র মুসলমানের ঘরে ঘরে। যে কারণে একটি পারিবারিক মামলাকে দীন ও ঈমান রক্ষার সংগ্রামে রূপ দিয়েছিলেন তৎকালীন আলেম ও সাধারণ মুসলিমসমাজ। আজ সে কারণটাই অবাধে ঘটছে প্রিয় মাতৃভূমির গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-নগরে।

কিন্তু পার্থক্য শুধু এখানে, আজ প্রতিবাদী আয়েশার দেখা মেলে না; আজ শাহ কাশ্মীরী, মুফতি শফীর ঈমানী জযবা জাগে না। মুখ দেখাব কী করে মুহাম্মদে আরাবীকে! (মাসিক খতমে নবুওয়াত, কিছুটা পরিবর্তনের সাথে)

কোন প্রকারে অন্তর্ভুক্ত হবেন?

এ ধরণের কারগুজারী অনেক বলা যায়, যা কিছু পাঠক পড়ে আফসোস করতে থাকবে; অনেকে চোখের পানি ফেলবে; কেউ দুঃখ প্রকাশ করবে; কেউ এর দায়ভার অন্যের উপর চাপাবে; কোন বিনয়ী সাথী নিজেদের বদ আমলের দোষ দিবে; কিছু ভাই এগুলোকে কেয়ামতের পূর্বলক্ষণ বলে সান্ত্বনা নিবে; রক্ত গরম বন্ধুমহল "অমুক হুশিয়ার সাবধান" বা "ধর, মার, কাট"-এর শ্লোগান শোনাবে; প্রেরণাময়ী দোস্তরা এখনি ফিল্ডে নেমে তাদের মোকাবেলায় কাজ করতে করতে তামা তামা করে ফেলার সিদ্ধান্ত নিবে, কিন্তু এক-দু'ঘন্টা বাদে কিছুই মনে থাকবে না- এ জাতীয় লোক হবেন,

নাকি দাওয়াতের মেজায নিয়ে দায়ীর গুণে গুণান্বিত হয়ে ঈমান ও দলীলের শক্তিতে বলিয়ান হয়ে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা হাতে নিয়ে মাঠে-ময়দানে নেমে পড়বেন?

আহ্বান

প্রিয় সচেতন পাঠক, আজ পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারা দেশে কাদিয়ানী ঈমানখেকোদের অপতৎপরতা ছড়িয়ে গেছে! বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের প্রায় প্রতিটি থানাতেই তাদের দু'চারটা উপাসনালয় এবং দু'চার-পাঁচশ সদস্য রয়েছে। বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের পঞ্চগড় জেলায় তাদের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি। সেখানকার মেম্বার, চেয়ারম্যান, মাতব্বর, বড়ভাই সব ওনারাই।

হাজার হাজার নয় বর্তমানে বাংলাদেশে লক্ষাধিক কাদিয়ানী রয়েছে। এরা কেউ ভিনদেশী নয়। সবাই বাংলাদেশী। এই বাংলামাটির সন্তান। সবাই আমাদেরই ঈমানদার ভাই ছিল। কিন্তু আজ তারা ঈমানহারা। তাদের সাধারণ সদস্য থেকে সর্বোচ্চ পদের অধিকারী, চাই সে নারী হোক কিংবা পুরুষ, যুবক হোক কিংবা বুড়ো, শিশু হোক কিংবা কিশোর সবাই 'দায়ী ইলাল কাদিয়ানিয়্যা'।

হে আবু বকরের উত্তরসূরীরা! ইতিহাসের পাতা খুলে দেখুন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশায় এবং ওফাতের পর ছোট-বড় প্রায় ৭০টি যুদ্ধে মাত্র ২৫৯ জন সাহাবায়ে কেরাম শহীদ হয়েছিলেন।

পক্ষান্তরে আকীদায়ে খতমে নবুয়্যাত হেফাযতের উদ্দেশ্যে ইসলামের প্রথম খলীফা আবু বকর রা.-এর নেতৃত্বে হাজার হাজার সাহাবায়ে কেরাম মিথ্যা নবুওয়াত দাবিদার মুসাইলামা কায্যাব ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে ইয়ামামার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে প্রায় ১২০০ সাহাবায়ে কেরাম শহীদ হয়েছিলেন। তন্মধ্যে প্রায় ৭০০ এর মতো হাফেযে কুরআন ও কারী সাহাবা ছিলেন। (তারীখে ইবনে জারীর তাবরী ৩/৩০০, শরহুত ত্বীবী ৫/১৭০০।)

কোথায় ২৫৯ জন আর কোথায় ১২০০! কোথায় ১টি যুদ্ধ আর কোথায় ৭০টি! কী সুবিশাল কুরবানীর মধ্য দিয়ে সাহাবায়ে কেরাম আকীদায়ে খতমে নবুওয়াতকে হেফাযত করেছেন!

কিন্তু হায়! যে ১২০০ সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র জীবনের বিনিময়ে খতমে নবুওয়াতের মিনারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই পবিত্র মিনারাকে আজ কাদিয়ানীরা কালিমাময় করছে বাংলাদেশ সহ বিশ্বের ২০৬টিরও অধিক রাষ্ট্রে। আজ কোথায় আবু বকরের ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত আকীদায়ে খতমে নবুওয়াত হেফাযতের সৈনিকেরা?

জেগে ওঠো হে বীর সেনানীরা! আর কত কাল ঘুমাবে বল? আর কত কাল বেহুশ থাকবে বল! আর কত কাল বেখবর থাকবে বল? কমপক্ষে মক্কী যিন্দেগীর মতো দায়ীর ভূমিকা নিয়ে নিরব আন্দোলনে নেমে পড়।

অর্থাৎ উম্মতের দরদ ও দায়ীয়ানা মেযাজ নিয়ে হুসনে আখলাক, হিকমত ও মাওয়ায়েযে হাসানা এবং প্রয়োজনে সর্বোত্তমপন্থায় বিতর্কের মাধ্যমে আমাদের প্রাক্তন ঈমানদার কাদিয়ানী ভাইদের "দাওয়াত ইলাল ইসলাম" পেশ করার মাধ্যমে ফিরানোর চেষ্টা কর। আর সাধারণ মুসলমানদেরকে তাদের আসলরূপ ও ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন কর।

তাই প্রত্যেকেই যার যার অবস্থান থেকে বিশেষত শ্রদ্ধেয় খতীব, ইমাম, মুয়াযযিন, ওয়ায়েয, উস্তাদ, মুবাল্লিগ ও প্রিয় তালেব ইলম ভাইয়েরা একটু সজাগ হোন, নিজ নিজ ঈমানী দায়ীত্ব পালন করুন।

সবচেয়ে ভয়াবহ ফেতনা ও ফযীলত

ইমাম আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী রাহ. বলেছেন, এই উম্মতের মধ্যে কাদিয়ানী ফেতনার চেয়ে ভয়াবহ কোন ফেতনা সৃষ্টি হয়নি। এর মোকাবেলায় সর্বশক্তি নিয়োগ করে মুসলমানদের ঈমান রক্ষার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। এটি এমন এক জিহাদ, যার বদলা নিশ্চিত জান্নাত। (আল-উসূলুয যাহাবিয়্যা ফীর রদ্দে আলাল কাদিয়ানিয়্যা পৃ. ৩৩।)

তিনি আরো বলতেন, মিথ্যা নবুওতের দাবিদারদের কুফরী, ফেরআওনের কুফরী থেকেও বড়। (ইহতিসাবে কাদিয়ানিয়্যাত ২/১১।)

আল্লামা ইউসুফ বানূরী রাহ. বলেন, কাদিয়ানী ফেতনার কারণে কাশ্মীরী রাহ.এর ছয় মাস পর্যন্ত ঘুম হয়নি। এবং কাশ্মীরী রাহ. বলেছেন, যারা আমার কাছে হাদীস পড়েছ, সবাইকে আমি ওসীয়ত করছি, তারা যেন কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি ব্যয় করে। (প্রাগুক্ত ১৬/২৮৯।)

আল্লামা ইদরিস কান্ধলভী রাহ. বলেন, কোন মুসলমানকে যেভাবে উপযুক্ত কারণ ছাড়া কাফের বলা কুফরী, তেমনিভাবে কোন কাফেরকে যথাযথ কারণ থাকার পরও মুসলমান মনে করাও কুফরী।

আর যেভাবে মুসায়লামা কাযযাবকে মুসলমান মনে করা কুফরী, তদ্রূপ মুসায়লামায়ে পাঞ্জাব মির্যা কাদিয়ানীকেও মুসলমান মনে করা কুফরী। উভয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। বরং দ্বিতীয়টা প্রথমটার চেয়ে অনেক ভয়ঙ্কর। (প্রাগুক্ত ২/৩৫৩।)

শায়খুত তাফসীর হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী রাহ. বলতেন, খতমে নবুওয়াতের মুবাল্লিগ ও কর্মীরা বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। (কাদিয়ানিউ সে ফায়সালা কুন মুনাযেরে পৃ. ১৫৯।)

ছেলে মায়ের কোলেই ফিরেছে

১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধের আগ পর্যন্ত কাদিয়ানীদের প্রধান কেন্দ্র ছিল ভারতের 'কাদিয়ান'। যুদ্ধের পর তাদের কেন্দ্র পাকিস্তানের 'চনাব নগর' (সূরা মুমিনের ৫০ নং আয়াতের অর্থ বিকৃত করার জন্য) যার নাম দিয়েছে তারা 'রাবওয়া'য় স্থানান্তরিত করে। ১৯৮৪ সালের ২৬ই এপ্রিল তাদের বিরুদ্ধে অর্ডিনেন্স (যাতে ছিল, নিজেদের

মুসলমান ও তাদের উপাসনালয়কে মসজিদ বললে এত এত বছরের জেল ইত্যাদি।) জারি হওয়ার পর তাদের কেন্দ্র 'লন্ডনে' স্থানান্তর করে। আর লন্ডনের বৃটিশরাই একসময় তাদেরকে ভারতবর্ষে জন্ম দিয়েছিল। (পূর্বে আলোচনা হয়েছে) এখন তাদের কাছেই ফিরে গিয়েছে। সুতরাং ছেলে মায়ের কোলেই ফিরেছে। এটা আমাদের আকাবিরদের মেহনতেরই ফল।

মুহাম্মাদে আরাবীর সন্তানদেরই বিজয় হবে

হযরত মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানভী রাহ. বলেন, আমরা কমপক্ষে এতটুকু তো করতে পারি যে, কাদিয়ানীদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করি। সর্বমহলে সর্বদিক থেকে তাদেরকে বয়কট করি। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা তাদেরকে মায়ের ঘরে পৌঁছে দিয়েছি। বৃটিশরা হলো তাদের মা। লন্ডনে তারা মায়ের কোলে আশ্রয় নিয়েছে।

যেমনিভাবে পাকিস্তানে কাদিয়ানীদের বাস্তব চেহারা প্রকাশ পেয়ে গেছে। তারা মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য হয়েছে। ইনশাআল্লাহ, সারা দুনিয়ার সামনে একেক করে তাদের বাস্তব চেহারা প্রকাশিত হয়ে যাবে এবং একদিন সারা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে এই বাস্তবতা সকলের সামনেই বিকশিত হবে যে, কাদিয়ানীরা মুসলমান নয়; বরং তারা হলো ইসলামের গাদ্দার। মুহাম্মাদে আরাবীর গাদ্দার। শুধু তাই নয়; বরং তারা গোটা মানবতার গাদ্দার।

ইনশাআল্লাহ, একদিন এমন আসবে, যেদিন পুরো বিশ্বে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন হবে। অবশেষে মুহাম্মাদে আরাবী ও তাঁর প্রকৃত সন্তানদেরই বিজয় হবে। আমীন! (তোহফায়ে কাদিয়ানিয়্যাত খণ্ড ৩।)

আপনি কাকে সহযোগিতা করছেন?

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"সৎকর্মে একে অন্যকে সাহায্য কর; পাপকাজে সহযোগিতা করো না।" (সূরা মায়েদা ২) তাই আমাদের প্রতিটি কাজে লক্ষ রাখা দরকার, যেন পাপকাজে সহযোগিতা না হয়। কাদিয়ানী জামা'তের মধ্যে একটি নিয়ম আছে, প্রত্যেক আহমদী দাবিদারকে তার আয় ও সম্পত্তির দশ ভাগের এক ভাগ এবং অন্যান্য চাঁদা দিয়ে তাদের ধর্মমত প্রচারে অংশ নিতে হয়।

কাজেই যে সমস্ত কোম্পানীর মালিক কাদিয়ানী (যেমন 'আর এফ এল' ও 'প্রাণ'-এর সকল পণ্য) তারা আয়ের দশমাংশ এবং অন্যান্য চাঁদা দিয়ে কাদিয়ানী ধর্মমত প্রচারে অংশ নিচ্ছে। এখন আমরা যদি তাদের পণ্য ক্রয় করি, তাহলে আমরাও কাদিয়ানী ধর্মমত প্রচারে সহযোগিতা করলাম। আল্লাহ্ তাআলা সবাইকে হেফাযত করুন। আমীন! তাছাড়া এরা এমন একটি দল, যাদের সাথে সর্বক্ষেত্রে বয়কট করা জরুরী।

এবার কাদিয়ানীদের লিফলেট ও মূলদাবি এবং তাদের কিছু বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা তুলে ধরা হল।

দাবির মূল ভিত্তি ঈসা আ.-এর মৃত্যু!

তাদের লিফলেটে রয়েছে, "আমাদের দাবির মূল ভিত্তি হচ্ছে হযরত ঈসা আ.-এর মৃত্যু"। এভাবে তাদের বিতর্কের প্রধান বিষয় হল, ঈসা আ. এখনও জীবিত আছেন, নাকি মৃত্যুবরণ করেছেন।

অথচ তাদের নেতা মির্যা সাহেব এ সম্পর্কে কী বলেছেন, তা দেখুন–

১. এই বিষয়টি জানা উচিৎ যে, ঈসা আ.-এর অবতরণের বিষয়টি এমন কোন আকীদা নয়, যা আমাদের ঈমানের কোন অংশ বা দীনের কোন রুকন; বরং এটা তো (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) অনেক ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্য থেকে একটি ভবিষ্যদ্বাণী। ইসলামের হাকীকতের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এই ভবিষ্যদ্বাণী বলার পূর্বে ইসলাম যেমন অপূর্ণ ছিল না, তেমনি বলার পর ইসলাম পূর্ণ হয়েছে এমনও নয়। (রূহানী খাযায়েন ৩/১৭১)

روحانی خزائن جلد۳ ۱۷۱ ازالۂ اوہام حصہ اول

اول تو یہ جاننا چاہیئے کہ مسیح کے نزول کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو ہماری ایمانیات کی
کوئی جُز یا ہمارے دین کے رُکنوں میں سے کوئی رُکن ہو بلکہ صد ہا پیشگوئیوں میں سے یہ ایک
پیشگوئی ہے جس کو حقیقت اسلام سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ جس زمانہ تک یہ پیشگوئی بیان نہیں کی
گئی تھی اُس زمانہ تک اسلام کچھ ناقص نہیں تھا اور جب بیان کی گئی تو اس سے اسلام کچھ کامل
نہیں ہو گیا اور پیشگوئیوں کے بارہ میں یہ ضروری نہیں کہ وہ ضرور اپنی ظاہری صورت میں

২. (দ্র. আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত 'আহমদী ও গয়ের-আহমদীতে পার্থক্য' পৃ. ১, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, মে ২০০৯।)

একটি পৃথক জামা'ত সৃষ্টির কারণ

গতকাল আমি শুনেছিলাম, জনৈক ব্যক্তি বলেছিলেন, এই সম্প্রদায় এবং অন্যান্যদের মধ্যে শুধু এ ছাড়া আর কোন পার্থক্য নেই যে, এরা ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুতে বিশ্বাসী, ওরা ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুতে বিশ্বাসী নয়; অবশিষ্ট সকল করণীয় বিষয় যথা: নামায, রোযা, যাকাত এবং হজ একই। অতএব বুঝা উচিত, একথা সত্য নয়– শুধু ঈসার জীবিত থাকার ভ্রান্তি দূর করার জন্য পৃথিবীতে আমার আগমন। যদি মুসলমানদের শুধু এই একটি ভ্রান্তিই থাকত তাহলে শুধু এর জন্য বিশেষ করে কোন এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করার প্রয়োজন ছিল না এবং একটি পৃথক জামা'ত সৃষ্টিরও প্রয়োজন ছিল না। আর এ জন্য এত হৈ-চৈ এরও প্রয়োজন হতো না। এই ভ্রান্তি প্রকৃতপক্ষে আজ থেকে নয় বরং আমরা জানি যে, আঁ-হযরত (সা.)-এর আবির্ভাবের অল্পকাল পরই এটি প্রসার লাভ করে। এমনকি কতিপয় বিশেষ ব্যক্তি, আওলিয়া এবং আহ্‌লুলাহরও এই ধারণা ছিল। যদি এটি কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতো তাহলে খোদাতা'লা সেই যুগেই তা দূরীভূত করে দিতেন। কিন্তু এই যুগে এমন সব কথা

৩. মসীহে মাওউদ প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে যদি কোন উম্মত এই কথা বিশ্বাস করে যে, ঈসা আ. আবার দুনিয়াতে আসবেন তার কোন গুনাহ হবে না। এটা শুধু ইজতেহাদী ভুল, যা ইসরাইলী কোন কোন নবীর ভবিষ্যদ্বাণী বুঝার ক্ষেত্রেও হয়েছে। (রূহানী খাযায়েন ২২/৩২, টীকা)

مسیح موعود کے ظہور سے پہلے اگر اُمّت میں سے کسی نے یہ خیال بھی کیا کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا
میں آئیں گے تو ان پر کوئی گناہ نہیں صرف اجتہادی خطا ہے جو اسرائیلی نبیوں سے بھی بعض
پیشگوئیوں کے سمجھنے میں ہوتی رہی ہے۔منہ

৪. আমাদের এটা কখনোই উদ্দেশ্য নয় যে, ঈসা আ. এর জীবন-মৃত্যু নিয়ে ঝগড়া করব। এটা তো একটি তুচ্ছ বিষয়। (মালফূযাত ২/৭২, নতুন এডিশন ১/৩৫২।)

تزکیہ نفس کا علم حاصل کرو کہ ضرورت اسی کی ہے۔ ہماری یہ غرض ہرگز نہیں کہ مسیح کی وفات حیات پر جھگڑے اور
مباحثہ کرتے پھرو۔ یہ ایک ادنیٰ سی بات ہے۔ اسی پر بس نہیں ہے۔ یہ تو ایک غلطی تھی، جس کی ہم نے اصلاح کر دی،

মির্যা কাদিয়ানী সাহেবের উল্লিখিত বক্তব্যগুলো সকল কাদিয়ানীকে ডেকে ডেকে বলছে, ঈসা আ. এর জীবন ও অবতরণ তেমন কোন জরুরী বিশ্বাস নয় এবং মূল ইসলামের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

কিন্তু যে বিষয় নেতার কাছে না ঈমান ও দীনের কোন অংশ, না ইসলামের হাকীকতের সাথে এর কোন সম্পর্ক এবং যা নিয়ে আলোচনায় জড়াতে নিষেধ করেছেন, সেটাই অনুসারীদের প্রধান আলোচ্য বিষয় এবং এটাই দাবির মূল ভিত্তি!

দ্বিতীয়ত: তবে কেউ যদি বলেন, বিষয়টি ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত। কারণ মির্যা সাহেব লিখেছেন,

فمن سوء الأدب أن يقال: إن عيسى ما مات وإن هو إلا شرك عظيم.

"ঈসা মরে নাই বলা বড় ধরণের শিরিক।" (রূহানী খাযায়েন ২২/৬৬০)

তাহলে প্রথম প্রশ্ন হল, যা ঈমান ও দীনের কোন অংশ নয় এবং ইসলামের হাকীকতের সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই, তা শুধু শিরিক নয় বরং বড় ধরণের শিরিক কী করে হয়? আবার যেটা বড় ধরণের শিরিক হয় তা ঈমান ও দীনের কোন অংশ হবে না কেন?

এতে প্রমাণিত হয়, মির্যা সাহেব হয়তো প্রথমটি সত্য বলেছেন এবং দ্বিতীয়টি মিথ্যা বলেছেন, অথবা দ্বিতীয়টি সত্য বলেছেন এবং প্রথমটি মিথ্যা বলেছেন। উভয়টা কখনো সত্য পারে না। কাজেই যে কোন একটা সত্য হলে অন্যটা অবশ্যই মিথ্যা হবে। আর কোন মিথ্যুক তো নবী হতে পারে না।

কারো প্রশ্ন হতে পারে, এমনও তো হতে পারে যে, প্রথমটির সময় তা সত্য ছিল, পরবর্তী সময় প্রথমটি রহিত হয়ে দ্বিতীয়টির বিধান চালু হয়েছে।

এর উত্তর হল, আমলের বিধানে এমন হতে পারে; কিন্তু আকীদার বিধানে এর কোন সুযোগ নেই। বিশেষত বিষয়টি যদি শিরিকের সাথে

সম্পর্ক যুক্ত হয়। এ কারণেই সকল নবী-রাসূলের আমলের বিধানে ভিন্নতা থাকলেও আকীদা সকলের এক ও অভিন্ন। (সূরা শূরা ১৩; বুখারী হা. ৩৪৪৩।)

এর কারণ হচ্ছে, আকীদা হল একটি সংবাদকে বিশ্বাস করা, আর সংবাদ এক রকমই হয়ে থাকে। আর বিভিন্ন রকম হলে একটা সত্য হবে, বাকিগুলো মিথ্যা হবে।

তদ্রূপ ঈসা আ. দুনিয়া থেকে চলে যাবার পর হয় তিনি মারা গেছেন, না হয় জীবিত আছেন। যদি তিনি মারা গেছেন হয়, তাহলে দুনিয়া থেকে চলে যাবার পর থেকেই হবে এবং জীবিত থাকার সংবাদ মিথ্যা হবে, (যা মির্যা সাহেব প্রথমে বলেছেন) আর যদি জীবিত আছেন হয়, তাও একই সময় থেকে হতে হবে এবং মারা যাওয়ার সংবাদ মিথ্যা হবে।

তৃতীয়ত: মির্যাপুত্র তাদের দ্বিতীয় খলীফা বশীরুদ্দীন মাহমুদ বলেছেন, "মির্যা সাহেব নিজে ঈসা হওয়ার পরও ১০ বছর পর্যন্ত ঈসা আ. আসমানে জীবিত আছেন মনে করতেন।" (দ্র. আনওয়ারুল উলূম ২/৪৬৩।)

مشرکانہ ہے۔ حتیٰ کہ حضرت مسیح موعود باوجود مسیح کا خطاب پانے کے دس سال تک یہی خیال کرتے
رہے کہ مسیح آسمان پر زندہ ہے۔ حالانکہ آپ کو اللہ تعالیٰ مسیح بنا چکا تھا جیسا کہ براہین کے الہامات

এটা তো তিনি নিজে ঈসা হওয়ার পরের হিসাব। কিন্তু তার পুরো জীবনের বয়স হিসেবে তিনি জীবনের ৫২ বছর পর্যন্ত ঈসা আ. জীবিত থাকার প্রবক্তা ছিলেন। কেননা তিনি নিজে ঈসা হওয়ার দাবি করেছেন ১৮৯১ ঈসায়ীতে। এখন ঈসা আ. না মরে জীবিত থাকার আকীদা যদি বড় ধরণের শিরিক হয়, তাহলে কি মির্যা সাহেব ৫২ বছর ধরে বড় মুশরিক ছিলেন?

আরো বড় প্রশ্ন হল, কোন সাধারণ মুশরিক কি নবী হতে পারে? আর যিনি ৫২ বছর ধরে বড় মুশরিক ছিলেন, তিনিও কি নবী হতে পারে??

এ সম্পর্কে আরো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এ বইয়ের শেষে মুনাযারা বা বিতর্ক পর্বে রয়েছে।

নিম্নে হযরত ঈসা আ. বা প্রতিশ্রুত মাসীহ ও মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মাঝে কুরআন-হাদীসের আলোকে পার্থক্যগুলো দেখুন।

	প্রতিশ্রুত মাসীহ আ. এর নিদর্শন ও উত্তম গুণাবলী	প্রমাণ	মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর নিদর্শন ও বর্ণনা।	প্রমাণ
১	তাঁর নাম ঈসা আ.	সূরা মারয়াম ৩৪	গোলাম আহমদ	রূহানী খাযায়েন ১৩/১৬২
২	তাঁর উপনাম 'ইবনে মারয়াম'	প্রাগুক্ত	মির্যার কোন উপনাম নেই।	
৩	তাঁর সম্মানিতা মাতা 'মারয়াম'	প্রাগুক্ত	তার মাতার নাম চেরাগ-বিবি।	আহমদ চরিত পৃ. ১
৪	তিনি আল্লাহর কুদরতে পিতা বিহীন জন্মগ্রহণ করেন।	মারয়াম ২০	তার পিতার নাম গোলাম মুর্তাযা।	খাযায়েন ১৩/১৬২
৫	তাঁর মাতা শয়তানের স্পর্শ থেকে নিরাপদ ছিলেন।	সূরা আলে ইমরান ৩৬	তার মাতার এই মর্যাদা কোথা থেকে অর্জিত হবে?	
৬	ঈসা আ. এর মায়ের সাথে ফিরিশতার কথোপকথন।	আলে ইমরান ৪২	মির্যা সাহেবের মায়ের সাথে ফিরিশতার কথা না বলার বিষয়টি সকলেরই জানা।	
৭	তাঁর মা সমকালীন সমস্ত মহিলা অপেক্ষা উত্তম ছিলেন।	প্রাগুক্ত	মির্যা সাহেবের মা সম্পর্কে এমন কথা কেউ বলেনি।	
৮	হযরত মারয়ামের উপর থেকে অপবাদকে দূরী করণের জন্য ঈসা আ. কোলে থাকাবস্থায় কথা বলেছেন এবং বলেছেন, আমি আল্লাহর নবী...।	সূরা মারয়াম ২৯-৩৩	মির্যা সাহেব ও তার মায়ের অবস্থা এর বিপরীত।	
৯	প্রতিশ্রুত ঈসা আ.-এর বিশেষ মু'জিযা হল, আল্লাহর হুকুমে মৃতকে জীবিত করা।	সূরা আলে ইমরান ৪৯	এত বড় সৌভাগ্য মির্যা সাহেবের কিভাবে হতে পারে, সে তো জীবিত মানুষেকে মারার চিন্তায় বিভোর ছিল, বহু লোকের মৃত্যুর জন্য বদ দোয়া ও ভবিষ্যদ্বাণী করেছে।	
১০	তিনি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে (আল্লাহর হুকুমে) ভাল করতে পারতেন।	আলে ইমরান ৪৯	মির্যা সাহেবের অবস্থা এর বিপরীত।	
১১	মাটির তৈরি চড়ুই পাখির মধ্যে আল্লাহর হুকুমে প্রাণ দিতেন।	সূরা আলে ইমরান ৪৯	এই সৌভাগ্য মির্যা সাহেবের অর্জিত হয়নি।	
১২	বনী ইসরাঈলের কাফেরদের বেষ্টনী থেকে তাকে জীবিত আসমানে উঠিয়ে নেওয়া।	আলে ইমরান ৫৫	মির্যা সাহেবের লাঞ্চনাকর মৃত্যুর কথা সকলের জানা।	
১৩	কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে তিনি দ্বিতীয়বার আসমান থেকে অবতরণ করবেন।	বুখারী ৩৪৪৮ মুসনাদুল বাযযার ৯৬৪২	মির্যা সাহেব মায়ের পেট থেকে এসেছেন।	
১৪	হযরত ঈসা আ. আসমান	মুসলিম	মির্যা সাহেব ধৃষ্টতা দেখিয়ে	

	থেকে অবতরণের সময় দুটি রঙিন পোষাক পরিহিত থাকবেন।	২৯৩৭ তিরমিযি ২২৪০	বলেছেন, এ থেকে উদ্দেশ্য হল আমার দুটি রোগ: মাথাব্যাথা ও দিনে শতবার প্রশ্রাব।	
১৫	আসমান থেকে দুই ফেরেশতার ডানার উপর ভর করে অবতরণ করবেন।	প্রাগুক্ত	মির্যা সাহেবের এই সম্মানের সাথে কোন সম্পর্ক আছে কি?	
১৬	তার অবতরণ দামেস্কে হবে।	প্রাগুক্ত	মির্যা সাহেবের সারা জীবনে দামেস্ক দেখার সুযোগই হয়নি।	
১৭	এবং দামেস্কের পূবালী সাদা মিনারার নিকট হবে।	প্রাগুক্ত	মির্যা কাদিয়ান গ্রামে একটা মিনারা বানানোর জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলো। কিন্তু মিনারা প্রস্তুত হওয়ার পূর্বেই সে মারা গেছে।	
১৮	তিনি যখন অবতরণ করবেন তখন মুসলমানরা ইমাম মাহদী রাযি. এর পিছনে নামাযের জন্য কাতার সোজা করবেন।	ইবনে মাজা ৪০৭৭	মির্যা সাহেবের সাথে এমন কোন ঘটনা সংঘটিত হয়নি।	
১৯	হযরত ঈসা আ. অবতরণের পর চল্লিশ বছর জীবিত থাকবেন।	আবু দাউদ ৪৩২৪	মির্যা সাহেবের হায়াত চল্লিশ বৎসরের চেয়ে অনেক বেশী অর্থাৎ ৬৯ বৎসর ছিল।	
২০	তিনি অবতরণের পর শূলি বা ক্রুশ ধ্বংস করবেন।	বুখারী ২৪৭৬ মুসলিম ১৫৫	মির্যা সাহেবের যুগে খৃষ্টবাদের ব্যাপক উন্নতি হয়েছে।	তোহফায়ে কাদিয়ানি য়্যাত ৩/৩৮৭-৩৮৮
২১	তিনি শুকরকে হত্যা করবেন অর্থাৎ খৃষ্টধর্মের মূলোৎপাটন করবেন।	প্রাগুপ্ত	"" " "	"""
২২	তিনি (ফিলিস্তিনের) 'লুদ' নামক স্থানের প্রবেশদ্বারে দাজ্জালকে হত্যা করবেন।	মুসলিম ২৯৩৭ তিরমিযী ২২৪০	মির্যা সাহেব কখনো 'লুদ' শহর দেখেনি। বরং তিনি অপব্যাখ্যা করে "লুদ"কে পাকিস্তানের লুধিয়ানা শহর বলতেন।	রূহানী খাযায়েন ১৮/৩৪১
২৩	তিনি "ফাজ্জুর রওহা" নামক স্থানে তাশরীফ নিয়ে যাবেন।	মুসলিম ১২৫২	সম্ভবত মির্যা সাহেব জীবনে কখনো উক্ত স্থানে যাননি।	
২৪	তিনি হজ্জ বা উমরা কিংবা উভয়টি সম্পাদন করবেন।	প্রাগুপ্ত	আর মির্যা সাহেব উভয়টি থেকে বঞ্চিত হয়েই মারা গেছেন।	
২৫	তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র রওযায় তাশরীফ নিবেন এবং তিনি তার সালামের উত্তর দিবেন।	মুসনাদে আবী ইয়ালা ৬৫৮৪	মির্যা সাহেবের জীবনে মদিনা দেখার সৌভাগ্য হয়নি।	

২৬	তার যুগে সবকিছুতেই এত বেশি বরকত হবে যে, একটি আনার, একটি উটনীর দুধ এক জামাত মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে ও এক বকরীর দুধ এক কাফেলার জন্য যথেষ্ট হবে।	ইবনে মাজা ৪০৭৭, মুসলিম ১৫৫	মির্যা সাহেবের যমানায় এই বরকতের নাম-গন্ধও ছিল না, যা প্রত্যেকের জানা।	
২৭	তাঁর যুগে মানুষের অন্তরে কোন দুশমনি ও হিংসা বিদ্বেষ থাকবে না।	মুসলিম ১৫৫	মির্যা সাহেব মুসলমানদের অন্তরে দুশমনি, হিংসা, বিদ্বেষ উল্টো সৃষ্টি করে দিয়ে গেছেন।	
২৮	তাঁর যুগে বাঘ ছাগলের পালের সাথে এমনভাবে থাকবে, যেমন কুকুর বকরীর পালের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য থাকে।	ইবনে হিব্বান হা. ৬৮১৪	মির্যা সাহেবের যুগে এমন ঘটনা ঘটেনি।	
২৯	তাঁর সময়ে সারা দুনিয়া মুসলমান দ্বারা এমনভাবে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে যেমন পানির পাত্র পানি দ্বারা।	ইবনে মাজা ৪০৭৭	"" ""	
৩০	হযরত ঈসা আ. এর মৃত্যুর পর হুজুর স. এর রওযা মোবারক ৪র্থ কবরে তাকে দাফন করা হবে।	তবরানী কাবীর ৩৮৪, ১৪৯৬৭, তিরমিযী ৩৬১৭	তার অবস্থা তো সবারই জানা।	
৩১	তাঁর অবতরণের যুগে আল্লাহ পাক ইসলাম ছাড়া সমস্ত ধর্মকে নিঃশেষ করে দিবেন।	আবু দাউদ ৪৩২৪, ইবনে হিব্বান ৬৮১৪	মির্যা কাদিয়ানীর যুগে ইসলাম ধর্মের আরো অবনতি হয়েছে।	
৩২	তাঁর সময়ে ধন-সম্পদ এত বেশি হবে যে, ডেকে ডেকে দিতে চাইলেও কেউ গ্রহণ করবে না।	বুখারী ৩৪৪৮, মুসলিম ১৫৫	এতো অভাব ছিল যে, খোদ মির্যা সাহেব প্রতারণা করে ৫০ খণ্ডের টাকা নিয়ে ৫ খণ্ড দিয়েছে।	রূহানী খাযায়েন ২১/৯।

মির্যা সাহেবের নাম গোলাম আহমদ, পিতার নাম গোলাম মুর্তাযা এবং তার বংশ যে মোগল ছিল-এর স্ক্রীনশট:- (রূহানী খাযায়েন ১৩/১৬২, ১ম টীকা।)

اب میرے سوانح اس طرح پر ہیں کہ میرا نام غلام احمد میرے والد صاحب
کا نام غلام مرتضٰی اور دادا صاحب کا نام عطا محمد اور میرے پردادا صاحب کا نام گل محمد
تھا اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے ہماری قوم مغل برلاس ہے☆ اور میرے بزرگوں کے

একই রমযানে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ ইমাম মাহদীর সত্যতার অকাট্য প্রমাণ!

কাদিয়ানীদের লিফলেট ও প্রচারপত্রে রয়েছে, "ইমাম মাহদী আ.-এর সত্যতা সম্পর্কে হযরত রাসূল কারীম (সা.) বলেছেন,

إِنَّ لِمَهْدِيِّنَا آيَتَيْنِ لَمْ تَكُونَا مُنْذُ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، يَنْخَسِفُ الْقَمَرُ لِأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَتَنْكَسِفُ الشَّمْسُ فِي النِّصْفِ مِنْهُ، وَلَمْ تَكُونَا مُنْذُ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ.

অর্থ: 'নিশ্চয় আমাদের মাহদীর সত্যতার এমন দু'টি লক্ষণ আছে, যা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি অবধি আজ পর্যন্ত অন্য কারও সত্যতার নিদর্শন স্বরূপ প্রদর্শিত হয় নি। একই রমযানে (চন্দ্রগ্রহণের) প্রথম রাতে চন্দ্রগ্রহণ ও (সূর্যগ্রহণের) মধ্যম দিনে সূর্যগ্রহণ হবে।' (দারকুতনী এবং আরও ছয়টি প্রসিদ্ধ কিতাবে এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে।)

এসব লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে এবং ১৮৯৪ ও ১৮৯৫ সনে হাদীসে উল্লিখিত একই রমযানের নির্ধারিত তারিখে চন্দ্র-সূর্য গ্রহণও অনুষ্ঠিত হয়েছে। তখন একমাত্র হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীই প্রতিশ্রুত মাসীহ ও মাহদী হওয়ার দাবিদার ছিলেন।" (দ্র. তাদের লিফলেট)

উত্তর:

প্রথমত: এটি রাসূলের হাদীস নয়, বরং তাবেয়ী ইমাম বাকেরের বক্তব্য। এ কারণেই তাদের পরের লিফলেটগুলোতে "রাসূল কারীম (সা.) বলেছেন" কথাটি বাদ দেওয়া হয়েছে। তবে এটা যে তাবেয়ীর বক্তব্য তা বুঝতেই দেয়া হয়নি। বরং পরে "হাদীসে উল্লিখিত" শব্দ ব্যবহার করে প্রতারণার আশ্রয় নেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: এর সূত্রে দু'জন আমর বিন শিমর ও জাবের জু'ফী নামে মিথ্যুক ও অভিযুক্ত বর্ণনাকারী রয়েছে। তাই শায়খ শুয়াইব আরনাউত রাহ. বলেছেন, এটি বাতিল বক্তব্য। (সুনানে দারাকুতনী ২/৪২০)

তৃতীয়ত: তারা বলেছেন, "দারাকুতনী এবং আরও ছয়টি প্রসিদ্ধ কিতাবে এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে।" এখানে আরেক জালিয়াতি। কারণ

একমাত্র দারাকুতনী ছাড়া আর কোন হাদীসের কিতাবে এটি বর্ণিত হয়নি। প্রসিদ্ধ তো দূরের কথা, আর ছয়টির তো প্রশ্নেই আসে না।

চতুর্থত: বক্তব্যটির ভাষ্য হচ্ছে, "এমন গ্রহণ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি অবধি আজ পর্যন্ত প্রদর্শিত হয়নি।" অথচ (তাদের ব্যাখ্যানুযায়ী) এমন গ্রহণ মির্যা সাহেবের পূর্বের ৪৫ বছরে তিন বার প্রদর্শিত হয়েছে। (দ্র. Use of the Globes) আর ১৮৯৪ সনে এমন গ্রহণ আমেরিকাতেও হয়েছিল। তখন এতে মাস্টার দূয়ী প্রতিশ্রুত মাসীহ হওয়ার দাবিদার ছিলেন। (আরো জানতে দেখুন, রদ্দে কাদিয়ানিয়্যাত কী যিররী উসূল, চিনূটী পৃ. ১৪৭)

নিম্নে ইমাম মাহদী রা. ও মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মাঝে হাদীসের আলোকে পার্থক্যগুলো দেখুন।

ক্রমিক নং	প্রতিশ্রুত মাহদী রা. এর নিদর্শন ও গুণাবলী	প্রমাণ	মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর পরিচয় ও বিবরণ	প্রমাণ
১	তাঁর নাম ও নবীজি ﷺএর নাম একই হবে (অর্থাৎ মুহাম্মাদ হবে)।	আবু দাউদ ৪২৮২, তিরমিযী ২২৩০, ২২৩১	তার নাম গোলাম আহমদ।	রূহানী খাযায়েন ১৩/১৬২
২	তাঁর পিতার নাম ও নবীজির পিতার নাম একই (আব্দুল্লাহ) হবে।	আবু দাউদ ৪২৮২	তার পিতার নাম গোলাম মুর্তাযা।	প্রাগুক্ত
৩	তিনি নবীজির বংশধর হবেন। অর্থাৎ ফাতেমা রা.-এর সন্তানদের মধ্য থেকে হবেন।	আবু দাউদ ৪২৮২, ৪২৮৪, ইবনে মাজা ৪০৮৬	সে ছিল মোঘল বংশীয়।	প্রাগুক্ত
৪	তিনি প্রশস্থ, উজ্জল ও আলোকিত চেহারার অধিকারী হবেন।	আবু দাউদ ৪২৮৫	তার চেহারা এমন ছিল না।	
৫	তিনি মক্কা থেকে মদীনায় আসবেন	আবু দাউদ ৪২৮৬	তিনি কখনো মক্কা-মদীনা যাননি।	
৬	অতঃপর মক্কায় লোকেরা তাঁর কাছে বাইয়াত হবে।	" " "	" " "	
৭	তিনি আরবের অধিপতি হবেন।	আবু দাউদ ৪২৮২, তিরমিযী ২২৩০	তিনি কখনো আরবেই যাননি।	

৮	তিনি পৃথিবীকে ন্যায় ও ইনসাফে ভরে দিবেন, যেভাবে (তিনি আসার পূর্বে পৃথিবী) জুলুম ও অত্যাচারে ভরপুর ছিল।	আবু দাউদ ৪২৮৩, মুসনাদে আহমদ ১১২২৩	তিনি আসার পর জুলুম-অত্যাচার আরো বেড়ে গেছে।	
৯	তিনি এভাবে পৃথিবীতে সাত বা নয় বছর বেঁচে থাকবেন।	আবু দাউদ ৪২৮৬, ইবনে মাজা ৪০৮৩	তিনি ইসলামী খেলাফতই প্রতিষ্ঠা করেননি, এগুলো তো পরের কথা।	
১০	যমীন কোন প্রকার শস্য-ফল বাকি রাখবে না সবগুলো বের করে দিবে এবং সম্পদ ও পশু ইত্যাদির পরিমাণ বেড়ে যাবে। অর্থাৎ তখনকার লোকেরা এত বেশি নেআমত লাভ করবে, যা পূর্ববর্তীরা পাননি।	মুসতাদরাকে হাকিম ৮৬৭৩, ইবনে মাজা ৪০৮৩	তার যুগে এমন কিছু হয়নি।	
১১	এক লোক বলবে, হে মাহদী! আমাকে দান করুন! অতঃপর মাহদী তার কাপড়ে এত বেশী দান করবেন যে, সে তা বহন করতে পারবে না (এতে বুঝা যায়, সম্পদের প্রাচুর্য ও তার দানশীলতা কেমন হবে।)	তিরমিযী ২২৩২, মুসনাদে আহমদ ১১১৬৩	তার এত অভাব ছিল যে, তিনি বিভিন্ন সময় চাঁদার ইশতিহার দিয়ে মানুষদের থেকে টাকা নিতেন।	
১২	ঈসা আ. অবতরণের পর ইমাম মাহদী রা.-এর পিছনে নামায পড়বেন।	মুসলিম হা. ২৪৭, ইবনে মাজা ৪০৭৭	তিনি তো একাই ঈসা ও মাহদী হওয়ার দাবি করে বসেছেন!	

এ সম্পর্কে আরো আলোচনা এ বইয়ের শেষে মুনাযারা বা বিতর্ক পর্বে রয়েছে।

আগমনকারী ইমাম মাহ্দীর-ই আরেক নাম ঈসা ইবনে মরিয়ম!

কাদিয়ানীদের লিফলেটে আরও রয়েছে, "মহানবী (সা.) স্পষ্টভাবে বলেছেন, وَلَا الْمَهْدِيُّ إِلَّا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ.

অর্থ: 'প্রতিশ্রুত মাহ্দী (আ.) আগমনকারী ঈসা ঈবনে মরিয়ম ছাড়া অন্য কেউ নন।' (ইবনে মাজা)" (দ্র. তাদের লিফলেটে)

অর্থাৎ উক্ত হাদীস উল্লেখ করে তারা বুঝাতে চাচ্ছেন, ইমাম মাহদী ও ঈসা ঈবনে মারয়ম আলাদা দুইজন নন, বরং একই ব্যক্তি। আর তিনি হলেন মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী।

উত্তর:

প্রথমত: এটি দুর্বল ও মুনকার হাদীস।

মোল্লা আলী কারী রহ. এই হাদীস সম্পর্কে লিখেন,

اعلم أن حديث: لا مهدي إلا عيسى بن مريم ضعيف باتفاق المحدثين، كما صرح به الجزري.

"হাদীসটি মুহাদ্দিসীনদের সর্বসম্মতিক্রমে যয়ীফ তথা দুর্বল। যেমনটি জাযারী রহ. বলেছেন।" (মিরকাতুল মাফাতীহ ৯/৩৬৪।)

হাদীস শাস্ত্রের প্রখ্যাত ইমাম যাহাবী রহ. 'মিযানুল ই'তিদাল' ৩/৫৩৫ গ্রন্থে বলেন, "এটি মুনকার তথা অগ্রহণযোগ্য হাদীস।"

দ্বিতীয়ত: মাহদী ও ঈসা ইবনে মারয়াম একই ব্যক্তি হওয়াটা সহীহ ও মুতাওয়াতির হাদীসসমূহের সাথে সাংঘর্ষিক। কেননা বুখারী-মুসলিম ও মুসনাদুল বাযযার এর হাদীসে এসেছে, "ঈসা ইবনে মারয়াম আসমান থেকে অবতরণ করবেন।" (সামনে ১২৯ নং পৃষ্ঠা দেখুন।)

পক্ষান্তরে ইমাম মাহদীর বিষয়ে রয়েছে, "তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বংশে জন্মগ্রহণ করবেন।" (আবু দাউদ ৪২৮২; তিরমিযী ২২৩০।)

তৃতীয়ত: সহীহ হাদীসে এসেছে,

عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ينزل عيسى بن مريم، فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بنا، فيقول: لا، إن بعضهم أمير بعض تكرمة الله لهذه الأمة". أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده، قال ابن القيم بعد أن أورده في كتابه المنار المنيف ٣٣٨ بسنده ومتنه: "وهذا إسناد جيد".

"ঈসা ইবনে মারয়াম (আসমান থেকে) অবতরণ করবেন। অতঃপর তাদের (এ উম্মতের) আমীর 'মাহদী' তাঁকে নামায পড়াতে বলবেন। তখন তিনি আল্লাহ প্রদত্ত এই উম্মতের সম্মানার্থে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবেন।"

এই হাদীস থেকে দুটি বিষয় প্রমাণিত হয়: ১. ঈসা ইবনে মারয়াম ও ইমাম মাহদী ভিন্ন ভিন্ন দুই ব্যক্তি। ২. মাহদী রা. এ উম্মত থেকেই হবে, কিন্তু ঈসা আ. এ উম্মত থেকে হবেন না।

হাফেজুল হাদীস ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. কাদিয়ানীদের পেশকৃত হাদীসটির খণ্ডনে নকল করেন,

وقال أبو الحسن الآبري في مناقب الشافعي: تواترت الأخبار بأن المهدي من هذه الأمة وأن عيسى يصلي خلفه، ذكر ذلك ردا للحديث الذي أخرجه ابن ماجه عن أنس وفيه: "ولا مهدي إلا عيسى".

"আবুল হাসান আবুরী বলেছেন, মুতাওয়াতির হাদীস তথা অকাট্যভাবে একথা প্রমাণিত যে, মাহদী এই উম্মত থেকে হবেন। আর ঈসা আ. তার পিছনে নামায পড়বেন।" (ফাতহুল বারী ৬/৩৫৮)

এভাবে মোল্লা আলী কারী রহ. **الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة** গ্রন্থে (পৃ. ৪৫৯) বলেন,

قال بعد أن ذكر فضائل بيت المقدس: "وكذا ثبت أن المهدي مع المؤمنين، يتحصنون به من الدجال، وأن عيسى ﷺ ينزل من منارة مسجد الشام..، ويدخل المسجد وقد أقيمت الصلاة، فيقول المهدي: تقدم يا روح الله، فيقول: إنما هذه الصلاة أقيمت لك، فيتقدم المهدي ويقتدي به عيسى ﷺ إشعارًا بأنه من جملة الأمة، ثم يصلي عيسى ﷺ في سائر الأيام".

আল্লামা কাযী শওকানী রাহ. **التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي والدجال والمسيح** গ্রন্থে বলেন,

فتقرر بجميع ما سقناه أن الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة، والأحاديث الواردة في الدجال متواترة والأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه السلام متواترة.

"এ বিষয়টি প্রমাণিত যে, মাহদীর আলোচনা সংক্রান্ত হাদীসসমূহ

মুতাওয়াতির পর্যায়ের। এভাবে ঈসা আ. এর অবতরণ সম্পর্কীয় হাদীস সমূহও একই ধরণের।”

অনুরূপ শায়খ কাত্তানী রাহ.ও **نظم المتناثر من الحديث المتواتر** গ্রন্থে বলেছেন।

সুতরাং ঈসা ইবনে মারয়াম আ. ও ইমাম মাহদী রা. ভিন্ন ভিন্ন দুই ব্যক্তি হওয়াটা অকাট্যভাবে প্রমাণিত।

চতুর্থতঃ স্বয়ং মির্যা কাদিয়ানীও বলেছেন, মাহদী ও ঈসা দুই ব্যক্তি। যেমন তিনি লিখেন, “প্রতিশ্রুত ঈসা, মাহদী ও দাজ্জাল তিনোজন পূর্বাঞ্চলেই আত্মপ্রকাশ করবেন।” (রূহানী খাযায়েন ১৭/১৬৭, ৫নং লাইন।)

مسیح موعود اور مہدی اور دجّال تینوں مشرق میں ہی ظاہر ہوں گے اور وہ ملک ہند ہے۔

এখানে তিনজন শব্দ থেকেই বুঝা যাচ্ছে, ঈসা ও মাহদী ভিন্ন দুই ব্যক্তি। যদি একই ব্যক্তি হতো, তবে দাজ্জালসহ দুই জন বলা দরকার ছিল। সুতরাং প্রমাণিত হল, ঈসা আ. ও মাহদী রা. দু’জন আলাদা ব্যক্তি।

সংখ্যা বিভ্রাটঃ দাদার অনুসরণে নাতি!

কাদিয়ানী জামা’তের চতুর্থ খলীফা মির্যা তাহের ১৯৯৩ সাল থেকে ২০০২ পর্যন্ত প্রতি বছর লন্ডনে তাদের বার্ষিক জলসায় ঘোষণা করত, এই বছর এত লোক কাদিয়ানী ধর্মমত গ্রহণ করেছে। যেমন ১৯৯৩ সালে ২ লক্ষ ৪ হাজার ৩০০ আট জন। ১৯৯৪তে ৪ লক্ষ ২১ হাজার ৭০০ তিপ্পান্ন জন। ১৯৯৫তে ৮ লক্ষ ৪৭ হাজার ৭০০ পঁচিশ জন। ১৯৯৬তে ১৬ লক্ষ ২ হাজার ৭০০ একুশ জন। ১৯৯৭তে ৩০ লক্ষ ৪ হাজার ৫০০ পঁচাশি জন। ১৯৯৮তে ৫০ লক্ষ ৪ হাজার ৫০০ একানব্বই জন। ১৯৯৯ সালে ১ কোটি ৮ লক্ষ ২০ হাজার ২০০ ছাব্বিশ জন। ২০০০ সালে ৪ কোটি ১৩ লক্ষ ৮ হাজার ৯০০ পচাঁত্তর জন। ২০০১এ ৮ কোটি ১০ লক্ষ ৬ হাজার ৭০০ একুশ জন। ২০০২ সালে ২ কোটি ৬ লক্ষ ৫৪ হাজার লোক।

তাহলে দশ বছরে নতুনভাবে কাদিয়ানী ধর্মমত গ্রহণকারীর মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬ কোটি ৪৮ লক্ষ ৭৫ হাজার ৬০০ পাঁচ জন। আর এর পূর্বে কতজন আহমদী হয়েছে, তার কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য তারা কখনো প্রকাশ করেনি।

কিন্তু উল্লিখিত তথ্যে যে সত্যের লেশমাত্র নেই, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এটা সম্ভবত মির্যা কাদিয়ানীর বক্তব্য “ইংরেজদের আনুগত্যের পক্ষে এত বই ও প্রচারপত্র লিখেছি যে, ৫০টি আলমারি ভরে যেতে পারে।” (রূহানী খাযায়েন ১৫/১৫৫)-এরই মতো।

কেননা মির্যা সাহেবের যে সমস্ত বই, বয়ান ও প্রচারপত্র ইত্যাদি ছেপেছে, এতে ১ আলমারিও ভরে না; ৫ তো অনেক দূরের কথা, ৫০ এর তো প্রশ্নেই আসে না! তাই বলা যায়, এটি নতুন কিছু নয়, বরং দাদার অনুসরণ নাতি করেছে।

আর এটা যে মিথ্যা তথ্য, তা পঞ্চম খলীফা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি ২০০৩ সালে কোটি থেকে নেমে ঘোষণা করলেন, ৮ লক্ষ ৯২ হাজার ৪০০ তিন জন। ২০০৯ সালে আরো অর্ধেক কমে সংখ্যা দাঁড়াল, ৪ লক্ষ ১৬ হাজার দশ জন! (কামিয়াব মুনাযারা, মাতীন খালেদ পৃ. ২২০-২২১।)

সস্তা সহানুভূতি আদায়ের কৌশল

কাদিয়ানীরা বলে থাকে, “আমরা কালিমা পড়ি এবং নামায-রোযা আদায় করি। এরপরও আমাদের কাফের বলা হয় কেন?” এটি তাদের প্রতারণার একটি কৌশল। যাতে লোকদের সস্তা সহানুভূতি পাওয়া যায়। কেননা তাদেরকে তো নামায-রোযা পালনের কারণে কাফের বলা হয় না, বরং তারা মিথ্যাবাদীকে নবী মানার কারণে কাফের বলা হয়।

তাছাড়া মুসলমানরা হয়ত কয়েক লক্ষ (আনুমানিক সংখ্যা) কাদিয়ানীকে অমুসলিম ও কাফের বলছে। অথচ মির্যা কাদিয়ানী সাহেব ‘আহমদী’ ছাড়া বাকি কোটি কোটি মুসলমানকে জাহান্নামী ও কাফের বলেছেন! (দ্র. তাযকেরা পৃ. ২৮০ ও ৫১৯)

অন্যত্র বলেছেন, ‘যারা তার বিরোধী তারা খৃস্টান, ইহুদী ও মুশরিক’। (রূহানী খাযায়েন ১৮/৩৮২)

বরং তাদের দ্বিতীয় খলীফা মির্যাপুত্র লিখেছেন, “যারা মির্যা কাদিয়ানীর নাম পর্যন্ত শুনে নাই তারাও কাফের।” (আইনায়ে সাদাকত পৃ. ৩৫ ও আনওয়ারুল উলূম ৬/১১০, এগুলোর স্ক্রীনশট বইয়ের শুরুতে রয়েছে।)

আমাদের কিছু জিজ্ঞাসা

কাদিয়ানী বা আহমদী দাবিদার ভাই-বোনের কাছে আমাদের কিছু জিজ্ঞাসা।

১. কোন নবী বা প্রতিশ্রুত মাসীহ ও মাহদী কি গালিগালাজ ও অসভ্য ভাষায় কথা বলতে পারে?

২. কোন নবুওয়াতের দাবিদার কি হিন্দুদের শ্রী কৃষ্ণ হওয়ার দাবি করতে পারে?

৩. প্রতিশ্রুত মাসীহ ও মাহদী কি কুরআন-হাদীসের নামে মিথ্যাচার করতে পারে?

৪. কোন নবী কি আরেক নবীর অসম্মান ও অবমাননা করতে পারে?

৫. কোন নবী কি মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে?

৬. কোন নবী কি উম্মতের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করতে পারে?

৭. কোন নবীর ওহী ও ইলহামের ভাষা কি স্বজাতির ভাষা ছাড়া হতে পারে?

৮. কোন নবী কি লেখক হতে পারে?

৯. কোন নবী কি ৫ ও ৫০-এর মধ্যে শূন্যের পার্থক্যের কথা বলে প্রতারণা করে হারাম খেতে পারে?

১০. কোন নবী কি অমুসলিম ও জালেম ইংরেজদের রোপনকৃত চারা ও একান্ত হিতাকাঙ্খী হতে পারে?

১১. কোন নবী কি তার খোদা সম্পর্কে রুচীহীন ও অশালীন মন্তব্য করতে পারে?

১২. কোন নবীর ফেরেশতার নাম কী 'টিচী' ছিল?

১৩. কোন নবী কি উম্মতের কাছে পরীক্ষা দিতে পারে, আবার পরীক্ষা দিয়ে ফেলও করতে পারে?

১৪. কোন নবী কি সফরকে চতুর্থ মাস এবং সপ্তাহের চতুর্থ দিন বুধবার বলে সাধারণ বিষয়ে অজ্ঞতার পরিচয় দিতে পারে?

আলামাতে মাহদী সম্পর্কে মুনাযারা

আসরের নামায পড়ে প্রফেসর মুহাম্মাদ আসিফ সাহেব মাওলানা ফকীরুল্লাহ ওসায়া সাহেবকে সাথে নিয়ে সাঈদ কাদিয়ানীর ঘরে গেলেন। সেখানে কাদিয়ানী ও মুসলমান মিলে আট-নয় জন লোক ছিলো। যাদের অধিকাংশই প্রফেসর সাহেবের আত্মীয়স্বজন ও পরিচিতজন। কাদিয়ানীরা আলোচনার জন্য তাদের মুরুব্বি সাঈদুল হাসান কাদিয়ানীকে ঠিক করে রেখেছিলো। তো পরিচিতি পর্ব শেষে আলোচনা শুরু হলো।

- প্রফেসর সাহেব : আমরা পরখ করে দেখতে চাই যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহদী অথবা ঈসা মাসীহ সম্পর্কে যে নিদর্শনাবলীর কথা বলেছেন, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী কী এসবের মানদণ্ডে উন্নীত হন?

- কাদিয়ানী : ঈসা মাসীহ জীবিত না মৃত? এ বিষয়ে আমাদের আলোচনা করা চাই। যদি ঈসা মাসীহ জীবিত হওয়া প্রমাণ হয়ে যায়, তাহলে মির্যা কাদিয়ানীর সমস্ত দাবি মিথ্যা।

- প্রফেসর : হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহদী এবং ঈসা মাসীহর যেসব নিদর্শন বর্ণনা করেছেন, তা মির্যা কাদিয়ানীর মাঝে দেখিয়ে দিন! তাহলে ঈসা জীবিত হওয়ার বিষয় প্রমাণিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ মির্যা কাদিয়ানীকে হাদীসে বর্ণিত নিদর্শনাবলীর আলোকে সত্য প্রমাণ করুন!

- কাদিয়ানী : আপনি কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে মির্যাকে জানতে চাচ্ছেন?

- প্রফেসর : তার নাম, সত্তা, ব্যক্তিত্ব এবং দাবি: এই চার দৃষ্টিকোণ থেকে জানতে চাচ্ছি। তো প্রথমে মাহদীর আলামতগুলো দেখিয়ে দিন।

- কাদিয়ানী : প্রথমে হায়াতে ঈসা বা ঈসা মাসীহ জীবিত হওয়া নিয়ে আলোচনা হোক।

- প্রফেসর : মির্যা কাদিয়ানীর দাবি মাহদী এবং মাসীহ উভয় সংশ্লিষ্ট। আর ধারাবাহিকতা হিসেবে মাহদীর ব্যাপারটি প্রথমে আসবে। কেননা ঈসা মাসীহ তো মর্যাদার দিক দিয়ে তাঁরচে' অনেক উঁচুতে। তো মাহদীর ব্যাপারে নবীজি যে নিদর্শনের কথা বলেছেন, তা মির্যার মাঝে পাওয়া যায় কি না দেখা হোক? যদি পাওয়া যায়, তাহলে ঈসা মাসীহের নিদর্শনাবলীও মির্যার মাঝে পাওয়া যায় কি না দেখা হবে? তখন হায়াতে ঈসার ব্যাপারটি এমনিই এসে যাবে।

- কাদিয়ানী : আপনি হায়াতে ঈসার উপর আলোচনা শুরু করুন!

- ফকীরুল্লাহ : আপনি লিখে দেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহদীর যেসব আলামতের কথা বলেছেন, তা মির্যা কাদিয়ানীর মাঝে নেই। তাহলে হায়াতে ঈসার আলোচনা শুরু করা হবে।

- কাদিয়ানী : মির্যা কাদিয়ানী তো মাহদী। তার মধ্যে মাহদীর নিদর্শনাবলী পাওয়া গেছে। অতএব তা আমি অস্বীকার করবো কেনো?

- প্রফেসর : আচ্ছা ঠিকাছে। আমরা মাওলানার (ফকীরুল্লাহ সাহেবের) কাছে আবেদন করবো, তিনি যেন হাদীসের আলোকে আমাদের কাছে মাহদীর নিদর্শনগুলো স্পষ্ট করেন।

- ফকীরুল্লাহ : বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমাঈন। আম্মা বা'দ!

এই দেখুন! আমার হাতে হাদীসের বিশুদ্ধতম ছয় কিতাবের একটি 'সুনানু আবী দাউদ', যা বিশুদ্ধতম কিতাবগুলোর অন্তর্ভুক্ত হওয়া মির্যা কাদিয়ানীর কাছেও স্বীকার্য। এই কিতাবের ২য় খণ্ডের ১৩০ ও ১৩১ পৃষ্ঠা বের করুন! যা মাহদী সংশ্লিষ্ট বর্ণনা সম্বলিত। এখানে মোট ১১টি বর্ণনা স্থান পেয়েছে, যা জাবির ইবনে সামুরাহ, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আলী মুর্তাযা, উম্মে সালামাহ, আবু সাঈদ খুদরী রাযিআল্লাহু আনহুমের মতো বিশাল মর্যাদার অধিকারী সাহাবাদের থেকে বর্ণিত।

এ বর্ণনাগুলোর মধ্যে প্রথমে আমি ঐগুলোই পড়ছি, যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহদীর নাম, পিতার নাম, গোত্র এবং জন্মস্থানের কথা বলেছেন।

১. সুনানু আবী দাউদ, ২/১৩১, মাহদীর আলোচনা অধ্যায়।

عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلًا مِنِّي أَوْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي، وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمُ أَبِي، يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا، وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا».

এই বর্ণনাকেই ইমাম তিরমিযী রাহ. স্বীয় সুনানে (২/৪৭) 'বাবু মা জাআ ফিল মাহদী'তে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া হাদীসের অন্যান্য গ্রন্থেও বর্ণনাটি রয়েছে। হাদীসটির অনুবাদ এই:

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি পৃথিবীর একদিনও সময় বাকি থাকে, তবুও আল্লাহ এটাকে লম্বা করে তাতে আমার বংশধর থেকে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন। যার নাম আমার নামের মতো, যার পিতার নাম আমার পিতার নামের মতো হবে। সে পৃথিবীকে ন্যায়নিষ্ঠায় পূর্ণ করে দেবে, যেভাবে একসময় যুলম-অত্যাচারে পূর্ণ ছিলো।"

২. 'সুনানু আবী দাউদে'র ওই পৃষ্ঠারই বর্ণনা, উম্মে সালামাহ রাযি. থেকে, «الْمَهْدِيُّ مِنْ عِتْرَتِي، مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ»

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মাহদী আমার পরিবার তথা ফাতিমা রাযি.-এর বংশধর থেকে হবে।"

৩. 'আবু দাউদে'র ওই পৃষ্ঠায়ই তাঁর আরেকটি বর্ণনা,

«يَكُونُ اخْتِلَافٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ، فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ هَارِبًا إِلَى مَكَّةَ، فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَيُخْرِجُونَهُ وَهُوَ كَارِهٌ، فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، ... أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ، وَعَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَيُبَايِعُونَهُ».

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মদীনা তায়্যিবায় কোন এক খলীফাহর মৃত্যুতে তার স্থলাভিষিক্ত নিয়ে মতানৈক্য হবে। তখন মাহদী মদীনা ছেড়ে মক্কা চলে যাবেন। মক্কাবাসী হাজরে আসওয়াদ এবং রুকনে ইয়ামানীর মধ্যখানে তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবে। আর তাঁর হাতে সিরিয়া ও ইরাকের আবদালরা বাইয়াত হবেন।"

অসংখ্য হাদীসের কিতাব থেকে কেবল 'সুনানু আবী দাউদে'র কয়েকটি রেওয়ায়ত অনুবাদসহ পাঠ করে শুনালাম। যে সুনানু আবী দাউদ মির্যা কাদিয়ানীর হাজার বছর আগে লেখা।

আমার পঠিত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহদীর আগমন ও আলামতের বিবরণ দিয়েছেন। এখন আমার পাঠে অথবা অনুবাদে কোন ভুল হলে কাদিয়ানী মুরুব্বি (বিতর্ককারী) অবশ্যই দেখিয়ে দিতে পারেন।

(এ পর্যায়ে এসে) কাদিয়ানী শ্রোতারা বলে উঠলো, আপনি কথা পূর্ণ করুন!

- ফকীরুল্লাহ : ঠিকাছে, এই বর্ণনাগুলো দ্বারা প্রমাণ হলো :-

১. আগন্তুক মাহদীর নাম মুহাম্মাদ হবে।

২. তাঁর পিতার নাম আবদুল্লাহ হবে।

৩. তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার তথা ফাতিমা রাযি.-এর বংশধর থেকে হবেন।

৪. তিনি মদীনায় জন্মগ্রহণ করবেন।

৫. মক্কা মুকাররামায় তাশরীফ নেবেন।

এই পাঁচটি মৌলিক আলামত মির্যা কাদিয়ানীর মাঝে দেখিয়ে দিন! তাহলেই হায়াতে ঈসার ব্যাপারে আলোচনা শুরু হবে।

- কাদিয়ানী : দেখুন, মাওলানা সাহেব 'আবু দাউদ' খুলে বর্ণনাগুলো অনুবাদসহ পড়েছেন। কিন্তু মাহদীর আলামত কি কেবল এগুলোই? না, মাহদীর আরও অনেক আলামত আছে। তাছাড়া এগুলোতেও মতানৈক্য আছে। এসব নিয়ে কথা বলতে গেলে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। এর থেকে হায়াতে ঈসা নিয়ে কথা শুরু হোক।

- ফকীরুল্লাহ : আমি সহীহ হাদীসের আলোকে মাহদীর যে আলামতগুলোর কথা বলেছি, তার সবকটিই আমি মানি। যদি এগুলোতে আপনার দ্বিমত থাকে, তবে মুহাদ্দিসীনে কেরাম তো এর সমাধান দিয়ে গেছেন। আপনি আমার উত্তর দিন এবং দ্বিমত থাকলে বলুন! আমি সমাধান দেখিয়ে দিব এবং বিষয়টি এখনই চূড়ান্ত হয়ে যাবে।

- কাদিয়ানী : আপনি লিখে দেন যে, মাহদীর আলামতের ব্যাপারে কোন দ্বিমত বা মতানৈক্য নেই। আমি এখনই মতানৈক্য দেখিয়ে দিচ্ছি।

- ফকীরুল্লাহ : আলহামদুলিল্লাহ, আমরা কিন্তু ফলাফলের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছি। কাগজ দেন, আমি লিখে দিচ্ছি :-

১. সকল হাদীস এ ব্যাপারে একমত যে, মাহদীর নাম মুহাম্মাদ হবে। একটি বর্ণনাও যদি এ মতের ভিন্ন থাকে, তাহলে অনুগ্রহপূর্বক আমার কাদিয়ানী বন্ধু দেখাবেন আশা করি। কিন্তু আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আরয করছি, কেয়ামত পর্যন্ত সহীহ কিংবা যয়ীফ একটি বর্ণনাও এমন পাবেন না, যেখানে মাহদীর নাম মুহাম্মাদ ভিন্ন অন্যকিছু বলা হয়েছে।

২. সমস্ত হাদীস ভাণ্ডার একমত যে, মাহদীর পিতার নাম আবদুল্লাহ হবে। এ ব্যাপারেও মতানৈক্যপূর্ণ কোন বর্ণনা থাকলে কাদিয়ানী বন্ধু পেশ করবেন আশা করি। কিন্তু কেয়ামত পর্যন্তও দেখাতে পারবেন না।

৩. সমস্ত হাদীস ভাণ্ডার মতে মাহদী নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের বংশধর এবং ফাতিমার সন্তানদের থেকে হবেন। এ মতেরও ভিন্ন বর্ণনা থাকলে দেখান দেখি! আমার কাদিয়ানী বন্ধু কেয়ামত পর্যন্তও এর বিপরীত বর্ণনা দাঁড় করাতে পারবেন না।

৪. মাহদী মদীনায় জন্ম নিয়ে মক্কায় আসবেন। এতেও কোন বর্ণনার অমিল নেই। থাকলে দেখান! আমার দাবি, তাও কেয়ামত পর্যন্ত সম্ভব হবে না।

৫. মাহদী মক্কায় আসবেন। এতেও কোন বর্ণনার অমিল নেই। থাকলে দেখান! আমার দাবি, তাও কেয়ামত পর্যন্ত সম্ভব হবে না।

এখন আমি উপস্থিত শ্রোতাদের সামনে স্বীকার করে লিখে দেওয়ার সাথে সাথে আমার দশ আঙ্গুলের ছাপও দিচ্ছি যে, আমি মাহদীর যেসব নিদর্শনের কথা বলেছি, তা সর্বসম্মত। এতে কারো মতানৈক্য নেই। যদি বিপরীত কিছু থাকে তাহলে আমার কাদিয়ানী বন্ধুর কাছে সবিনয় আবেদন, তিনি যেন বলেন। আশা করি, কেয়ামত পর্যন্তও কিছু দেখাতে পারবেন না। এবার কাদিয়ানী বন্ধুকে বলবো, তিনি যেন তার মুরুব্বিদের কাছে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞাসা করেন।

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মাহদীর নাম মুহাম্মাদ হবে, মির্যা কাদিয়ানীর কি এ নাম ছিলো?

২. তাঁর পিতার নাম আবদুল্লাহ হবে, মির্যার পিতার নাম কি আবদুল্লাহ ছিলো?

৩. মাহদী নবী বংশের হবেন, মির্যা কি মোঘল বংশের নয়?

৪. মাহদী মদীনায় জন্ম নিয়ে মক্কায় যাবেন, মির্যা কি মদীনায় জন্মগ্রহণ করেছে?

৫. মাহদী মক্কায় আসবেন, মির্যা কি মক্কায় গিয়েছে?

সম্মানিত শ্রোতাবৃন্দ! হাদীসের আলোকে আমার পাঁচটি প্রশ্ন মাত্র। এগুলোর সমাধান আসুক। তাহলে হায়াতে ঈসার উপর আলোচনা শুরু করে দেবো। সাহস করে আমার মতো এর বিপরীত কিছু দেখিয়ে দিন। অথবা আমার আলোচিত নিদর্শনগুলো মির্যার মাঝে প্রমাণ করুন! নতুবা স্পষ্ট করে বলুন, সর্বসম্মত এ নিদর্শনাদির একটিও মির্যার মাঝে নেই। তাহলেই এ আলোচনা শেষ। আমি দ্বিতীয় আলোচনার দিকে এগিয়ে যাবো।

এ প্রশ্নগুলোর স্পষ্ট ও নিষ্কণ্টক উত্তর নিয়ে এলে আমি আপনার কদম চুম্বন করতে প্রস্তুত!

- কাদিয়ানী : দেখুন জনাব! আমি শুরু থেকেই বলছি, হায়াতে ঈসার উপর আলোচনা শুরু করুন। অথচ আপনি মাহদী নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। আপনি হায়াতে ঈসা নিয়ে আলোচনা শুরু করুন, না হয় আমি চলে গেলাম! এটা কী করে হয় যে, আমাদের ঘরে এসে আমাদের মৌলিক বিষয় ছেড়ে অন্য বিষয় নিয়ে টানাটানি? আমি গেলাম।

- প্রফেসর : দেখুন, আমরা একটি আলোচনার শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছি। এর ফলাফল কী? উপস্থিত শ্রোতাবৃন্দ এবং অন্যরা পরবর্তী সময়ে বসে এর ফলাফল বের করে নিবেন। এখন আমি কাদিয়ানী মুরুব্বিকে বলবো, তিনি যেন হায়াতে ঈসার ব্যাপারে তার আলোচনা শুরু করেন এবং প্রমাণাদি নিয়ে আসেন। আমাদের মাওলানা সাহেব (ফকীরুল্লাহ) উত্তর দেবেন।

- ফকীরুল্লাহ : জি, আল্লাহর নামে শুরু হোক, আমি প্রস্তুত।

- কাদিয়ানী : খুতবা, আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ে নিচের আয়াতটি পড়লেন,

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

অর্থঃ "ঈসার পূর্বের সকল রাসূল মারা গেছেন।" (সূরা মায়িদা ৭৫)

আর বলেন, নিম্নোক্ত আয়াতটি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে নাযিল হয়েছে,

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

অর্থঃ "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বের সকল রাসূল মৃত্যুবরণ করেছেন।" (সূরা আলে ইমরান ১৪৪)

এবার জিজ্ঞাসা করছি, বরং দাবি করছি- দেখি অস্বীকার করুন তো, ঈসা আ. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগের রাসূল না। কেয়ামত পর্যন্ত এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। সুতরাং যখন প্রমাণ হয়ে গেল, ঈসা আ. আগের রাসূল, তাহলে এ কথাও প্রমাণ হয়ে গেল যে, তিনিও মৃত্যুবরণ করেছেন। এবার দেখি মাওলানা সাহেব কী জবাব দেন?

- ফকীরুল্লাহ : জনাব, মূল আলোচনার পূর্বে অনুগ্রহপূর্বক একটি প্রশ্নের উত্তর দিন। ভাষার দৃষ্টিকোণ থেকে خلت (খালাত) শব্দের অর্থ মৃত্যুবরণ করা, এটা কি কোন ভাষাবিদ বা মুজাদ্দিদ-সংস্কারক বলেছেন? আমার দাবি তো, আজ পর্যন্ত কোন গ্রহণযোগ্য তাফসীরগ্রন্থ বা আপনাদের কাছেও মান্যবর কোন সংস্কারক এ আয়াতের এই অর্থ (মৃত্যুবরণ) করেননি, যা আপনি করেছেন।

- কাদিয়ানী : ভাষাবিদ, তাফসীরকারক ও সংস্কারকদের কথা বাদ দিয়ে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন!

- ফকীরুল্লাহ : এটাই তো উত্তর। আপনি আপনার কৃত অনুবাদ (خلت অর্থ মৃত্যুবরণ) -এর পক্ষে কোন প্রমাণ নিয়ে আসুন! এবং এ আয়াত দ্বারা একজন তাফসীরকারকও ঈসা আ.-এর মৃত্যুর উপর প্রমাণ

পেশ করে থাকলে বলুন! নতুবা আমি নির্ভরযোগ্য তাফসীরকারকদের সাথে সাথে আপনার কাদিয়ানী আলেমদের উক্তিও নিয়ে আসবো, যা আপনার বিপরীত।

- কাদিয়ানী : জনাব, আমি কুরআন পেশ করছি আর আপনি ভাষাবিদ, তাফসীরকারক ও সংস্কারকদের কথা নিয়ে পড়ে আছেন। আমার কথার উত্তর দেন না কেন?

- ফকীরুল্লাহ : ভাই! আপনি তো আবেগী হয়ে যাচ্ছেন। আমার প্রশ্ন হলো, আপনার উক্ত অনুবাদ কি উল্লেখযোগ্য কোন তাফসীরকারক করেছেন? যদি করেন, তাহলে বলুন! আর না করলে স্বীকার করুন, পুরো উম্মাহর মাঝে উল্লেখ করার মতো কোন ব্যক্তিত্বের কথা আপনার জানা নেই।

শেষকথা হলো, কুরআন তো আর আজ নাযিল হয়নি। চৌদ্দশ বছর পূর্বের এ কুরআন। আর আপনি ঐ অনুবাদই করুন, যা চৌদ্দশ বছর ধরে উম্মাহ করে আসছে।

কাদিয়ানী শ্রোতামণ্ডলীর কাছে অনুরোধ, আমার দাবি যুক্তিযুক্ত হলে আপনাদের বিতর্ককারীকে বুঝিয়ে বলুন তার কথার প্রমাণ পেশ করতে। নতুবা আমি সঠিক অনুবাদ করে আমার পক্ষে অনেক প্রমাণ পেশ করবো।

- শ্রোতামণ্ডলী : জনাব প্রফেসর সাহেব ও কাদিয়ানী, কথা তো ঠিকই আছে। আমরা ব্যাপার বুঝে নিয়েছি। আপনি সঠিক অনুবাদ করুন!

- ফকীরুল্লাহ : আমি এটাই চাচ্ছিলাম, আপনারা বিষয়টির শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছান। তাহলে বিসমিল্লাহ, আমি অনুবাদ শুরু করছি।

- কাদিয়ানী : মৌলবি সাহেব! প্রসঙ্গ বদলাবেন না। আপনি এ কথা বলবেন না যে, আমার অনুবাদ ভুল। যদি আমরা অনুবাদ না জানতাম অথবা আমরা ভাষা সম্পর্কে অবগত না হতাম, তাহলে আমরা কোন মুফাসসির অথবা মুজাদ্দিদের অনুবাদ পেশ করতাম।

- ফকীরুল্লাহ : রাগ করবেন না ভাই! আমাদের আগের চৌদ্দশ বছরের মুফাসসির-মুজাদ্দিদরাও ভাষা জেনে অনুবাদ করতেন। যদি আপনার মতো হয় তাহলে বলুন, আমি মেনে নেবো। অন্যথায় প্রমাণ

হবে, উম্মাহর এ দীর্ঘ সময়ে উল্লেখযোগ্য কেউ আপনার মতো অনুবাদ করেননি। বরং এ অনুবাদ আপনার মনগড়া।

অথচ আপনার মির্যা কাদিয়ানীই বলেছেন, চৌদ্দশ বছর ধরে স্বয়ং কুরআন মাজীদ যেভাবে মুসলমানের কাছে সংরক্ষিত আছে, তার অর্থ-মর্মও সেভাবে সংরক্ষিত রয়েছে। (আইয়্যামুস সুলহ পৃ. ৫৫, রূহানী খাযায়েন ১৪/২৮৮।)

এখন আমার অনুরোধ, উম্মাহ আজ পর্যন্ত এ আয়াতের কী ব্যাখ্যা বুঝেছে? যদি আপনার মতো হয়, তাহলে আপনারটা সঠিক। অতএব আপনি প্রমাণ দেখান যে, উম্মাহ এ আয়াত দ্বারা ঈসা আ.-এর মৃত্যু বুঝেছে। আমি অবনতমস্তকে মেনে নেবো। আর প্রমাণ পেশ করতে না পারলে আপনার অনুবাদ ভুল। আমি সঠিক অনুবাদ করবো এবং মুফাসসিরীন ও মুজাদ্দিদীনের উক্তি দ্বারা দলিল দেবো।

- কাদিয়ানী : মির্যা গোলাম আহমদ ঐ কথা কোথায় বলেছেন?

- ফকীরুল্লাহ : আপনি কি আমার কথা অস্বীকার করছেন যে, মির্যা কাদিয়ানী এমন বলেনি? আমি রেফারেন্স দেবো, তবে আগে আপনি অস্বীকার করুন। আর অস্বীকার না করলেও আমি রেফারেন্স দেখিয়ে দিচ্ছি। তবে কথা হলো জনাব! মির্যার রচনা থেকে রেফারেন্স দেওয়ার পর আপনাকে এ কাজ করতেই হবে যে, আপনি উম্মাহর চৌদ্দশ বছরের কুরআনের অনুবাদ থেকে আপনার পক্ষে একটা হলেও দলিল দেবেন।

- কাদিয়ানী : আচ্ছা মৌলবি সাহেব! অনুবাদ করুন।

- ফকীরুল্লাহ : ভাই! আমি তো মুসাফির, আর আপনি এখানের স্থায়ী বাসিন্দা। এতো হীনমন্য হয়ে যাচ্ছেন কেন?! আচ্ছা শুনুন! **خلا خلوا خلت** এর অর্থ সকল অনুবাদ গ্রন্থে **مضى مضوا**।

অর্থাৎ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। একস্থান ছেড়ে অন্যস্থানে চলে গেছে। এখন অনুবাদ করুন, ঈসা আ. বা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগের রাসূলরা অতিক্রান্ত হয়ে গেছেন।

জনাব, এখানে যদি আপনি ‘খালাত’ এর অর্থ ‘মৃত্যু’ করেন, তাহলে সূরা বাকারাহর ১৪ নং আয়াত وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ এ কী অনুবাদ

করবেন? অনুরূপ সূরা হিজরের ১৩ নং আয়াত وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ এখানে কী অনুবাদ করবেন? এর অনুবাদ কি আগেকার সকল শরীয়ত মরে গেছে, নাকি মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে?

আগেকার শরীয়তগুলো এখনো বিদ্যমান আছে বিধায় এগুলো মরেনি, বরং 'খালাত' অর্থাৎ অতীত হয়েছে বা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, কিন্তু মানসূখ হয়ে বাকি রয়েছে। চৌদ্দশ বছর ধরে উম্মাহর মুফাসসির-মুজদ্দিদরা এই অনুবাদই করেছেন, যা আমি করলাম। নাকি অন্যকিছু? থাকলে বলুন।

- কাদিয়ানী : পাহাড় খুঁড়ে ইঁদুর বের করলেন। অতিক্রান্ত হওয়ার অর্থই হচ্ছে মৃত্যুবরণ করা।

- ফকীরুল্লাহ : এখনই এই রাস্তা দিয়ে দুইজন লোক অতিক্রান্ত হলো। এর অর্থ কি এরা মারা গেছে?

- কাদিয়ানী : ঠিকাছে মানলাম, অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু পুরো আয়াত পড়ে দেখুন, أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ এতে বোঝা যাচ্ছে, 'খালাত' অর্থ মৃত্যু বা কতল। এ দুই অর্থের সাথেই শব্দটি নির্দিষ্ট।

- প্রফেসর : আপনার কথা মতো 'খালাত'কে দুই অর্থে আবদ্ধ করে ফেললে মৌলবি সাহেবের পঠিত আয়াত وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ এখানে কোন অর্থ নেবেন?

- কাদিয়ানী : আচ্ছা এটা বাদ দেন। আমি ঈসার মৃত্যুর উপর আরেকটি আয়াত দ্বারা দলিল দিচ্ছি।

- ফকীরুল্লাহ : জনাব, আগে আপনি স্বীকার করুন, আয়াতে 'খালাত' দ্বারা ওফাত বা মৃত্যু উদ্দেশ্য নয়। তারপর দ্বিতীয় দলিল পেশ করুন।

- কাদিয়ানী : আমি কেন স্বীকার করব? আমি দ্বিতীয় দলিল পেশ করছি।

- প্রফেসর : দেখুন মুরুব্বি সাহেব! আপনি আপনার দাবির উপর প্রথমে যে দলিল দিয়েছেন, তাতে কিন্তু সফল হননি। তবুও আপনি দ্বিতীয় দলিলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। এর চেয়ে আমরা মাওলানা সাহেবকে হায়াতে ঈসার উপর দলিল দিতে বলি আর আপনি খণ্ডন করুন।

- কাদিয়ানী : বিলকুল সঠিক কথা। মৌলবি সাহেব! হায়াতে ঈসার উপর দলিল দিন।

- ফকীরুল্লাহ : জি, প্রথম আয়াত শুনুন! সূরা নিসা ১৫৫-১৫৮

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (١٥٥) وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا (١٥٦) وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا (١٥٧) بَلْ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

এখানে লক্ষ্য করুন :-

১. উক্ত আয়াতে চারবার ঈসা আ.এর দিকে প্রত্যাবর্তনমূলক 'ه' যমীর বা সর্বনাম উল্লেখ হয়েছে,

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ.. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللهُ -এ শব্দগুলোতে বলা হচ্ছে, না তিনি কতল হয়েছেন; না তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে; ... তিনি নিশ্চিতভাবে কতল হননি।

এটা সুস্পষ্ট যে, কতল এবং ফাঁসি দেহ বা শরীরেই হয়, আত্মা বা রুহের উপর নয়। আজ পর্যন্ত কোন রুহ না কতল হয়েছে, না ফাঁসিতে ঝুলেছে। এ কাজ জীবিত শরীরের উপরই হয়ে থাকে।

এখানে তিনবার 'ه' যমীর শরীরের দিকে সম্বন্ধ করে উল্লেখে হয়েছে, চতুর্থবার **بل رفعه الله** তেও 'ه' যমীর শরীরের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। এতে বুঝা যাচ্ছে, যেই ঈসা আ. (এর শরীর) না কতল হয়েছেন, না ফাঁসিতে ঝুলেছেন, না তিনি নিশ্চিত কতল হয়েছেন; বরং সেই ঈসা আ.এর শরীরকে আল্লাহ উঠিয়ে নিয়েছেন।

২. **بل** অর্থাৎ 'বরং' শব্দটিও এ অর্থ দাবি করে।

৩. শুরু থেকে আজ পর্যন্ত উম্মাহর স্বীকৃত মুফাসসিরীন ও মুজাদ্দিদীন এ অনুবাদই করেছেন। তারা কেউ এখানে **رفع** 'রাফউন' (উঠানো) থেকে 'রাফউদ দারাজাত' (মর্তবা বুলন্দ করা) উদ্দেশ্য নেননি।

৪. 'রাফউন' অর্থ 'রাফউদ দারাজাত' (মর্তবা বুলন্দ করা) তখন উদ্দেশ্য হয়, যখন এর উপর কোন বাহ্য প্রমাণ থাকে। আর এতে প্রমাণ হয়, উক্ত অর্থে 'রাফউন' এর ব্যবহার মূল নয়, বরং রূপক।

৫. এ আয়াতের পূর্বাপর এ কথা বুঝাচ্ছে যে, এখানে রূপক নয় বরং মৌলিক অর্থ উদ্দেশ্য। ইহুদীরা ঈসা আ. এর রুহকে হত্যা বা ফাঁসি দিতে চায়নি এবং তারা এটা দাবিও করেনি; বরং তারা তাঁর দেহকে হত্যা বা ফাঁসি দিতে চেয়েছিলো। আর আল্লাহ তাআলা কুরআনে এটাকে খণ্ডন করে ঈসা আ. এর দেহকে নিজের দিকে উঠিয়ে নেওয়ার কথা বলেছেন।

৬. আল্লাহ তাআলা 'স্থান' ও 'দিক' এর বন্ধন মুক্ত। কিন্তু কুরআনে কারীমে স্পষ্ট আছে, কোন 'দিক' এর সম্বন্ধ আল্লাহর দিকে হলে এর দ্বারা আসমানই উদ্দেশ্য। যেমন সূরা মুলকের ১৬ নং আয়াত **أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ** এর প্রমাণ।

এভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরআন নাযিল হয়েছে, এর অর্থ আসমান থেকে নাযিল হয়েছে। এভাবে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কিবলা পরিবর্তনের দুআ করতেন, আসমানের দিকে মুখ তুলে তাকাতেন। এভাবে মূসা আ. এর জাতির প্রতি মান্না-সালওয়া আসমান থেকে এসেছিলো। অনুরূপ আমাদের আদি পিতা আদম আ.এর অবতরণও আসমান থেকে হয়েছিলো।

৭. 'রাফউন' শব্দটি আরবী ভাষায় **وضع** 'ওয্উন'-এর বিপরীতে ব্যবহার হয়। আর 'ওয্উন' অর্থ নিচে রাখা, তাহলে 'রাফউন' অর্থ উপরে উঠানো।

৮. এ আয়াত দ্বারা পুরো মুসলিম উম্মাহ ঈসা আ.এর শারীরিকভাবে উপরে উঠার অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছে। আর যে এখানে এর বিপরীত অর্থ করে, সে ইসলাম থেকে ছিটকে পড়ে।

২য় আয়াত : সূরা আলে ইমরানের ৫৯ নং আয়াত

إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ

অর্থ: "আল্লাহ তাআলার কাছে ঈসার উদাহরণ আদমের মতো।"

এখানে লক্ষণীয় হলো :-

১. হযরত আদম আ. পিতা-মাতাবিহীন সৃষ্টি হয়েছেন, আর ঈসা আ.ও পিতাবিহীন জন্ম নিয়েছেন।

২. হযরত আদম আ. এর পাঁজর থেকে হাওয়া আ.-এর সৃষ্টি। অর্থাৎ শুধু পুরুষ থেকে শুধু মহিলার জন্ম। অন্যদিকে শুধু মহিলা থেকে শুধু পুরুষের জন্ম তথা মারয়াম আ. থেকে ঈসা আ. এর জন্ম।

৩. হযরত আদম আ. আসমান থেকে যমিনে এসেছেন, আর ঈসা আ. যমিন থেকে আসমানে উঠেছেন। অতঃপর আবার আসমান থেকে যমিনে আসবেন।

এবার হাদীস শরীফ থেকে হায়াতে ঈসার প্রমাণ শুনুন। সহীহ বুখারীতে বর্ণনা এসেছে,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ "অবশ্যই ঈসা আ. তোমাদের মাঝে (দুনিয়াতে) অবতরণ করবেন।"

এ বর্ণনাটি ইমাম বায়হাকী রাহ. 'কিতাবুল আসমা ওয়াস সিফাতে' এভাবে স্পষ্ট আকারে এনেছেন,

ينزل أخي عيسى بن مريم من السماء "আমার ভাই ঈসা **আসমান থেকে** অবতরণ করবেন।"

{উল্লেখ্য, আমি বর্ণনাটি উক্ত কিতাবে পাইনি, বরং 'মুসনাদুল বায্যার' হা. ৯৬৪২ ও 'তারীখে দামেশক'-এর সূত্রে 'কানযুল উম্মাল' হা. ৩৯৭২৬ গ্রন্থদ্বয়ে পেয়েছি- সাঈদ আহমদ।}

(এ পর্যন্ত কথা পৌঁছতেই কাদিয়ানী মুরুব্বি লজ্জা ও রাগে লাল হয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন।)

- কাদিয়ানী : এ আলোচনা ছাড়েন মৌলবি সাহেব! মাগরিবের নামায কাযা হয়ে যাচ্ছে, আর কিসের আলোচনা?

- ফকীরুল্লাহ : জি জি জনাব, নামায তো দেরিই হয়ে গেলো। আমি আপনার মসজিদ থেকে নামায পড়ে দশ মিনিটের মধ্যে আসছি। এরপর আবার বসবো।

- কাদিয়ানী : আজ না, অন্যদিন দেখা যাবে।

- ফকীরুল্লাহ : না, এখনই নামায আদায় করে বসবো। প্রয়োজনে সারা রাত বসা যাবে। আলোচনার সূচনা হলো কেবল। আপনি হায়াতে ঈসা নিয়ে আলোচনা করতে বাধ্য করেছেন বিধায় তা নিয়ে শুরু করলাম। পুরো বিষয়ই তো রয়ে গেলো।

আজ সারা রাত, কাল দিন-রাত; এভাবে বিষয়টি পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আলোচনা চলতে থাকবে। আমি আমার দাবি ও দলিল বলবো। আপনি (পারলে) উত্তর দেবেন। আপনিও বলবেন, আমি আপনার জবাব দেবো। মাত্র দশ মিনিট অপেক্ষা করুন! (নামায পড়ে) আসছি।

- কাদিয়ানী : আমি আপনার কাছে বন্দী নই। আর প্রথম আলোচনাতেই অনেক সময় কেটে গেছে।

- প্রফেসর : আমি কাদিয়ানী বিতর্ককারী এবং আমার আত্মীয়স্বজনদের বলেছি, ঠিক আছে আজ থাক। কিন্তু আপনাদের সুবিধামত পুনঃ আলোচনার দিন-তারিখ নির্ধারণ করুন!

- কাদিয়ানী শ্রোতামণ্ডলী : আচ্ছা নির্ধারণ করা হবে। আপনারা গিয়ে নামায পড়ুন।

- ফকীরুল্লাহ : এতো তাড়াতাড়ি ঘাবড়ে গেলেন! আপনারা ও আপনাদের বিতর্ককারী মজলিস ছেড়ে চলে যাচ্ছেন দেখি! কথা এখনই হোক। মজলিস যতক্ষণ চলার চলুক। আমি ওয়াদা করছি, আপনাদের বিতর্ককারীকে প্রস্তুত করুন, তাকে দলিল দিতে ও প্রশ্ন করতে বলুন; আমি উত্তর দেবো।

মাত্র হায়াতে ঈসার আলোচনা শুরু হলো। এখনো খতমে নবুওয়াত বিষয় বাকি। এরপর স্বয়ং মির্যা কাদিয়ানীর আলোচনা ও তার লিটারেচারের পর্যালোচনা। তারপরই না প্রমাণ হবে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মাহদী, নাকি ঈসা মাসীহ অথবা অন্যকিছু?!

- কাদিয়ানী : ব্যস, আমরা মুনাযারা বা বিতর্ক করবো না; করবোই না। আপনি কি কেইস-মামলা করবেন?

- প্রফেসর : আমি যিম্মাদারি নিচ্ছি, আমি মাওলানার তরফ থেকে লিখে দিচ্ছি, এতক্ষণের কথার উপর যখন কোন কেইস-মামলা হয়নি, বাকি কথার উপরও কোন কেইস হবে না।

- ফকীরুল্লাহ : আমি কুরআন মাজীদ সামনে নিয়ে বলছি। কেইস তো দূরের কথা, আপনার কথা সঠিক হলে আমি আমার পাগড়ি খুলে আপনার ঘর ঝাড়ু দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। এরপরও কথা হতে হবে। যাতে রোজ কেয়ামতে এ কথা বলতে না পারেন যে, আমাদের কেউ বিষয়টি বুঝিয়ে দেয়নি। কথা চলতে থাকবে। পুরো ব্যাপারটির শেষ সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত আমি এ গ্রাম ছাড়বো না।

- কাদিয়ানী : আপনি তো আমাদের ঘর কব্জা করতে চাচ্ছেন! আমরা আপনার সাথে মুনাযারা করতে চাই না, এর জন্য দিন-তারিখ ঠিক করার দরকার নেই। আপনি কী করতে পারেন করেন!

- ফকীরুল্লাহ : যদি আপনি নিজেই পরাজয় মেনে নেন, তাহলে করার কিছু নেই।

- বৃদ্ধ কাদিয়ানী : আমরা পরাজিত হলাম। (মাথায় হাত রেখে বললেন,) আপনি যান।

- প্রফেসর : ঠিক আছে।

(এ কথা বলে আমরা মসজিদে চলে এলাম। অন্য রাস্তা ধরে কাদিয়ানী তর্ককারী বারান্দায় চলে গেলেন।

মুসলমান শ্রোতারা কাদিয়ানী শ্রোতাদের বললো, তোমাদের তর্ককারী লজ্জায় এতো বিমর্ষ হয়ে গেল কেন? এতো তাড়াতাড়ি ঘাবড়ে গেল যে, বালুর দেয়ালের মতো বসে গেল।

কাদিয়ানী শ্রোতারা লজ্জায় বললো, এ আলোচনা ছাড়ো! চলো যাই!)

উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত 'আলামাতে মাহদী' এবং সামনের 'হায়াতে ঈসা' সম্পর্কে মুনাযারা দুটি হযরত মাতীন খালেদ সাহেব তার "কাদিয়ানিউ সে ফায়সালা কুন মুনাযেরে" কিতাবে ৫১-৮৫ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করেছেন।

হায়াতে ঈসা

সম্পর্কে মুনাযারা

গুজরাটের "চোকর খোরদ্" থানার কয়েকটি পরিবার কাদিয়ানীদের অনুসারী ছিল। তাবলীগী সাথী এবং আরো কিছু দরদে দিল মুসলমান কাদিয়ানীদের নেতাকে তাদের আকীদা-বিশ্বাসের উপর চিন্তা ফিকির করে ইসলামে ফিরে আসার দাওয়াত দেয়। কিন্তু সে বলল, কোন আলেমকে ডাকুন যিনি আমাকে বুঝিয়ে দেবে। তো আমাকে (ফকীরুল্লাহ ওসায়া) জানানো হলো। সভার আয়োজন করা হলো। আমি ৪/২/১৯৯৮ তারিখে "চোকর খোরদ্" গিয়ে উপস্থিত হলাম। হযরত মাওলানা আরেফ সাহেব, কারী হযরত মুহাম্মাদ ইউসুফ সাহেবসহ আরো অনেকে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কাদিয়ানী নেতার সাথে প্রায় আড়াই-তিন ঘণ্টা মুনাযারা হয়। পাঠকের জন্য উপকার হবে ভেবে লিখে রেখেছি।

(পরিচিতি ও ভূমিকা পাঠের পর নিম্নোক্ত আলোচনা)

– মুসলমান : জনাব, আপনি কাদিয়ানীবাদকে সঠিক বুঝে গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে আমি কাদিয়ানীবাদকে ভ্রান্ত জেনে গ্রহণ করিনি বরং প্রতিরোধ করছি এবং এ প্রতিরোধ ও প্রতিবাদকে আমি দীনের খেদমত মনে করি। জনাব, আল্লাহ তাআলা আমাকে অনেক ধন-সম্পদ দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ, অন্যদের থেকে ভালোই কাটছে আমার দিন-কাল।

তাই এদের প্রতিবাদ করা আমার দুনিয়াবী কোন পেশা নয়। এমন নয় যে, এর কারণে আমার কিছু অর্থকড়ি জুটবে! বরং এদের প্রতিবাদ করা আমি খতমে নবুওয়াতের সংরক্ষণ হিসেবে দীন মনে করি।

আপনি কাদিয়ানীবাদকে দীন ভাবেন। আর আমি এর প্রতিরোধ করাকে দীন মনে করি। তো আজকের মজলিসে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবো, কাদিয়ানীবাদের উপর আমরা চিন্তা-ভাবনা করব, পরখ করে দেখব এবং বুঝবো। এটা কি ইসলামী জাগরণ নাকি চক্রান্ত?! তাহলেই আমরা ফলাফলে যেতে পারবো।

– কাদিয়ানী : আপনি বাস্তব বলেছেন। আমি কাদিয়ানীবাদকে সঠিক ও সত্য জেনে-বুঝে গ্রহণ করেছি। যদি আপনি আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন, এটা সঠিক নয় তাহলে আমি চিন্তা করবো। যে রহস্য আপনি উদঘাটন করবেন, তা আমি কাদিয়ানীদের গুরুদের কাছে জানতে চাইবো। এর উপর বিচার করে আমি নিজে ফয়সালা গ্রহণ করবো।

– মুসলমান : আপনার কথার সাথে আমি একমত। হঠাৎ দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা কঠিন। অবশ্যই চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন আছে। কিন্তু আপনি তার উর্দূ গ্রন্থাদি থেকে অধ্যয়ন করলে জানবেন, সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিরস্কার করেছে। আলাহ তাআলার সত্তার উপর অপবাদ আরোপ করেছে। হযরত ঈসা আ.কে হেনস্থা করেছে। মুসলমানদের উপর কুফরের ফতোয়া দিয়েছে। সে মিথ্যা বলতো। হারাম খেতো। ওয়াদা খেলাফ করতো। শরাব পান করার বাসনায় উৎসুক হয়ে থাকতো।

তাহলে একটু ভাবুন, নবী হওয়া তো দূরের কথা, একজন ভালো মানুষ হওয়ার গুণও তার মাঝে ছিলো না। এরপরও চিন্তা করার এবং কাদিয়ানী মুরুব্বী থেকে জানার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

কাদিয়ানী গুরুদের কাজই হলো মিথ্যাকে প্রচার-প্রসার করা। তারা আপনাকে কি করে সঠিক পথ দেখাবে? তাই আপনি ওয়াদা করুন, আর একজন সত্যান্বেষী হিসেবে যা জানার তা জিজ্ঞাসা করুন। যদি সত্য ও সঠিক মনে হয় তাহলে কাদিয়ানীবাদকে ছেড়ে দিবেন।

যদি আপনি এমন ওয়াদা না করেন, তাহলে আমি বুঝবো আপনি হক যাচাই করার মানসে বসেননি। বরং সম্মান অর্জন করার জন্য বাহাস-মুবাহাসা করছেন। একজন সত্যান্বেষী ব্যক্তিকে বুঝানো আর একজন আত্মগৌরবকারীর সাথে কথা বলার ভঙ্গি অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। আপনি আমার কাছে কোন্ আঙ্গিকে কথা শুনতে চান? বলুন।

– কাদিয়ানী : মাওলানা, আপনি শুধু আমাকে "হায়াতে ঈসা"র বিষয়টি কুরআনের আলোকে বুঝিয়ে দিন। আর বাকি যেগুলোর কথা আপনি বলেছেন সে সম্পর্কে আমার কোন আগ্রহ নেই।

– মুসলমান : জনাব, এখন আমি আপনার কাছে এবং শ্রোতাদের কাছে ন্যায় ও ইনসাফ জানতে চাইবো। তারাই ফয়সালা করবে, আপনি কি একজন হক তালাশকারী, নাকি আত্মতৃপ্তির জন্য বাক্যালাপ করতে চাচ্ছেন মাত্র। যদি আপনি হক যাচাইকারী হতেন, তাহলে আমার উল্লিখিত আলোচনায় রেগে যেতেন না। বরং বলতেন, যদি মির্যা সাহেব এমনই হয়, তাহলে এদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

হ্যাঁ, আমি "হায়াতে ঈসা"র উপর আলোচনা করবো। কিন্তু আপনি কি আমার দাবিকৃত সমালোচনামূলক কথাগুলোর বাস্তবতা জানতে আগ্রহী নন? আসলেই কি বাস্তবতা এমন? যদি প্রমাণ হয়ে যায় তিনি এমন ছিলেন, তাহলে এদের থেকে তাওবা। এরপর আমি আপনাকে একজন মুসলমান হওয়ার বরাতে হায়াতে ঈসা নিয়ে আলোচনা করবো।

– কাদিয়ানী : জনাব, আমার মূল বিষয় হলো "হায়াতে ঈসা"। যদি এটি প্রমাণ হয়ে যায়, তাহলে মির্যা গোলাম আহমদ'র অনুসরণ ছেড়ে দেব। আর বাকি যেগুলোর কথা আপনি বলেছেন, তা আমি শুনতে আগ্রহী নই।

(শ্রোতাদের একজন বলে উঠলো জনাব, আলাহ তাআলা আপনাকে রহম করুন! আমরা এই ব্যক্তির কথায় একমত যে, তিনি বিষয়টি বুঝাতে চাচ্ছেন, আর আপনি ঠেলে অন্যদিকে নিয়ে যাচ্ছেন।)

– কাদিয়ানী : বিষয়টা এমন নয়। আপনি আমার উপর কেবল অপবাদ দিচ্ছেন। আপনারা মাওলানা সাহেবের কাছে আবেদন করুন, তিনি যেন হায়াতে ঈসা নিয়ে আলোচনা করেন। যদি ঈসা আ. জীবিতই হয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মিথ্যুক।

– মুসলমান : মুহতারাম, আপনি ভুলের শিকার। আপনি গভীরভাবে কাদিয়ানীবাদকে অধ্যয়ন করেননি। না হয় ঈসা আ. জীবিত বা মৃত এর সাথে মির্যার সত্য বা মিথ্যাবাদী হওয়ার কী সম্পর্ক? বিষয়টি এমন যে, একজন শোক-সন্তাপকারী মা-কে ছেলে জিজ্ঞাসা করলো– মা, যদি আমাদের কাদিয়ানী নেতা মারা যান, তারপর নেতা কে হবে? মা বলল– তার ছেলে। আবার ছেলে বলল– ঐ ছেলেটা যদি মারা যায়, তারপর কে হবে? পরে মা বিরক্ত হয়ে বলল, বেটা গ্রামের সব মানুষও যদি মারা যায়, তাহলে কেউ শোক-সন্তপ্ত মায়ের ছেলেকে নেতা বানাবে না।

ভেবে দেখুন, মির্যা কাদিয়ানী এক সময় ঈসা আ. জীবিত থাকাকে অস্বীকার করেননি, বরং সে এর প্রবক্তা ছিল। পরে যখন নিজের মাঝে মাসীহ বা ঈসা হওয়ার শখ পয়দা হয়, তখন বলা শুরু করলো, ঈসা আ. মৃত্যুবরণ করেছেন। অর্থাৎ হযরত ঈসাকে মৃত ঘোষণা করে তার আসন দখল করতে চাচ্ছে।

এখন দেখা দরকার, সে আসলেই এ আসনের উপযুক্ত কি না? কারণ খোদা না করুন যদি হায়াতে ঈসা (তিনি জীবিত) প্রমাণ নাও হয়, তখনও তার মাঝে ঐ আসনে সমাসীন হওয়ার যোগ্যতা নেই। অতএব হায়াতে ঈসা প্রমাণ না হলেও প্রশ্ন থেকে যাবে যে, সে ঐ আসনে আসীন হওয়ার যোগ্য কি না? তো প্রথম থেকেই আমরা তাকে নিয়ে আলোচনা করি।

– কাদিয়ানী : আপনি আমার মৃত্যুর উদাহরণ দিচ্ছেন কেন? প্রথমে ঈসা আ.কে যিন্দা প্রমাণ করুন। আচ্ছা, মেনে নেওয়া হলো যে, মির্যা কাদিয়ানী মিথ্যুক। এতেই কি হায়াতে ঈসা প্রমাণ হয়ে যাবে?

– মুসলমান : জনাব, ভাল বলেছেন। আপনার মৃত্যুর উদাহরণ দেওয়ার কারণে আপনি মরে যাননি। যদি আমরা মেনে নেই ঈসা আ. মারা গেছেন, তখনও তিনি মারা যাওয়া আবশ্যক না। কাজেই আপনিও জীবিত এবং হযরত ঈসা আ.ও জীবিত।

আপনি বলেছেন, "ধরেন যে, মির্যা কাদিয়ানী মিথ্যুক''। (ধরার কথা নয় বরং বিশ্বাস করে নিন।) যদি স্বীকার করে নেন যে, মির্যা গোলাম আহমদ একজন মিথ্যুক, তাহলে আমি হায়াতে ঈসার উপর আলোচনা আরম্ভ করবো।

– কাদিয়ানী : বাদ দেন তো এ সবকিছু, আপনি হায়াতে ঈসা বা ঈসা আ. জীবিত থাকার বিষয়টি প্রমাণ করে দেখান।

– মুসলমান : জনাব, বাদ দিলেই যদি কাজ হতো, তাহলে কবেই বাদ দিয়ে দিতাম। মূলত কথা এটা না। কথা হলো, ইহুদীরাও হযরত ঈসা আ. জীবিত থাকাকে অস্বীকার করে। কিছু মুলহিদ, দার্শনিকরাও হায়াতে ঈসাকে অস্বীকার করেছে। আপনারাও হায়াতে ঈসাকে অস্বীকার করেন।

যদি আপনাদের হায়াতে ঈসাকে অস্বীকার করাই উদ্দেশ্য হতো, তাহলে আপনি ইহুদী হতেন বা মুলহিদ হতেন। কিন্তু আপনি হয়েছেন

কাদিয়ানী। কাদিয়ানী হওয়ার কারণ হায়াতে ঈসা নয়। বরং 'মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী'। তাহলে মির্যা গোলাম আহমদকে নিয়ে আলোচনা হবে না কেন?

– কাদিয়ানী : আপনি আবার আরেক আলোচনার অবতারণা করছেন। আমাকে শুধু হায়াতে ঈসা বুঝিয়ে দিন।

– মুসলমান : জনাব, আমি আপনাকে বিশ্বাস করাতে চাই যে, হায়াতে ঈসার বিষয়টি কাদিয়ানীরা আপনাদের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে, যাতে তাকে নিয়ে আলোচনা করা না হয়। কারণ আপনি যদি তাকে জেনে যান, তাহলে তার গোমর ফাঁস হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, হায়াতে ঈসার বিষয়টি আপনাদের কাছেও তেমন জরুরী বিষয় নয়। দেখুন, আমার হাতে মির্যা কাদিয়ানীর বই 'ইযালাতুল আওহাম' পৃ. ১৪০, 'রূহানী খাযায়েন' ৩/১৭১ রয়েছে। তিনি এতে বলেছেন, "প্রথমে জানা দরকার যে, ঈসার অবতরণের আকীদা আমাদের ঈমানের কোন অংশ নয় এবং দ্বীনের কোন ভিত্তিও নয়। বরং এটি ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ থেকে একটি ভবিষ্যদ্বাণী। যার সাথে প্রকৃত ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। যখন এ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়নি তখন ইসলামের কোন অপূর্ণতা ছিল না। আর এখন এ ভবিষ্যদ্বাণী করার পর ইসলামে যে কোন পূর্ণতা এসেছে এমন নয়।"

জনাব, মির্যা কাদিয়ানীর উক্ত বক্তব্য শুধু আপনাকে নয়, বরং সকল কাদিয়ানীকে উচ্চ আওয়াজে বলছে, "ঈসা আ. এর ঊর্ধ্বাগমন ও অবতরণ কোন প্রতিপাদ্য বিষয় নয়, তেমন কোন জরুরী বিশ্বাসও নয়। মূল ইসলামের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।"

যখন মির্যা গোলাম আহমদের কাছে বিষয়টি এতো সহজ ও হালকা, তো সেটি নিয়ে আপনি আলোচনা করতে মরিয়া হয়ে উঠছেন কেন?

– কাদিয়ানী : না, এই মাসআলা ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত। কারণ মির্যা সাহেব লিখেছেন, "হায়াতে ঈসা এর বিশ্বাস করা শিরিক।"

– মুসলমান : ভাই, আপনি বলছেন, এই মাসআলা ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত। মির্যা বলছে, এই মাসআলা ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত নয়। এখন

আপনিই ফয়সালা করুন, আপনি মিথ্যুক না মির্যা মিথ্যুক? আপনিই মির্যার কথা উল্লেখ করেছেন যে, হায়াতে ঈসার আকীদা শিরিক। এ কথা মির্যার কিতাব 'আল-ইসতিফতা' পৃ. ৩৯, 'খাযায়েন' ২২/৬৬০ এ রয়েছে–

فمن سوء الأدب أن يقال: إن عيسى ما مات وإن هو إلا شرك عظيم.

এখন আপনিই চিন্তা করুন, মির্যা এই বক্তব্যে ঈসা আ. কে যিন্দা মনে করা ও মৃত মনে না করাকে শিরিক বলেছেন। আর 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থে হযরত ঈসা আ. কে জীবিত বলেছেন।

মির্যা তার জীবনের ৫২ বছর পর্যন্ত ঈসা আ. জীবিত থাকার প্রবক্তা ছিলো। আর জীবনের শেষ ১৭ বসর ঈসা আ. জীবিত থাকাকে অস্বীকার করতো।

লক্ষ্য করুন, মির্যা কাদিয়ানী ৫২ বছর ধরে ভুল আকীদা পোষণ করতো। আপনার নিকট আর মির্যার নিকট যদি হায়াতে ঈসার আকীদা শিরিক হয়, তাহলে মির্যা কাদিয়ানী কি ৫২ বছর ধরে মুশরিক ছিল? আপনার গুরুদের গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন, কোন নবী মায়ের কোল থেকে নিয়ে কবর পর্যন্ত কোন শিরিক এর মাঝে লিপ্ত থাকতে পারে কি না? আর ৫২ বছর ধরে যে লোকটা মুশরিক ছিল, সে কি আবার নবী হতে পারে?

– কাদিয়ানী : মির্যাকে বাদ দিন। আপনি হায়াতে ঈসা আমাকে বুঝিয়ে দিন।

– মুসলমান : জনাব, আমি হায়াতে ঈসা সম্পর্কে কথা বলার জন্য ভূমিকা স্বরূপ কথাগুলো বললাম। আর এখনিই আপনি বলছেন, মির্যাকে ছাড়ুন। এটা কেমন কথা? আমি তো তাকে গ্রহণ করিনি, তো আমার ছাড়ার প্রশ্নই আসে না। আপনিই তাকে গ্রহণ করেছেন, আপনিই ছাড়ুন!

দেখুন, মির্যা গোলাম আহমদের প্রথম কিতাব আমার কাছে আছে। 'ইযালাতুল আওহাম' পৃষ্ঠা ১৯০, 'রূহানী খাযায়েন' ৩/১৯২ সেখানে তিনি লিখেছেন, "এ অধম প্রতিশ্রুত মাসীহ'র প্রতিচ্ছবি হওয়ার দাবি করেছে, যেটাকে স্বল্প জ্ঞানীরা হুবহু প্রতিশ্রুত মাসীহ মনে করে বসেছে।"

আবার এই কিতাবেরই ৩৯নং পৃষ্ঠায় এবং 'রূহানী খাযায়ন'র' ৩/১২২ পৃষ্ঠায় লিখেছে, "আল্লাহ তাআলা আমার কাছে স্পষ্ট করে

দিয়েছেন যে, আমিই প্রতিশ্রুত মাসীহ।” এভাবে ঐ কিতাবের ১৮৫ ও খাযায়েন’র ৩/১৮৯ নং পৃষ্ঠায় লিখেছে, “যদি এই অধম প্রতিশ্রুত মাসীহ না হয়, তাহলে তোমরা প্রতিশ্রুত মাসীহকে আসমান থেকে এনে দেখাও?”

জনাব, আপনি নিষ্ঠার সাথে বলুন, আমি এক কিতাবেরই তিনটি স্থান থেকে তার বক্তব্য উল্লেখ করেছি, যা আপনি দেখতে পাচ্ছেন।

প্রথমে সে বলেছে, “আমাকে যারা হুবহু প্রতিশ্রুত মাসীহ মনে করবে, তারা স্বল্প জ্ঞানী। কারণ আমি হলাম মাসীহর প্রতিচ্ছবি মাত্র।”

দ্বিতীয় স্থানে বলেছে, “আমিই প্রতিশ্রুত মাসীহ।” এ দুই কথার একটা অবশ্যই সঠিক এবং অন্যটি মিথ্যা হবে। যদি প্রতিচ্ছবি হয়, তাহলে হুবহু মাসীহ নয়। আর মাসীহ হলে প্রতিচ্ছবি নয়। দুটোই এক সাথে সঠিক হতে পারে না। এখন আপনিই বলুন, এ দুই কথার মাঝে মির্যার কোন্‌টি সঠিক, আর কোন্‌টি বেঠিক? কারণ সঠিক তো একটাই হবে।

এদিকে মির্যা কাদিয়ানী ‘চশমায়ে মা’রেফত’ পৃ. ২২২, ‘রূহানী খাযায়েন’র’ ২৩/২৩১ তে লিখেছে, “যখন কারো কোন কথা মিথ্যা প্রমাণ হয়, তখন তার বাকি কথায় গ্রহণযোগ্যতা থাকে না।” আর ‘হাকিকাতুল ওহী’ পৃ. ১৮৪, ‘রূহানী খাযায়েন’ ২/১৯১ পৃষ্ঠায় লিখেছে, “দুর্বল ইন্দ্রিয় শক্তির মানুষের কথায় বৈপরিত্য থাকে।”

এখন আপনার কাছে আমার দ্বিতীয় দাবি হল: আপনি আপনাদের গুরুজনদের কাছে জিজ্ঞাসা করুন, এখানে কোনটি সঠিক আর কোনটি বেঠিক?

– কাদিয়ানী : আপনি তো দেখি মির্যা কাদিয়ানীকে এমনভাবে উপস্থাপন করছেন, যেন তিনি একজন মূর্খ! অথচ তার কত গ্রন্থাদি, লিখনী ও বক্তব্য রয়েছে! এগুলো কি এমনিতেই রচিত হয়েছে?

– মুসলমান : জনাব, আমি মির্যা কাদিয়ানীকে তো জাহেল বা মূর্খ বলিনি? বরং তার কিতাবের ইবারত বা বক্তব্য পেশ করেছি মাত্র।

আর আপনি নিজেই ফলাফল বের করলেন যে, সে জাহেল। আমি তো একথা স্পষ্ট করে বলিনি। আমার কাছে তার সমস্ত কিতাব এবং তার

সমস্ত বক্তব্য অপদার্থ মনে হয়, নিরর্থক ও ভাবলেশহীন মনে হয়। হতে পারে এগুলোর মাঝে কোন ইলমী আলোচনা আছে।

‘স্যার সয়্যিদ’ মির্যা কাদিয়ানীর কিতাব সম্পর্কে উপযুক্ত একটি মন্তব্য করেছেন। তা হল, “মির্যা কাদিয়ানীর ইলহাম তার কিতাবের মতো, যার মাঝে না দ্বীনের কথা আছে, না দুনিয়ার কথা আছে।” যদি অসন্তুষ্ট না হন তাহলে আমারও একই মন্তব্য।

দেখুন, মির্যা কাদিয়ানীর কিতাব ‘তিরয়াকুল কুলূব’ পৃ. ৮৯ ‘রূহানী খাযায়েন’ পৃ. ১৫/২১৭। এতে তিনি লিখেছেন, “আমার ছেলে ‘মোবারক’ জন্মের আগে ১/১/১৮৯৭ ঈ. তে ইলহামের মাধ্যমে আমার সাথে এ কথা বলে যে, (এতে তার মুখাতব বা উদ্দেশ্য ছিল তার ভাই) মোবারক তার ভাইকে বলছে, আমার আর তোমার মাঝে মাত্র এক দিনের পার্থক্য। অর্থাৎ আমি পূর্ণ একদিন পর তোমার সাথে গিয়ে মিলিত হবো। এখানে এক দিনের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দু’বছর। আর তৃতীয় বছরে তার জন্ম হয়েছে।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, হযরত মাহদী তো জন্মের পর মায়ের কোলে কথা বলেছে। আর আমার এ বাচ্চা মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় দু’বার কথা বলেছে। পরে ১৪/৬/১৮৯৯ ঈ. তে তার জন্ম হয়।

আর সে যেহেতু আমার চতুর্থ ছেলে ছিল, তাই ইসলামী মাসের চতুর্থ মাসে সে জন্মগ্রহণ করেছে। অর্থাৎ সফর মাসে এবং সপ্তাহের চতুর্থ দিন বুধবারে জন্ম নিয়েছে।”

মির্যা কাদিয়ানীর এ বক্তব্য আপনার সামনে। বারবার পড়ুন। আর নিম্নোক্ত কথাগুলো ভেবে দেখুন।

১. মির্যা কাদিয়ানী লিখেছে, “বাচ্চাটি বলেছে, হে আমার ভাই, আমি একদিন পর তোমার সাথে মিলবো। এখানে একদিন থেকে উদ্দেশ্য দু’বছর। আর তৃতীয় বছরে জন্ম লাভ করেছে।”

জনাব, এই কথার মাঝে আপনি তার মিথ্যার পরিধি মাপুন। একদিন থেকে কি করে দুই বছর উদ্দেশ্য হতে পারে? আর তৃতীয় বছরে সে জন্মগ্রহণ করেছে। এক নিঃশ্বাসে মির্যা কাদিয়ানী একদিনকে তিন বছর বানিয়েছে। এর চেয়ে বড় মিথ্যুক ও দাজ্জাল আর কে হতে পারে?

এখানে একদিনকে তিন বছর বানিয়েছে আর যেখানে ৫০ দেওয়ার কথা ছিল সেখানে ৫০কে ৫ বানিয়েছে। এমন মিথ্যা ও দাজ্জালীর কি কোন নযীর হতে পারে?

২. এখানে মির্যা তার ছেলে মোবারক সম্পর্কে বলেছে, "সে মায়ের পেটে কথা বলেছে।" আমি এখানে এই আলোচনা করবো না যে, যদি সে মায়ের পেটে কথা বলে থাকে, তাহলে আওয়াজটা কোত্থেকে এলো? বাচ্চা যখন মায়ের পেটে থেকে কথা বলে আর যদি মায়ের মুখ থেকে আওয়াজ আসে, তাহলে এটা যে বাচ্চার আওয়াজ তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কারণ এটা মায়ের আওয়াজও হতে পারে, হয়তো মা মুখ বাঁকা করে নিজের কথাকে বাচ্চার কথা বলছে। যদি মায়ের মুখ থেকে না হয়, তাহলে আওয়াজ কোত্থেকে এলো? যা হোক বিষয় এটা নয়।

আলোচনার বিষয় হলো, মির্যা কাদিয়ানীর ছেলে কথা বলেছে **১/১/১৮৯৭** ঈ.তে আর তার ছেলে জন্মগ্রহণ করেছে **১৪/৬/১৮৯৯** ঈ.তে। অর্থাৎ কথা বলার আড়াই বছর পর জন্মেছে। কী আশ্চর্য! বাচ্চা তো জন্মের আড়াই বছর আগে পেটেই আসে না, তাহলে কথা বলল কীভাবে?

তার এ বক্তব্য এ কথাই প্রমাণ করে যে, সে একজন মিথ্যুক ছিল এবং নিজেই ইলহাম তৈরী করতো।

৩. মির্যা বলেছে, "সে ইসলামী মাস থেকে চতুর্থ মাস নিয়েছে। আর তা হলো সফর মাস।" সাধারণ মানুষেরও জানা আছে যে, আরবী মাসের দ্বিতীয় মাস হলো সফর মাস। কি করে সে এটাকে চতুর্থ মাস বলল? যে 'সফর'কে চতুর্থ মাস বলবে তারচে' বড় মূর্খ আর কেউ হতে পারে?

৪. সে আরো বলেছে, "সপ্তাহের চতুর্থ দিনে সে জন্মগ্রহণ করেছে অর্থাৎ 'চাহারশম্বা'-বুধবার এ।" মির্যা কাদিয়ানীর মূর্খতা দেখুন, চাহারশম্বা সপ্তাহের চতুর্থদিন নয়, বরং পঞ্চমদিন। এখানে স্রেফ মূর্খতা নয়, বরং চরম পর্যায়ের এক মূর্খতা প্রকাশ পেয়েছে।

আপনার কাছে আমার তৃতীয় দাবিঃ আপনি কাদিয়ানী মুরুব্বীদের কাছে জিজ্ঞাসা করবেন, যে এতো বড় দাজ্জাল ও মিথ্যুক সেজে একটা সাধারণ কথার মাঝে চারটা ভুল করে থাকে, সে কীভাবে নবী হয়?

জনাব, আপনি মির্যার অজ্ঞতা নিয়ে কথা তুলেছেন, আচ্ছা যে সফর মাসকে চতুর্থ মাস এবং বুধবারকে সপ্তাহের চতুর্থদিন বলতে পারে, তারচে' বড় অজ্ঞ আর কে হতে পারে?

– কাদিয়ানী : মাওলানা সাহেব, আমি আপনার কাছে মাফ চাচ্ছি, আপনি হায়াতে ঈসা আলোচনায় নিয়ে আসুন। কুরআনের আলোকে আলোচনা করুন, আর না হয় আমাকে উঠতে অনুমতি দিন।

– মুসলমান : এখন আমার একীন হয়ে গেছে, মির্যা কাদিয়ানীর মিথ্যার কারণে আপনি দমে গেছেন। অন্য প্রসঙ্গে যেতে অস্থির হয়ে উঠেছেন। তাহলে আমি এখনই হায়াতে ঈসা সম্পর্কে কুরআনে কারীমের আলোকে দলীল আরম্ভ করছি, শুনুন।

প্রথম প্রমাণ কুরআনে পাক থেকে এবং প্রমাণগ্রহণ মির্যা কাদিয়ানীর কিতাব থেকে। দেখুন, 'বারাহীনে আহমদীয়া' পৃ. **৩১৩** লাহোরী এডিশন, আর কাদিয়ানী এডিশনে ৪৯৮ পৃ., 'রূহানী খাযায়েন' **১**/৫৯৩ তে মির্যা কাদিয়ানী লিখেছে,

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ

এ আয়াতে ইসলামের যে পূর্ণাঙ্গ বিজয়ের কথা বলা হয়েছে, সে বিজয় হযরত ঈসা আ. এর মাধ্যমে প্রকাশ পাবে। আর যখন **হযরত ঈসা আ. এ দুনিয়ায় দ্বিতীয়বার আগমন করবেন,** তখন ইসলাম দুনিয়ার আনাচে-কানাচে পৌঁছে যাবে।

কুরআনের এ আয়াত সম্পর্কে যেখানে মির্যা কাদিয়ানী নিজেই ব্যাখ্যা করেছে, হযরত ঈসা আ. এ দুনিয়ায় দ্বিতীয়বার আগমন করবেন। আর দ্বিতীয়বার আসার অর্থ হলো প্রথমজনই আসবেন। জীবিত থাকলেই তো দ্বিতীয়বার আসবেন? সুতরাং কুরআন থেকেই প্রমাণিত হয়েছে, হযরত ঈসা দ্বিতীয়বার এ ধরায় আগমন করবেন।

– কাদিয়ানী : মির্যা সাহেব এখানে একটা স্বাভাবিক আকীদা লিখে দিয়েছিলেন, কিন্তু পরে তিনি ওহী ও ইলহামের মাধ্যমে জানতে পেরেছেন যে, তিনিই প্রতিশ্রুত ঈসা আর হযরত ঈসা আ. মৃত্যুবরণ করেছেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন প্রথমে বাইতুল

মাকদিস এর দিকে ফিরে নামায পড়তেন, পরে বায়তুল্লাহর দিকে ফিরেছেন। এ বিষয়টিও ঠিক তেমনই।

– মুসলমান : জনাব, আপনি যেভাবে সহজে বিষয়টি বলে দিয়েছেন আসলে এমন নয়। বরং চিন্তা করার বিষয় রয়েছে। কেননা আপনার বক্তব্য অনুযায়ী এ ফলাফল বের হয় যে, মির্যা কুরআন পড়ে বলল, "এ আয়াত হযরত ঈসা আ. সম্পর্কে।" আবার 'কিতাবুল আরবাইন' ২/২৭, 'রূহানী খাযায়েন' ১৭/৩৬৯ তে বলল, "আমার প্রতিশ্রুত মাসীহ হওয়ার দাবি হলো আমার সমূহ ইলহাম। এতে (ইলহামে) আল্লাহ তাআলা আমার নাম ঈসা রেখেছেন। আর যে সকল আয়াত মাসীহ সম্পর্কে ছিল, সেগুলো আমার সম্পর্কে বলে দিয়েছেন।"

কাজেই মির্যা কুরআন পড়ে বলল, "এ আয়াত হযরত মাসীহ এর সম্পর্কে এবং তিনি জীবিত আছেন।" আবার বলল, "ইলহামের মাধ্যমে সে জানতে পারলো যে, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এবং ঐ সকল আয়াতের 'মিসদাক' বা উদ্দেশ্য সে নিজেই। তাহলে কি মির্যা কাদিয়ানীর ইলহামের মাধ্যমে কুরআনের আয়াত মানসূখ বা রহিত হয়ে গেল?

এখন আপনার কাছে আমার চতুর্থ দাবি: আপনি আপনার গুরুদের কাছে জিজ্ঞাসা করবেন, যে ব্যক্তি কুরআন কারীমকে ইলহামের মাধ্যমে নসখ বা রহিত করে, তার চেয়ে বড় কাফের আর কেউ হতে পারে কি না?

এখানে একটা কথা রয়ে গেছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে বাইতুল মাকদিস এর দিকে ফিরে নামায পড়তেন, পরে বায়তুল্লাহর দিকে ফিরেছেন।

একটা মূলনীতি শুনুন, যদি বলা হয় অমুক ব্যক্তি মারা গিয়েছে, তাহলে এটা হবে একটা 'খবর'। আর যদি বলা হয়, অমুক দিকে ফিরে নামায পড়ো, তাহলে এটা হবে একটা 'আদেশ'। 'আদেশ' ও আহকামের মাঝে পরিবর্তন হয়ে থাকে; কিন্তু খবরের মাঝে পরিবর্তন হয় না।

যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল মাকদিসের দিকে ফিরে নামায পড়েছেন এটাও ঠিক আছে, আবার যখন বাইতুল্লাহর দিকে ফিরে নামায আদায় করেছেন এটাও ঠিক আছে। কারণ উভয়টিই

আহকাম। আর আহকামের মাঝে পরিবর্তন আসতে পারে। যদি বলা হয়, অমুক ব্যক্তি জীবিত, না মৃত? তাহলে এ কথার যে কোন একটি সঠিক হবে আরেকটি অবশ্যই মিথ্যা হবে।

এরপর আমি বারাহীনে আহমদীয়া ৪/৩১৭ লাহোরী এডিশন, কাদিয়ানী এডিশন পৃ. ৫০৫ এবং রূহানী খাযায়েন ১/৬০১ থেকে আরেকটি দলিল পেশ করলাম। আর তা হল,

عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মির্যা কাদিয়ানী বলেছে, "আমার কাছে ইলহাম হয়েছে, হযরত ঈসা আ. অত্যন্ত সম্মানের সাথে দুনিয়ায় অবতরণ করবেন।" জনাব, এটা হলো দ্বিতীয় আয়াত।

– কাদিয়ানী : আপনি মির্যা কাদিয়ানীর কথা কেনো নিয়ে আসছেন? তাকে বাদ দিয়ে আমাকে কুরআন থেকে প্রমাণ দিন।

– মুসলমান : জনাব, আমার বুঝে এসেছে, আপনার মির্যার উপর থেকে আস্থা উঠে গিয়েছে, যার কারণে আপনি তার কুরআনের ব্যাখ্যাও গ্রহণ করতে চাচ্ছেন না। তাহলে আমি কুরআনের আরও কয়েকটি আয়াত পেশ করছি।

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا (١٥٧) بَلْ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (١٥٨) وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ... وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ.

আরো কিছু আয়াত নিয়ে প্রায় পৌনে এক ঘন্টার মতো আলোচনা হয়েছে।

– কাদিয়ানী : আচ্ছা, যথেষ্ট সময় পার হয়েছে আমি চিন্তা করে দেখবো!

– মুসলমান : না, জনাব আপনার দাবি ছিল, কুরআনে কারীমের পরে হাদীসের আলোচনা করা। এবার আপনি হাদীস শুনুন।

মির্যা কাদিয়ানী তার কিতাব 'ইযালাতুল আওহাম' পৃ. ২০১, রূহানী খাযায়েন ৩/১৯৮ তে বুখারী শরীফের এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الخِنْزِيرَ... كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ، وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ.

ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার রুহ, ইবনে মারয়াম তোমাদের মাঝে অবতরণ করবেন। যিনি ন্যায় ও ইনসাফকারী হবেন, ক্রুশ ভেঙ্গে দিবেন এবং শুকর হত্যা করবেন।

আর ঐ সময় তোমাদের কী অবস্থা হবে, যখন তোমাদের মাঝে ইবনে মারয়াম অবতরণ করবেন? এবং তোমাদের মধ্যে থেকে তোমাদের ইমাম হবেন।

এবং ঐ কিতাবেরই পৃষ্ঠা ২০৬, রূহানী খাযায়েন ৩/২০১ তে সহীহ মুসলিম এর বর্ণনা নিয়ে আসা হয়েছে। শেষের শব্দগুলো এমন,

فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ، بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ، وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ،... حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ، فَيَقْتُلُهُ.

(এই হাদীসের মাঝে ঈসা আ.এর বিভিন্ন গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।) অর্থাৎ হযরত ঈসা আ. দামেস্কের পূবালী সাদা মিনারার নিকট দুটি রঙিন পোষাক পরিহিত অবস্থায় দুই ফেরেশতার ডানার উপর ভর করে অবতরণ করবেন। আর দাজ্জালকে 'লুদ' নামক স্থানে পেয়ে তাকে হত্যা করবেন।

মুহতারাম, এই দুটি বর্ণনা বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে। মির্যা কাদিয়ানী নিজেই এই দুটি বর্ণনা নিজ কিতাবে উল্লেখ করেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কসম করে বলেছেন, তোমাদের মাঝে ঈসা ইবনে মারয়াম অবতরণ করবেন। আমি এ দুটি বর্ণনায় বয়ানকৃত আলামতসমূহ নিয়েই আলোচনা করছি। অন্যথায় কুরআন-হাদীসে প্রায় ১৮০টির কাছাকাছি আলামত হযরত ঈসা আ. এর সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

কিন্তু তার একটিও মির্যা কাদিয়ানীর মাঝে পাওয়া যায় না। তবে ভুল ব্যাখ্যা দিলে ও বিকৃতি করলে বলা যেতে পারে, যেমন কাদিয়ানী মুরুব্বীরা বলে থাকে। প্রকৃতপক্ষে তার মাঝে একটি আলামতও পাওয়া যায় না।

কুরআনে কারীমের **১৩**টি আয়াত এবং আল্লাহর রাসূলের সহীহ ও সুস্পষ্ট **১১২**টি হাদীস থেকে হায়াতে ঈসার বিষয়টি প্রমাণিত হয়।

আমাদের এখন মির্যার কিতাবে বর্ণিত হাদীস দু'টির আলামতগুলো পরখ করে দেখা চাই?

১. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন. "আল্লাহ তাআলার কসম, অবশ্যই ঈসা অবতরণ করবেন।"

এর সম্পূর্ণ বিপরীতে মির্যা কাদিয়ানী বলেছেন, "সত্যের কসম, ঈসা মৃতুবরণ করেছেন।" মির্যার এ উক্তি 'ইযালাতুল আওহাম' পৃ. ৭৬৪ 'রূহানী খাযায়েন' ৩/৫১৩ এ দেখুন।

একই ব্যক্তির ব্যাপারে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইরশাদ, "তিনি জীবিত; আমাদের মাঝে অবতরণ করবেন।" আর তারই ব্যাপারে মির্যা কাদিয়ানী বলছে, "তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।"

এখন আপনার উপর ফয়সালা, ঈমানের সাথে বলুন, কার কসম সত্য, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র, নাকি মির্যা কাদিয়ানীর?

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যিনি অবতরণ করবেন, তিনি হলো মারয়ামের ছেলে" আর মির্যা বলে, "সে হলাম আমি"। হযরত ঈসা অবতরণ করবেন, আর মির্যা মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ট। তাহলে কি মির্যার মায়ের পেট আসমান ছিল? এভাবে তিনি মারয়ামের ছেলে হবেন, আর মির্যা কাদিয়ানী তো 'চেরাগ বিবির' সন্তান।

হযরত ঈসা হবেন একজন হাকেম-বিচারতি, আর সে হলো একজন গোলামের ছেলে গোলাম। জীবনের পুরো সময়টা ইংরেজদের পদলেহন করে গেছে। ৫০ আলমারি কিতাব ইংরেজদের প্রশংসায় লিখেছে। তাদের সাথে তার চিঠি ও দরখাস্ত আদান-প্রদান হতো। তাদের অনুসরণকে ওয়াজিব মনে করত।

হযরত ঈসা হবেন একজন আদেল-ইনসাফকারী, আর সে তার প্রথম স্ত্রী এবং সন্তান সন্ততিদের সাথে ইনসাফ করতে পারেনি।

৩. হযরত ঈসা ক্রুশকে ভেঙ্গে ফেলবেন। অর্থাৎ তার আগমনে খৃস্টবাদ শেষ হয়ে যাবে। যারা ক্রুশ এর পূজা করতো তারাই সেটা ছুঁড়ে

ফেলবে। যারা শুকর খাচ্ছে তারাই শুকর হত্যা করবে। আর মির্যার যুগে খৃস্টানদের যে উন্নতি সাধিত হয়েছে, তা কারো কাছে অস্পষ্ট নয়।

এখন রাবওয়া বা 'চনাব নগর'-এ খৃস্টানরা বসবাস করেছে। মির্যার খলীফা খৃস্টানদের কোল তথা লন্ডনে অবস্থান করছে। এসব কি এ কথার প্রমাণ বহন করে না যে, উপরোল্লিখিত নিদর্শনগুলো তার মাঝে নেই?

'বারাহীনে আহমদীয়া'র কথাটিও এখন সামনে আনুন। সেখানে আছে, হযরত ঈসা আ. যখন আসবেন, তখন দুনিয়াতে ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম নিঃশেষ হয়ে যাবে, যা হাদীস শরীফে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে,

تَهْلِكُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلُ كُلُّهَا إِلا الإِسْلام

"সমস্ত ধর্মের বিলুপ্তি ঘটবে, শুধু ইসলামেরই জয়জয়কার হবে।"

কিন্তু তার উল্টো মির্যাকে দেখুন, সে আসতেই মানুষদের কাফের বলা আরম্ভ করেছে। যারা তার অনুসরণ করে না তারা কাফের। যারা মুসলমান ছিল তাদেরকে সে অমুসলিম ঘোষণা দিয়েছে। নিজের অনুসারীরাই কেবল মুসলমান।

এখন মির্যার অনুসারীদের মাঝে দুটি দল সৃষ্টি হয়েছে। একদল লাহোরী, আরেকদল কাদিয়ানী। লাহোরীরা বলে থাকে, মির্যা কাদিয়ানী নবী ছিলেন না। আর যারা গায়রে নবীকে নবী মানে তারা কাফের। তাহলে লাহোরীদের দৃষ্টিতে কাদিয়ানীরা কাফের।

কাদিয়ানীরা বলে থাকে, মির্যা কাদিয়ানী নবী ছিলেন। আর যে নবীকে নবী মানবে না সে কাফের। অতএব তাদের দৃষ্টিতে লাহোরীরা কাফের।

তাহলে মির্যার নিকট সকল মুসলমান কাফের, লাহোরীদের দৃষ্টিতে কাদিয়ানীরা কাফের আর কাদিয়ানীদের কাছে লাহোরীরা কাফের। ফলাফল দাঁড়ালো, মির্যা দুনিয়াতে আসার পর সকল মানুষ কাফের। এবার বলুন, হযরত ঈসার আগমন হলে ইসলামের পতাকা বুলন্দ হবে। আর মির্যা আসার কারণে কুফর ছড়িয়ে পড়লো। তাহলে মির্যা মাসীহে হেদায়ত হলো নাকি গোমরাহকারী মাসীহ হলো?

আপনার কাছে আমার পঞ্চম দাবি হল: উল্লিখিত বিষয়টি কাদিয়ানীদের কাছ থেকে জেনে আসবেন এবং তাদের থেকে ব্যাখ্যা নিয়ে আসেবেন।

কাদিয়ানীদের অমুসলিম বলি কেন?

৪ . হযরত ঈসা আ. যখন আসবেন, তখন যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ দুনিয়াতে তখন কাফেরই থাকবে না, সেখানে যুদ্ধ কার সাথে হবে? কিন্তু মির্যা দুনিয়াতে আসার পর থেকে কতো যুদ্ধ হয়েছে, তা তো আপনাদের সামনেই রয়েছে।

৫. হযরত মাসীহ যখন অবতরণ করবেন, তখন মুসলমানদের ইমাম মুসলমান থেকেই হবেন অর্থাৎ ইমাম মাহদী। তো জানা গেলো, মাসীহ আর মাহদী ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। তাদের নাম, তাদের যুগ, তাদের কাজ সবকিছু হাদীসসমূহে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ রয়েছে। অথচ মির্যা বলেছে, "ঐ দুইজন মূলত একজন আর সে হলাম আমি।" এটা স্পষ্ট ভ্রান্তি। উম্মতে মুসলিমাহকে গোমরাহ করার চরম মিথ্যা ও বানোয়াট কথা।

৬. হযরত মাসীহ 'দামেশক' এ বায়তুল মাকদিসের পূবালী সাদা মিনারার কাছে অবতরণ করবেন। আর মির্যা বলেছে, দামেশ্ক থেকে উদ্দেশ্য হলো 'কাদিয়ান' শহর। কারণ কাদিয়ান দামেশক থেকে পূর্ব দিকে অবস্থিত। তার থেকে কেউ জিজ্ঞাসা করুন, দামেশ্কের পূর্ব দিকে কি আর কোন শহর নেই?

হযরত মাসীহ মিনারার উপর অবতরণ করবেন। মির্যা একটা মিনারা বানানোর জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলো। মিনারা প্রস্তুত হওয়ার পূর্বেই সে ইনতেকাল করেছে। মিনারা তার মৃত্যুর পর পরিপূর্ণ করা হয়েছে।

হাদীসের আলোকে বুঝা যায়, প্রথমে মিনারা তারপর মাসীহ। আর মির্যা পুরোই উল্টো। আগে মাসীহ পরে মিনারা!

এটা তো বড় মির্যার কথা ছিলো এবার ছোটমিয়া তার পুত্র মির্যা মাহমুদের কথা শুনুন। সে একবার দামেশ্ক গিয়েছিল। সেখানকার কাউকে বলল, "মিনারার দরজা খোল আমি সেখানে উঠবো, যাতে হাদিসের বাহ্যিক অর্থের সাথে মিলে যায়।"

এবার দেখুন, হযরত মাসীহ আকাশ থেকে আগমন করবেন আর সে নিচ থেকে উপরে উঠছে! এ ব্যাপারে ফয়সালা আপনিই করুন।

৭. আমাদের নবী বলেছেন, "হযরত মাসীহ দুটি রঙিন চাদর পরিধান করে আসবেন।" আর মির্যা তো অবতরণ করেনি বরং জন্মগ্রহণ করেছে। আবার গায়ে চাদরও ছিলো না, বরং উলঙ্গ জন্মেছে।

৮. হযরত মাসীহ আ. অবতরণকালে দু'জন ফেরেস্তার ডানার উপর ভর দিয়ে অবতরণ করবেন। কিন্তু মির্যা এর পুরোই বিপরীত।

৯. হযরত মাসীহ আ. ইসরাঈলের 'লুদ' নামক স্থানে দাজ্জালকে হত্যা করবেন। আর মির্যা তাকে হত্যা করা তো দূরের কথা, মূলত সে দাজ্জালী শক্তির প্রতিনিধি।

উপরোল্লিখিত বর্ণনাসমূহে মোট নয়টি আলামত বলা হয়েছে। আমার আবেদন আপনার কাছে, এমন কোনো আলামত কি আছে যেটি মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মাঝে রয়েছে?

কোন প্রকার আলামত তার মাঝে বিদ্যমান নেই। তো আপনিই চিন্তা করুন, মির্যা কি আসলেই মাসীহ না একজন চরম মিথ্যুক?

সে কীভাবে মাসীহ হলো?

এখানে একটি প্রশ্ন উঠে, মির্যা তাহলে মাসীহ কি করে হলো? মির্যার কিতাব 'কিশ্‌তিয়ে নূহ' এর মাঝে উল্লেখ আছে, "আল্লাহ তাআলা আমার নাম মারয়াম রেখেছেন। দু'বছর যাবৎ আমি 'মারয়াম সত্তার' গুণে গুণান্বিত ছিলাম। আমি পর্দার আড়ালে লালিত হয়েছি। যখন দু'বছর হলো তখন মারয়ামের মত আমার মাঝে ঈসার রুহ ফুঁকে দেওয়া হলো এবং রূপকভাবে আমাকে গর্ভবতী করা হয়েছে। শেষে কয়েক মাস পর, যা ১০ মাস থেকে বেশি হবে না- আমাকে মারয়াম থেকে ঈসা বানানো হলে।" (কিশ্‌তিয়ে নূহ ৪৬, ৪৭ রূহানী খাযায়েন ১৯/৫০।)

এখন দেখুন, সে গোলাম আহমদ থেকে মারয়াম হলো। অর্থাৎ পুরুষ থেকে মহিলা হলো। তারপর আবার গর্ভ সঞ্চার হলো। শেষে মারয়াম থেকে ঈসা হয়ে গেলো। এভাবে সে মির্যা গোলাম আহমদ থেকে মাসীহ হলো! ছিঃ, লজ্জা বলতে কিছু থাকলে কেউ এমন কথা বলতে পারে না।

মির্যার কদর্য চরিত্র

"একবার প্রতিশ্রুত মাসীহর (মির্যা কাদিয়ানীর) কাছে কাশফের অবস্থা এভাবে দেখা দিল যে, নিজেকে মহিলা মনে হল, আর আল্লাহ তাআলা পৌরুষত্বের শক্তি প্রকাশ করেছেন। জ্ঞানীদের জন্য ইঙ্গিতই যথেষ্ট।" (ইসলামী কুরবানীঃ লেখক, কাযি ইয়ার মুহাম্মাদ কাদিয়ানী পৃ. ১২।)

জনাব, এটা মির্যার হাদীস (নাউযুবিল্লাহ), যা তার সাহাবী (নাউযুবিল্লাহ) বর্ণনা করেছে যে, "মির্যা কাদিয়ানীর সাথে আল্লাহ তাআলা ঐ কাজই করেছে, যা স্বামী-স্ত্রী করে থাকে।" এটা হলো মির্যার কাশ্‌ফ। আর এমন কাশ্‌ফের উপর ভিত্তি করেই সে বলে, "মাসীহ ইবনে মারয়াম মারা গিয়েছে। আর মির্যাই সেই প্রতিশ্রুত মাসীহ।"

এবার মির্যার আরেকটি কাশ্‌ফ দেখুন , মির্যা তার কিতাব 'ইযাআতুল আওহাম' পৃ. ৭৭ 'রূহানী খাযায়েন' ৩/১৪০ পৃষ্ঠার টীকায় লিখেছে,

"কাশ্‌ফ হিসেবে আমি দেখেছি যে, আমার মরহুম সহোদর ভাই মির্যা গোলাম কাদের আমার পাশে বসে উঁচুস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করছে। পড়তে পড়তে এ বাক্যও পড়েছে যে,

إنا أنزلناه قريبا من القاديان

আমি তো শুনে আশ্চর্য! কাদিয়ানের কথাও কুরআনে আছে? তখন সে বলল, দেখুন এখানে উল্লেখ রয়েছে। তখন আমি বাস্তবেই দেখলাম, কুরআন শরীফের ডান পৃষ্ঠায় মাঝামাঝি স্থানে এই ইলহামী বাক্য উল্লেখ রয়েছে। তখন আমি মনে মনে বললাম, বাস্তবেই কাদিয়ানের কথা কুরআনে আছে। আর আমি বললাম, কুরআনের মাঝে তিনটি স্থানের নাম সম্মানের সাথে উল্লেখ করা হয়েছেঃ মক্কা, মদীনা এবং কাদিয়ান। এটা কাশ্‌ফ ছিল, যা মাত্র কয়েক বছর আগে আমাকে দেখানো হয়েছে।"

মুহতারাম, এটা হলো মির্যা কাদিয়ানীর কাশ্‌ফ, দিবালোকে নিজ হাতে লিখে সাজাচ্ছে আর এগুলোকে বাস্তব বাস্তব বলে মানুষের মাঝে বেড়াচ্ছে। আমার আরয হলো, মির্যা কাদিয়ানী তার দাবি অনুযায়ী সে নবী। আর কাশ্‌ফ তো দূরের কথা, বরং নবীদের স্বপ্নও শরীয়তের দলীল ও সঠিক। পবিত্র কুরআনে (সূরা সাফফাত ১০২) হযরত ইবরাহীম আ. ইসমাঈল আ.-কে কুরবানী করার ব্যাপারে স্বপ্ন দেখেছেন যে,

إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ

ইসমাঈল আ.এই স্বপ্ন শুনে এ কথা বলেননি যে, এটা কেবল একটা স্বপ্ন। বরং বলেছেন, আল্লাহ তাআলা যা আদেশ করেছেন তাই হবে। এর আলোকেই ইসমাঈল আ. পিতার সামনে শির নত করেছেন। আর

ইবরাহীম আ. ছুরি চালিয়েছেন। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, নবীদের কাশ্‌ফ তো বটেই, স্বপ্নও শরীয়তের দলীল।

এবার আপনি সকল কাদিয়ানীকে নিয়ে এ বিষয়টি মীমাংসা করুন যে, পবিত্র কুরআনে 'কাদিয়ান' নামক কোন শব্দ আছে কি না?

কখনো নেই, নিশ্চিত নেই। তাহলে বোঝা গেল, মির্যার কাশ্‌ফ বাস্তবতার বিপরীত এবং ভুল ছিল। কাজেই আপনিই বলুন, যার কাশ্‌ফের এমন অবস্থা, তার কাশ্‌ফের উপর ভিত্তি করে কি কুরআন-হাদীসের বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি দাঁড় করানো যাবে? যেমন কুরআন বলছে, হযরত মাসীহ আ. জীবিত এবং মির্যা কাদিয়ানীও কুরআন থেকে হযরত মাসীহকে জীবিত বলেছে। আবার ইলহামের মাধ্যমে বলে, তার মৃত্যু হয়েছে।

আপনিই বলুন, তাহলে আমরা কি কুরআনের কথা মানবো, না মির্যা কাদিয়ানীর মিথ্যা ইলহাম ও কাশ্‌ফকে মানবো?

মির্যা কাদিয়ানীর আরেকটি কাশ্‌ফের কথা শুনুন, যা তার কিতাব 'তাযকেরা'র তৃতীয় এডিশন ৭৫৯ পৃষ্ঠাতে রয়েছে, "আমার কাশ্‌ফ হয়েছে, তিনি (ইসমাঈল) আমার হাতে পায়খানা করেছেন।"

কাদিয়ানীরা এই কাহিনী যুগ যুগ ধরে তার কাশ্‌ফ বলে 'তাযকেরা' কিতাবে প্রচার করে যাচ্ছে।

জনাব! এ হলো মির্যার ইলহাম আর কাশ্‌ফ, যেগুলো মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এভাবে মির্যা কাদিয়ানী এতো পরিমাণে মিথ্যা বলতো, যার ইয়াত্তা নেই।

১. মির্যা কাদিয়ানী 'বারাহীনে আহমদীয়া' ৫/১৮১ এবং 'খাযায়েনে' ২১/৩৫৯ তে লিখেছে, "সহীহ হাদীসসমূহে এসেছে, প্রতিশ্রুত মাসীহ শতাব্দীর শুরুতে আসবেন এবং চতুর্দশ শতাব্দীর সংস্কারক হবেন।"

আমি দুনিয়ার সমস্ত কাদিয়ানীর আত্মমর্যাদার ও আত্মগৌরবের উপর চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি, আছো কি কোন কাদিয়ানী যে একটি মাত্র হাদীসে দেখিয়ে দিতে পারবে, হযরত মাসীহ চতুর্দশ শতাব্দীর শুরুতে আগমন করবেন এবং সে যুগের মুজাদ্দিদ হবেন? কোন কাদিয়ানী পারলে দেখাও।

আসলে এটা হলো, তার একটা ধোঁকা এবং স্বার্থসিদ্ধির প্রক্রিয়া মাত্র। কেননা সে চতুর্দশ শতাব্দীতে এসে মিথ্যা মাসীহর দাবি করেছে। আর তার এ কথাকে প্রমাণ করার জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে।

আমার ষষ্ঠ দাবিঃ আপনি কাদিয়ানী গুরুদের কাছে গিয়ে এমন একটি সুস্পষ্ট সহীহ হাদীস নিয়ে আসুন, যার মাঝে চতুর্দশ শতাব্দীর শুরুতে প্রতিশ্রুত মাসীহর কথা বলা হয়েছে। আচ্ছা, সহজ করে দিলাম যান, একটি দুর্বল বা জাল হাদীস হলেও নিয়ে আসুন!

জনাব, আপনি যদি ন্যায়ভাবে বিচার করেন, তাহলে এটা কঠিন কিছু না। দুই দুই চারের মত তার মিথ্যা বের করতে পারবেন।

দেখুন আমার হাতে মির্যার কিতাব 'হাকিকাতুল ওহী' পৃ. ১৯৩, ১৯৪ 'রূহানী খাযায়েন' ২২/২০১ সেখানে মির্যা লিখেছে, "এই উম্মাতের শেষ যুগ সংস্কারক প্রতিশ্রুত ঈসা, যিনি শেষ যুগে প্রকাশ হবেন। এখন জানার বিষয় হলো, এটা কি শেষ যুগ? ইহুদ-নাসারারা এটাকে সর্বসম্মতিক্রমে শেষ যুগ বলেছে। বিভিন্ন আলামত দেখা দিয়েছে। ইসলামের নেককার ব্যক্তিরাও এটাকে শেষ যুগ বলেছেন। চতুর্দশ শতাব্দির তিন বছর চলে গেছে। এগুলো হযরত ঈসা এ সময়ই প্রকাশ পাওয়ার শক্ত দলীল। আর আমি ঐ ব্যক্তি, যে শতাব্দী শুরু হওয়ার আগেই দাবি করেছি। কাজেই সেই প্রতিশ্রুত মাসীহ শেষ যুগের মুজাদ্দিদ। আর সেই হলাম আমি।"

মির্যা কাদিয়ানীর কথা থেকে ফলাফল বের হয় :-

১. প্রত্যেক শতাব্দীতে একজন যুগ সংস্কারক হয়।

২. শেষ যুগের মুজাদ্দিদ মাসীহ হবেন।

৩. যেহেতু এটা শেষ যুগ, তাই এই যামানার মুজাদ্দিদ প্রতিশ্রুত মাসীহ। আর সে হলাম আমি।

৪. আমিই প্রতিশ্রুত মাসীহ। কারণ এটাই শেষ যুগ।

জনাব, চতুর্দশ শতাব্দী শেষ হওয়ার পর কেয়ামত আসেনি। বরং পঞ্চদশ শতাব্দী শুরু হয়েছে। এতে মির্যা কাদিয়ানীর কুফরী আমাদের কাছে আরো স্পষ্ট হয়ে গেছে। কারণ পঞ্চদশ শতাব্দী বলে দিয়েছে,

চতুর্দশ শতাব্দী শেষ যুগ নয়। তাহলে সে শেষ মুজাদ্দিদও হলো না এবং মাসীহও হলো না।

সুতরাং তার উপরোল্লিখিত কথার আলোকে এ ফল দাঁড়ালো, চতুর্দশ শতাব্দী শেষ যুগও ছিল না, মির্যা সে যুগের মুজাদ্দিদও ছিল না এবং সে প্রতিশ্রুত মাসীহও নয়।

শেষ কথা

আমি শুরুতেই বলেছি–

১. মির্যা কাদিয়ানী আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে তিরস্কারমূলক কথা বলেছে। 'রূহানী খাযায়েন' ২১/১৩৯ পৃষ্ঠায় বলেছে, "কোন জ্ঞানী এ কথা কবুল করতে পারে যে, খোদা এই যুগে শুনে কিন্তু বলেন না। যদি এ প্রশ্ন করা হয়, কেন বলতে পারেন না? মুখে কি কোন সমস্যা আছে?"

এবং তার কিতাব 'দাফেউল বালা' পৃ. ১১, 'রূহানী খাযায়েন' ১৮/২৩১ এ বলেছে, "সত্য খোদা হলেন তিনি, যিনি কাদিয়ানে নিজ রাসূল পাঠিয়েছেন।" এ কথার অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলার সততা মির্যার নবুওয়াতের উপর সীমাবদ্ধ! যদি মির্যা কাদিয়ানী নবী না হয়, তাহলে আল্লাহও আল্লাহ নন। কারণ সত্য আল্লাহ তো তিনিই, যিনি কাদিয়ানে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন।

এভাবে রূহানী খাযায়েন ১৩/১০৩ পৃষ্ঠাতে লিখেছে, "আমি কাশফে দেখেছি আমি খোদা। এটাই আমি বিশ্বাস করেছি।"

২. মির্যা কাদিয়ানী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র সত্তা মোবারকের সাথে কী আচরণ করেছে দেখুন।

ক. তার কিতাব রূহানী খাযায়েন ১৮/২০৭

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ

"এখানে আমার নাম মুহাম্মাদ রাখা হয়েছে এবং রাসূলও।"

খ. মির্যা কাদিয়ানীর ছেলে বশির 'কালেমাতুল ফস্‌ল' এ লিখেছে (পৃ. ১০৪/১০৫), "প্রতিশ্রুত মাসীহ ও আমাদের নবীর মাঝে কোন পার্থক্য নেই।.. কাদিয়ানে আল্লাহ তাআলা আবার মুহাম্মাদকে প্রেরণ করেছেন।"

কাদিয়ানীদের অমুসলিম বলি কেন?

গ. ঐ কিতাবের ১৫৮ পৃষ্ঠায় লিখেছে, "প্রতিশ্রুত মাসীহ অর্থাৎ মির্যা স্বয়ং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। তিনি ইসলামকে বুলন্দ করার জন্য দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে এসেছেন।"

ঘ. ১১৩ পৃষ্ঠায় লিখেছে, সুতরাং যিল্লি নবী হওয়াটা প্রতিশ্রুত মাসীহর (মির্যা কাদিয়ানী) মর্যাদা কমায়নি, বরং বৃদ্ধি করেছে। এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরাবর করে দিয়েছে।

জনাব, শুধু এটুকুই নয়, বরং তারা আল্লাহর রাসূলের উপাধি ও পদ-মর্যাদা সমূহকেও মির্যার জন্য সাব্যস্ত করে। যেমন, দরূদ ও সালাম (তাযকেরা পৃ. ৭৭৭), يس (তাযকেরা পৃ. ৪৭৯), مُدَّثِّرُ (তাযকেরা পৃ. ৫১), إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (তাযকেরা পৃ. ৩৭৪) رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (তাযকেরা পৃ. ৮১)।

৩. শুধু এটুকু নয়, বরং মির্যা কাদিয়ানী আমাদের নবীসহ সকল নবীকে হেয় প্রতিপন্ন করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। তার বই 'হাকিকাতুল ওহী' ৮৯ 'খাযায়েন' ২২/৯২ তে লিখেছে– "আসমান থেকে কতক সিংহাসন এসেছে, আর এতে আপনারটা সবার উপরে বিছানো।"

অন্যত্র বলেছে, "যদিও অনেকেই নবী হয়েছেন, কিন্তু আমি কারো থেকে কম নই। সকল নবীর শরীয়ত আমাকে পূর্ণভাবে দেওয়া হয়েছে। আমার আগমনে সকল নবী জীবিত হয়েছে। আর প্রত্যেক রাসূল আমার কাপড়ে লুকানো।" (রূহানী খাযায়েন ১৮/৪৭৭, ৪৭৮।)

৪. এভাবে মির্যা কাদিযানী ঈসা আ. সম্পর্কে নির্লজ্জ কথা লিখেছে, "হযরত ঈসার তিন দাদী ও নানী যিনাকারিনী ছিলেন!" (খাযায়েন ১১/২৯১)

৫. মির্যা কাদিয়ানী 'তাযকেরা' ৬০৭ পৃষ্ঠায় লিখেছে, "আল্লাহ তাআলা আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন, যে ব্যক্তির কাছে আমার দাওয়াত পৌঁছার পরও আমার উপর ঈমান আনে নি, সে কাফের এবং যে আমার বিরোধিতা করবে সে জাহান্নামী।" আরো বলেছে, "যারা তার দুশমন, তারা জঙ্গলের শুকর এবং তাদের মহিলারা কুকুরনী।" (খাযায়েন ১৪/৫৩।)

৬. মির্যা মিথ্যা বলতো, হারাম খেতো, ওয়াদা খেলাফ করতো। এখানে একটা ঘটনা বলি। মির্যা 'বারাহীনে আহমদীয়া' কিতাব লিখার

ই'লান করেছিল। মানুষকে সে বলেছিল, ৫০ ভলিয়ম বের করবে। অগ্রিম টাকা মানুষের কাছ থেকে উসূল করেছে সে। ৫০ ভলিয়মের স্থলে মাত্র চার ভলিয়ম লিখেছে। মানুষ বাকিগুলো খুঁজছিল। কিছুদিন পর আরো এক ভলিয়ম মানুষের হাতে দেয় এবং বলে, আমার ৫০ ভলিয়মের যে ওয়াদা ছিল, তা আমি পুর্ণ করেছি। কারণ ৫০ আর ৫ এর মাঝে মাত্র একটা শূন্যের পার্থক্য। দেখুন, এখানে সে কত বড় দাজ্জালী করেছে!

প্রথমত: ৫০ ভলিয়মের পয়সা নিয়েছে। আর ভলিয়ম দিয়েছে ৫টি। তাহলে বাকি টাকাটা কি হারাম হয়নি?

দ্বিতীয়ত: ৫০ ভলিয়মের ওয়াদার খেলাফ করে দিয়েছে ৫।

তৃতীয়ত: ৫০ আর ৫ এর মাঝে নাকি মাত্র একটি শূন্যের পার্থক্য! এটাতো চরম একটা মিথ্যা কথা! কেননা উভয়ের মাঝে ৪৫-এর পার্থক্য।

এখন আপনিই বলুন, যে মিথ্যা বলে, ওয়াদা খেলাফ করে এবং হারাম খায় সে কি নবী হতে পারে?

৭. মির্যা তার লাহোরী এক মুরীদের কাছে মদ চেয়ে চিঠি পাঠায়। এতে বেঝা যায়, সে মদ পান করতে আসক্ত ছিল। (দ্র. খুতূতে ইমাম বনামে গোলাম পৃ. ৫।)

৮. লাহোরী মির্যাদের পক্ষ হতে মির্যা মাহমুদের কাছে চিঠি পাঠানো হয়। ঐ চিঠি মির্যা মাহমুদ জুমার খুতবায় মানুষের সামনে পড়ে শুনায়। যা তাদের দৈনিক “আল-ফযল” পত্রিকায় (**১৯৩৮** সালের **৩১**ই আগস্ট, পৃ. ৬ কলাম **১**) প্রকাশিত হয়। এতে রয়েছে, “হযরত মসীহে মাওউদ (মির্যা কাদিয়ানী) আল্লাহর ওলী ছিলেন। আর (এই) আল্লাহর ওলীও কখনো কখনো যেনা-ব্যভিচার করতেন। যদি তিনি কখনো কখনো ব্যভিচার করেছেন তাতে আপত্তি নেই। (কারণ তিনি কখনো কখনো করেছেন।) কিন্তু আমাদের আপত্তি হচ্ছে, বর্তমান খলীফা (মির্যা বশীর উদ্দীন) এর উপর। কেননা সে সর্বদা ব্যভিচার করে।”

আমার কথা শেষ, এখন বলুন আপনার অভিমত কি?

– কাদিয়ানী : আমি চিন্তা-ভাবনা করে দেখব। (কাদিয়ানী ভাই পনের দিনের ওয়াদা করে ছিলো; কিন্তু কোন জবাব আসেনি।)

কাদিয়ানী ও অন্য কাফেরদের মাঝে পার্থক্য

মূল

হযরত মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানবী রাহ.

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা বা'দ!

কাদিয়ানী সম্প্রদায় ও অন্য কাফেরদের মাঝে পার্থক্য কী? এটি এমন একটি প্রশ্ন, যা আমাদের অনেকের মাথায় কাঁটার মত বিদ্ধ হয়ে আছে। কারণ ধরেই নিলাম, কাদিয়ানীরা অমুসলিম। এ পৃথিবীতে অমুসলিম তো আরো অনেক রয়েছে, যেমন ইহুদী আছে, খৃষ্টান আছে, হিন্দু আছে, শিখ আছে, আরো অনেক ধর্ম রয়েছে,; কিন্তু এসব অমুসলিমদের দাওয়াত দেওয়া বা তাদের বিরোধিতা করার জন্য তো সাংগঠনিকভাবে কোন শক্তি, বা কোন সংঘবদ্ধ প্রয়াস আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না।

কেবল কাদিয়ানীদেরই বা কী অপরাধ? তাদের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য বিশ্বব্যাপী সংগঠন ও দাওয়াতী টিম গঠন করার প্রয়োজন দেখা দিল। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে কোন কাদিয়ানী থাকলে সেখানে গিয়ে কাদিয়ানীদের গোমর ফাঁস করা, তাদের গোমরাহী ও ভিত্তিহীনতা প্রকাশ করে তাদেরকে লজ্জিত করার জন্য কেন এ সংগঠনের লোকজন মরিয়া হয়ে ওঠেন? অন্য কোন অমুসলিম জাতির ব্যাপারে তো আমরা এমনটি দেখতে পাই না?

আর কোন্ কারণে যুগের ইমাম আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রাহ. থেকে শায়খুল ইসলাম মাওলানা ইউসুফ বানূরী রাহ. পর্যন্ত, আমীরে শরীয়ত সায়্যিদ আতাউল্লাহ শাহ বুখারী রাহ. থেকে নিয়ে হযরত মুফতী মাহমূদ হাসান গাঙ্গূহী রাহ. পর্যন্ত সকল বুজুর্গানে দীনই কাদিয়ানীদের কুফরীর বিষয়টিকে অনেক গুরুত্ব দিয়ে দেখেছেন? অন্য কাফেরদেরকে

বাদ দিয়ে কেন শুধু কাদিয়ানীদের প্রতিহত করার জন্য বিশ্বব্যাপী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন?

প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার আগে আমি একটি উদাহরণ পেশ করতে চাই। তা হলো, শরীয়তের দৃষ্টিতে মদ অবৈধ। মদ তৈরি করা, পান করা, বিক্রি করা সবই হারাম। তেমনি শরীয়তের দৃষ্টিতে শুকর হারাম ও নাজিসুল আইন (সত্তাগত নাপাক)। তার গোশত খাওয়া, বিক্রি করা বা লেনদেন করা সবই হারাম। এই মাসআলা আমাদের সকলেরই জানা।

এখন কেউ যদি বাজারে মদ বিক্রি করে, সে অপরাধী। কিন্তু কেউ যদি মদভর্তি বোতলের উপর যমযমের পানির লেবেল লাগিয়ে দিয়ে তা বাজারজাত করে সেও অপরাধী। দুই অপরাধীর মাঝে পার্থাক্যটা কোথায়? তা সবারই জানা।

অনুরূপ কেই যদি বাজারে শুকরের গোশত বিক্রি করে এবং স্পষ্টভাবে সে বলে দেয়, এটা শুকরের গোশত, যার মন চায় ক্রয় কর আর যার মন চায় বিরত থাক। এ লোকটা যেমন শুকরের গোশত বিক্রি করার কারণে অপরাধী, তেমনি কেউ যদি শুকর ও কুকুরের গোশতকে খাসীর গোশত বলে বিক্রি করে সেও অপরাধী। কিন্তু দুই অপরাধীর মাঝে আকাশ পাতাল ব্যবধান রয়েছে।

কারণ একজন তো হারামকে হারামের নাম বলেই বিক্রি করলো, যে জিনিসের নাম শুনলেই মুসলমানের দিল-মন ঘৃণায় ভরে ওঠে। কিন্তু অপরজন হারাম শুকরকে হালাল খাসী কিংবা দুম্বার গোশত বলে বিক্রি করার কারণে হালাল ভক্ষণকারী মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিল। হালাল গোশতের কথা বলে হারাম শুকরের গোশত খাইয়ে দিল। এ দুই বিক্রেতার মাঝে যে ব্যবধান রয়েছে, ইহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও শিখদের মাঝে আর কাদিয়ানীদের মাঝে ঠিক সেই একই ব্যবধান।

একজন হারাম বিক্রি করে তবে মুসলমানদেরকে হারাম খাওয়াতে পারে না। অপরজন হারাম শুধু বিক্রিই করে না, বরং মুসলমানদেরকে নিজের অজান্তে হারাম খেতে বাধ্য করে। শক্তিবর্ধক ঔষধের নামে বিষ খাইয়ে দিয়ে পাড়ার সব মানুষকে হত্যা করার মত। অথচ বাজারে বিষের বোতলে রাখা বিষ খেয়ে মানুষ মরার দৃষ্টান্ত খুব বিরল।

কুফরীর সাথে ইসলাম ও মুসলমানদের সংঘাত চিরকালীন। কিন্তু পৃথিবীর অন্য কাফেররা তাদের কুফরীর মাঝে ইসলামের লেভেল লাগায় না এবং নিজেদের কুফরীকে বিশ্ববাসীর সামনে ইসলাম বলে পেশ করে না। একমাত্র কাদিয়ানীরাই তাদের কুফরীর উপর ইসলামের লেভেল লাগায়। শুধু তাই নয়, কুফরীটাকে ইসলাম বলে প্রচার করে তারা সাধারণ মুসলমানদেরকে ধোঁকাগ্রস্ত করে থাকে।

কুফরীর প্রকারসমূহ

স্বভাবিকভাবে সর্বসাধারণের বোঝার জন্য তো এতটুকুই যথেষ্ট। তবে ইলমী গবেষণার আলোকে বুঝতে হলে আমাদের জানতে হবে যে, কাফেরদের অনেক প্রকারভেদ আছে। এর মধ্যে তিনটি প্রকার সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট।

১. প্রকাশ্য কাফের তথা যে প্রকাশ্যেই কুফরী করে বেড়ায়।

২. অপ্রকাশ্য কাফের বা মুনাফিক। অর্থাৎ যে মূলত কাফেরই। কিন্তু কোন ফায়দা হাসিলের উদ্দেশ্যে সমাজে নিজেকে মুসলমান বলে প্রকাশ করে।

৩. অপ্রকাশ্য কাফের বা যিন্দীক। অর্থাৎ যে শুধু কাফের তাই নয়; বরং কাফের হওয়ার পাশাপাশি পরিকল্পিতভাবে নিজের কুফরীটাকেই ইসলাম বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করে।

সাধারণত কাফের বলতে এই তিন প্রকারের মধ্যে হতে প্রথম প্রকার তথা প্রকাশ্য কাফেরদেরকেই বোঝানো হয়। ইহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু ও বৌদ্ধ ইত্যাদী ধর্মাবলম্বীরা এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। মক্কার মুশরিকরাও এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এদের চেয়েও মারাত্মক হলো দ্বিতীয় প্রকারের কাফের। যাদেরকে মুনাফিক বলা হয়। যারা মুখে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ স্বীকার করে অথচ অন্তরে কুফরীকে গোপন রাখে। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ.

তারা আপনার কাছে আসলে বলে, "আমরা সাক্ষ্য দিই যে, নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তো জানেন, অবশ্যই আপনি তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ তাআলা সাক্ষ্য দেন যে, নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী।"

অন্যত্র বলেছেন, يُرَاءُونَ النَّاسَ "তারা লোক দেখায়।" অন্যত্র বলেছেন, إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ "মুনাফিকরা জাহান্নামের একেবারে নিম্নে থাকবে।" কারণ তারা কুফরীর পাশাপাশি মিথ্যারও আশ্রয় নিয়েছে। মানুষদেরকে ধোঁকা দিয়েছে এবং অবৈধ মতলব হাসিল করার লক্ষ্যে কালিমা তায়্যিবাকে উপায় হিসেবে ব্যবহার করেছে।

মুনাফিকদের চেয়েও মারাত্মক ক্ষতিকর হলো তৃতীয় প্রকার কাফেররা। যারা কাফের হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের মুসলমান বলে দাবি করে। শুধু তাই নয়, তারা তাদের কুফরীটাকেই ইসলাম বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করে এবং কুরআনে কারীমের আয়াত, রাসূলের হাদীস, সাহাবীদের বক্তব্য ও বুজুর্গানে দীনের বিভিন্ন উক্তিকে কাটছাট করে জোড়া-তালি দিয়ে নানাবিধ অপব্যাখ্যার মাধ্যমে নিজেদের কুফরীটাকেই প্রকৃত ইসলাম আর প্রকৃত ইসলামকে কুফরী বলে প্রমাণ করার অযথা চেষ্টা চালায়। শরীয়তের পরিভাষায় এসব লোকদেরকে 'যিন্দীক' বলা হয়।

অতএব কাফেরদের মোট তিনটি শ্রেণী হলোঃ এক. সাধারণ কাফের বা প্রকাশ্য কাফের। দুই. মুনাফিক। তিন. যিন্দীক।

চার মাযহাবে মুরতাদের বিধান

কেউ যদি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়, তার ব্যাপারে চার মাযহাবের সর্বসম্মত বিধান হলো, তাকে মাত্র তিন দিনের সুযোগ দেওয়া হবে। এরই মধ্যে তাকে বোঝানো হবে এবং ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে তার যাবতীয় প্রশ্ন ও সন্দেহ দূরভীত করার চেষ্টা করা হবে। যদি তিন দিনের মধ্যে তার বুঝে এসে যায় এবং পুনরায় সে ইসলাম ধর্মে ফিরে আসে, তাহলে তো অনেক ভাল। অন্যথায় এসব লোকের অস্তিত্ব থেকে এ পৃথিবীর মাটিকে পবিত্র করে দেওয়া আবশ্যক। এটাই মুরতাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফায়সালা যে, তাকে হত্যা করা হবে। এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই।

এ পৃথিবীর সুসংহত প্রত্যেকটি দেশের সংবিধানে মৃত্যুদণ্ডকে রাষ্টিদ্রোহিতার চূড়ান্ত শাস্তি হিসেবে নির্ধারণ করা আছে। যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ছেড়ে দেয়, সে তো ইসলামদ্রোহী। তাই ইসলাম ধর্মে তার চূড়ান্ত শাস্তিও মৃত্যুদণ্ড রাখা হয়েছে। কিন্তু এ বিধানের ক্ষেত্রেও ইসলাম তার প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল আচরণ করে থাকে।

কারণ কোন দেশই আসামী গ্রেফতার হওয়ার পর রাষ্ট্রদ্রোহীতার প্রমাণ পাওয়া গেলে তাকে কোনভাবেই ছাড় দেওয়া হয় না। সে যতই ক্ষমা চাক, যতই আপত্তি পেশ করুক আর তাওবা করুক, ভবিষ্যতে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মত অপরাধ না করার যতই কসম খেয়ে অঙ্গীকার করুক, কোন কিছুই শোনা হয় না এবং কোনভাবেই তাকে ক্ষমার উপযুক্ত মনে করা হয় না।

পক্ষান্তরে ইসলাম ধর্মও ইসলামদ্রোহিতার শাস্তি মৃত্যুদণ্ডকে নির্ধারণ করেছে। পাশাপাশি অপরাধীর প্রতি এতটুকু সহানুভূতি পোষণ করেছে যে, তাকে তিন দিনের সময় দেওয়া হবে, তাওবা করার সুযোগ দেয়া হবে। শুধু তাই নয়, নিয়মতান্ত্রিকভাবে তাকে তাওবা করার জন্য বলা হবে, তাওবা করে নাও, একটু ক্ষমা চেয়ে নাও, তাহলেই তুমি মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে।

এসব কিছুর পরও যদি কেউ ফিরে না আসে, এরূপ হতভাগার জন্য মৃত্যুদণ্ডই বাঞ্ছনীয়। কারণ সে তো এ সমাজের জন্য বিষাক্ত ক্ষতের মত। কোন অঙ্গ যদি বিষাক্ত পঁচনশীল রোগে আক্রান্ত হয়, ডাক্তার শরীরের অন্যান্য অঙ্গকে রক্ষা করার জন্য সে অঙ্গটিকে কেটে ফেলে। দুনিয়ার কোন আদালত তাকে অত্যাচার মনে করে না। কারণ, না কাটলে এর বিষক্রিয়া সমগ্র শরীরে ছড়িয়ে তার মৃত্যু ডেকে আনবে।

অতএব বিষাক্ত পঁচনশীল অঙ্গের পঁচন রোধ করার জন্য একটি অঙ্গ কেটে ফেলা যদি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বলে বিবেচিত হয়, মুরতাদ হওয়াটাও ইসলাম ধর্মের একটি বিষাক্ত পঁচনশীল রোগের মত। তাওবার সুযোগ দেওয়ার পরও যদি কোন মুরতাদ ফিরে না আসে তার মৃত্যুদণ্ডই হওয়া উচিৎ। কারণ তাকে ছেড়ে দিলে সমাজের জন্য মৃত্যু ডেকে আনবে। তাই

সকল মাযহাব মতে মৃত্যুদণ্ডই মুরতাদের চূড়ান্ত ফায়সালা। এটাই যুক্তিযুক্ত ও সুস্থ বিবেকের দাবি। গোটা উম্মতের শান্তি তাতেই নিহিত।

পরিতাপের বিষয় হলো, এতদ্বসত্ত্বেও ইসলাম ধর্মে মুরতাদের শাস্তিতে মৃত্যুদণ্ডের বিধান কেন রাখা হলো, সে বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। আমেরিকার রাষ্ট্রপ্রধানের রাজ সিংহাসন উল্টে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে কেউ ধরা পড়লে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়, এতে কোন প্রশ্ন ওঠে না। রোম সাম্রাজ্যের বিদ্রহকারী পাকড়াও হলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিলেও কোন সমস্যা হয় না। দুনিয়ার কোন আদালত বা সংবিধান নাক গলায় না।

আশ্চর্য হলো, কেবল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর বিদ্রোহীদের উপর যদি কোন মৃত্যুদণ্ড প্রয়োগ করা হয় তখন সকলেই বলে ওঠে, এ শাস্তি অমানবিক! এটা হওয়া উচিৎ নয়!

যিন্দীকের বিধান

আর যিন্দীক তথা যে ব্যক্তি কাফের অথচ নিজের কুফরীটাকে ইসলাম বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করে তার ব্যাপারটি মুরতাদের চেয়েও মারাত্মক। ইমাম মালেক রহঃ বলেন, "আমার মতে কোন যিন্দীকের তাওবা কবুল হয় না"। অর্থাৎ যিনা ব্যভিচার বিংবা চুরির অপরাধ প্রমাণিত হলে যেমন তার শাস্তি তাওবার কারণে মাফ হয় না। তাওবা করলেও শরীয়তসম্মত শাস্তি তার উপর প্রয়োগ করতেই হয়। যিন্দীকের ব্যাপারে ইমাম মালেক রহ. এর তেমনি বক্তব্য। অর্থাৎ তাওবা করলেও তার শাস্তি তার উপর প্রয়েগ করা হবে। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আহমদ রহ.-এরও একই অভিমত।

হ্যাঁ, অপরাধ জনসম্মুখে প্রকাশিত হওয়া কিংবা অপরাধে পাকড়াও হওয়ার পূর্বেই যদি স্বেচ্ছায় এসে তাওবা করে তার ব্যাপার ভিন্ন। তবে ইমাম শাফেয়ীও প্রসিদ্ধ বর্ণনানুযায়ী ইমাম আহমদ রহ. বলেন, যিন্দীকের বিধান মুরতাদের মতই। অর্থাৎ তাকে তাওবা করার জন্য তিন দিনের সুযোগ দেয়া হবে এর মধ্যে তাওবা করে ফিরে না আসলে তাকে হত্যা করা হবে।

কাদিয়ানীরা যিন্দিক

কাদিয়ানীরা যিন্দীক। কারণ তারা খতমে নবুওয়াতকে অস্বীকার করে; বরং তারা অপব্যাখ্যার মাধ্যমে নিজেদের কুফরীকেই ইসলাম বলে সাব্যস্ত করার অপচেষ্টা চালায়। এটা কুকুরের গোশতকে হালাল বলে চালিয়ে দেওয়ার মতো। সারা পৃথিবী জানে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

হে লোক সকল! আমি হলাম সর্বশেষ নবী এবং তোমরা সর্বশেষ উম্মত। দুই শতাধিক হাদীস এমন রয়েছে, যাতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন শিরোনামে, বিভিন্ন আঙ্গিকে, বিভিন্ন ভঙ্গিতে, ভিন্ন ভিন্ন ভাবধারায় খতমে নবুওয়াতের বিষয়টি বুঝিয়ে গেছেন যে, হুজুরের পর আর কেউ নবী হবে না।

খাতামুন্নাবিয়্যীনের সঠিক ব্যাখ্যা

খাতামুন্নাবিয়্যীনের সঠিক ব্যাখ্যা হলো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম সর্বশেষ নবী, তাঁর আগমনের পর নবীদের আগমনের ধারা বন্ধ হয়ে গেছে। সে ধারায় সীলমোহর লেগে গেছে। সুতরাং এখন থেকে আর কেউ নবী হতে পারবে না। যেমনিভাবে চিঠির খামের মুখ বন্ধ করে সীলমোহর মেরে দিলে তাতে আর কোন লেখা ঢুকানোর সুযোগ থাকে না। তেমনি নবুওয়াতের ধারাবাহিকতার ফিরিস্তিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের আগমনের দ্বারা সীলমোহর মেরে দেয়া হয়েছে। সুতরাং সে ফিরিস্তিতে আর কারো নাম অন্তর্ভূক্ত করার সুযোগ নেই, তা থেকে কোন নামকে বাদ দেওয়ারও সুযোগ নেই।

খাতামুন্নাবিয়্যীনের অপব্যাখ্যা

অথচ কাদিয়ানীরা এ অর্থের অপব্যাখ্যা করে বলে, খাতামুন্নাবিয়্যীনের অর্থ হলো, "নবুওয়াতের পরওয়ানাকে সত্যায়নকারী"। তারা বলে, যেমনিভাবে কোন কাগজে সই করে কোট কাচারী থেকে তাতে সীল মেরে দেয়া হলে কাগজটিকে সত্যায়িত বলে মনে করা হয়, তেমনিভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামও এরূপ অর্থেই খাতামুন্নাবিয়্যীন। অর্থাৎ তিনি নবুওয়াতের পরওয়ানায় মোহর লাগিয়ে লাগিয়ে মানুষকে নবী

বানান। ইতিপূর্বে কাউকে নবী বানানোর কাজটি স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নিজেই সম্পাদন করতেন। যাকে ইচ্ছা নিজেই নবুওয়াত দান করতেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম পৃথিবীতে আগমনের পর এ মহান দায়িত্বটি আল্লাহ তাআলা তাঁর হাতে এভাবে সোপর্দ করে দিলেন যে, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই নবুওয়াতী সীলমোহর দিয়ে সত্যায়ন করে বানিয়ে দিবেন।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, যদি খাতামুন্নাবিয়্যীনের অর্থ এ-ই হয়, তাহলে এ চৌদ্দশ বছরে উম্মতের মাঝে কেবল একজনই নবী হলেন! এবং এও একজন ট্যারা চক্ষু বিশিষ্ট বিকলাঙ্গ! হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের মোহর কেবল একজন নবীই বানাল? এবং গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মত কানা দাজ্জালকে? নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক।

এটাই হলো কাদিয়ানীদের যিন্দীক বলার কারণ। তারা এমন এমন আকীদা পোষণ করে থাকে, যেগুলো ইসলামের দৃষ্টিতে নিশ্চিত কুফরী। আর এ কুফরী আকীদাগুলোকেই তারা ইসলামের নামে চালিয়ে দেয় এবং তা প্রমাণ করার জন্য কুরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যা করে চলে। কুকুরের গোশতকে হালালা বলে চালিয়ে দেওয়ার মতো।

কাদিয়ানীদের কালিমা

কাদিয়ানীরা দাবি করে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পৃথিবীতে দুইবার আগমন হওয়ার কথা ছিল। প্রথম বার তিনি মক্কা মুকার্‌রামাতে আগমন করেন এবং তা তেরশ বছর পর্যন্ত বহাল ছিল। চৌদ্দ শতকের শুরুতে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর রূপে কাদিয়ান নামক শহরে দ্বিতীয়বার তাঁর আগমন হয়।

এজন্য তাদের নিকট গোলাম আহমদ কাদিয়ানীই হলেন স্বয়ং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এবং কালিমায়ে তায়্যিবার মধ্যে মুহাম্মাদুর রাসূল্লাহ বলতে তারা মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকেই বুঝিয়ে থাকে। মির্যা বশীর আহমদ লিখেন, "মসীহে মাওঊদ (মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী) হলেন স্বয়ং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। যিনি ইসলাম প্রচারের জন্য দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আগমন করেছেন। এজন্য আমাদের নতুন কোন কালিমার

প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ, যদি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর স্থলে অন্য কেউ আসতেন তাহলে প্রয়োজন হতো। (কালিমাতুল ফ্সল পৃ. ১৫৮।)

অতএব তাদের নিকট 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'র অর্থ হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মির্যা গোলাম আহমদ রাসূলুল্লাহ' (নাউযুবিল্লাহ) যিনি দ্বিতীয়বারের মত কাদিয়ান নগরীতে আগমন করেছেন। মির্যা বশীর আহমদ নিজেই বলে দিলেন যে, আমাদের নিকট মির্যা কাদিয়ানী নিজেই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এবং আমরা মির্যা কাদিয়ানীকে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ মেনেই তাঁর কালিমা পাঠ করি। এজন্য আমাদের নতুন কোন কালিমা বানানোর দরকার নেই।

পাঠক একটু চিন্তা করুন! এরপরও তারা বলে, আমরা 'আহমদীয়া মুসলিম জামাত', আমরা মুসলমান লন্ডনে নিজেদের এলাকার নাম দিয়েছি "ইসলামাবাদ"। কোন মুসলমানের সাথে কথা বলতে গেলে ধোঁকার আশ্রয় নিয়ে বলে, "মৌলভীরা তো এমনিতেই অনেক কথা বলে বেড়ায়। দেখ না আমরা নামায পড়ি, রোযা রাখি, এটা করি, সেটা করি এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খাতামুন্নাবিয়্যীনও মনে করি। আমাদের সকল শর্তসমূহ বাইআতের মাঝে লেখা আছে। সেখানে এটাও লেখা আছে যে, আমি সত্য দিলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খাতামুন্নাবিয়্যীন বলে বিশ্বাস করি।" এটা কি যিন্দীকের কাজ নয়?

কাদিয়ানীরা মুসলমান দাবি করার কী অধিকার?

কাদিয়ানীদের মুসলমান দাবি করার কোন অধিকার নেই। এই কাদিয়ানী সম্প্রদায়, তারা মির্যা গোলাম আহমদকে নবী ও রাসূল হিসেবে মানবে, আবার মুসলমান বাদ দিয়ে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ নামে দুনিয়ার সামনে পেশ করবে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর কালিমাকে বাদ দিয়ে তার স্থানে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মিথ্যা বানোয়াট ওহীকে মুক্তির একমাত্র উপায় মনে করবে, আবার পূর্ণ বাহাদুরীর সাথে ঘোষণা করবে যে, "আমরা মুসলমান, যারা আহমদী নয় তারা কাফের" এ অধিকার তাদেরকে কে দিয়েছে?

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর ছেলে মির্যা বশীর আহমদ লিখেছেন, "প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে মূসাকে মানে কিন্তু ঈসাকে মানে না,

অথবা ঈসাকে মানে কিন্তু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানে না, অথবা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানে কিন্তু মাসীহ মাওউদ (মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী) কে মানে না, সে শুধু কাফেরই নয় বরং পাক্কা কাফের এবং ইসলামের গণ্ডি থেকে সম্পূর্ণ বহির্ভূত"। (কালিমাতুল ফস্‌ল পৃ. ১১০) এ কেমন ধৃষ্টতা!?

আমার বলার উদ্দেশ্য হলো, তাঁরা আলাদা নবী বানিয়েছে, আলাদা কুরআন বানিয়েছে। (যার নাম 'তাযকিরাহ' যা তাদের নিকট মুসলমানদের কুরআনের মত মর্যদাবান) আলাদা উম্মত বানিয়েছে, আলাদা শরীয়ত বানিয়েছে এবং আলাদা কালিমাও বানিয়েছে। এতদসত্ত্বেও তারা তাদের ধর্মের নাম দেয় ইসলাম। আর আমাদের ধর্মকে তারা কুফরী বলে সাব্যস্ত করে।

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত ধর্ম তাদের নিকট কুফরী হয়ে গেল, আর মির্যা গোলাম কাদিয়ানীর ধর্মের নাম হলো ইসলাম! (নাউযুবিল্লাহ) তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন হলো, আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনের কোন্ বিষয়টিকে অস্বীকার করেছি, যে কারণে তোমরা আমাদেরকে কাফের বল? নাকি মির্যা গোলাম কাদিয়ানীর আগমনের কারণে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত ধর্মের নাম কুফরী হয়ে গেল? আগে তো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর আনীত ধর্মকে ইসলাম বলা হতো এবং সে ধর্মের অনুসারীকে মুসলমান বলা হতো।

কিন্তু যখন মির্যা গোলাম কাদিয়ানীর আগমন হলো, তার 'শুভাগমনে' মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর আনিত ধর্মই কুফরীতে পরিণত হয়ে গেলো, আর সে ধর্মের অনুসারীদেরকে কাফের বলা শুরু হলো। এর চেয়ে মারাত্মক অপরাধ আর কী হতে পারে?

মির্যা গোলাম কাদিয়ানীর দুটি অপরাধ

এক হলো, নবুওয়াতের দাবি করে সে এক নতুন ধর্মের জন্ম দিয়েছে এবং সে ধর্মের নাম দিয়েছে ইসলাম। আর দ্বিতীয় অপরাধ হলো, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর আনীত ধর্মকে কুফর বলে সাব্যস্ত করেছে।

তাদের নিকট মির্যা কাদিয়ানীর অনুসারীরা হলো মুসলমান আর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর অনুসারীরা হলো কাফের।

আচ্ছা বলুন তো দেখি, এ পৃথিবীর বুকে কোন ইহুদী নাসারা কিংবা কোন হিন্দু বৌদ্ধ বা শিখ অথবা কোন পারস্য অগ্নিপুজারী কি কখনো এতবড় অপরাধ করেছে?

হয়তো বা এখন আপনাদের বুঝে এসে গেছে যে, মির্যা গোলাম আহমদ ও তার অনুসারীদের কুফরী কতটুকু মারাত্মক। বস্তুত তারা তো সারা দুনিয়ার কাফেরদের চেয়েও মারাত্মক। তারা সেই যিন্দীক, যারা ইসলামকে কুফরী আর কুফরীকে ইসলাম বলে সাব্যস্ত করে।

তারা সেসব লোকদের মত যারা শুকর আর কুকুরের গোশতকে বাজারে হালাল জানোয়ারের গোশত বলে বিক্রি করে মানুষকে নেশাগ্রস্ত বানায়। যদি তারা তাদের এ ধর্ম ও মতাদর্শকে ইসলাম বলে প্রচার না করে স্পষ্টভাবে বলে দিত যে, ইসলামের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই, তাহলে মহান আল্লাহর কসম করে বলছি, তাদেরকে নিয়ে আমাদের এত চিন্তা করার প্রয়োজন ছিল না।

বাহাঈ ধর্ম

এ পৃথিবীতে বাহাঈ নামেও একটি সম্প্রদায় আছে, যারা ইরানের বাহাউল্লাহ ইরানীকে নবী হিসেবে মানে। তারা এ দুনিয়াতে বর্তমানেও বিদ্যমান আছে। আমরা তাদেরকেও কাফের মনে করি। কিন্তু তারা স্পষ্ট ভাষায় একথা বলে দিয়েছে, "ইসলামের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই, আমরা ভিন্ন একটি ধর্মালম্বী যেটা ইসলাম নয়।" ফলে তাদের সাথে কথা এখনেই শেষ, ঝগড়াও শেষ। তাদেরকে নিয়ে কোন মুসলমানের মাথা ব্যথা নেই।

পক্ষান্তরে কাদিয়ানীরা নিজেদের সমস্ত কুফরী আকীদা-বিশ্বাসকে ইসলামের নামে পেশ করে সরলমনা সাধারণ মুসলমানদের ধোঁকাগ্রস্ত করে চলেছে। তাই তারা শুধু কাফের আর অমুসলিমই নয়, বরং তারা হলো মুরতাদ ও যিন্দিক। অমুসলিমদের সাথে মুসলমানদের সন্ধি হতে পারে। কিন্তু কোন মুরতাদ আর যিন্দিকের সাথে কখনো সন্ধি হতে পারে না।

কাদিয়ানীদের প্রতি মুসলমানদের অনুগ্রহ

শরীয়তের দৃষ্টিতে যিন্দিককে হত্যা করা ওয়াজিব। এসব কাদিয়ানীদের উপর তো এটাই দয়া যে, তাদেরকে বেঁচে থাকার অধিকারটুকু দেয়া হয়েছে। তারা সারা দুনিয়াতে এই বুলি আওড়ায় যে, পাকিস্তানে আমাদের উপর জুলুম অত্যাচার করা হচ্ছে। অথচ তারা পাকিস্তানী সরকারের ভদ্রতার সুযোগে অন্যায়ভাবে ফায়দা লুটে নিচ্ছে। পাক সরকার তো তাদের উপর কোন পাবন্দি আরোপ করেনি; বরং তাদেরকে শুধু এতটুকু বলেছে যে, তোমরা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর দীনকে কুফরী আর নিজেদের ধর্মকে ইসলাম বলে সাব্যস্ত করো না। সরকার তাদের উপর এর চেয়ে বড় কোন বিধিনিষেধ আরোপ করেনি। শরীয়তের দৃষ্টিতে তো পাক সরকার তোমাদেরকে হত্যা করতে পারতো। এরপরও সরকার তোমাদের সাথে সহানুভূতি দেখিয়েছে। তোমরা পাকিস্তান সরকারের বড় বড় পদ দখল করে আছো। এতদসত্ত্বেও তোমরা কখনো জাতিসংঘে, কখনো ইহুদী-খৃষ্টানদের দুয়ারে আরো না জানি কত কত লোকের আদালতে তোমরা ফরিয়াদ করে বেড়াও যে, পাক সরকার তোমাদের অধিকারটি ছিনিয়ে নিয়েছে? আর আমরাই বা তোমাদের কি ক্ষতি করে ফেলেছি? পাক সরকার তোমাদের কিইবা পরিবর্তন সাধন করে ফেলেছে?

তোমাদেরকে শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, কালিমায়ে তায়্যিবাহ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" এটা আমাদের কালিমা। এটা নিয়ে তোমরা ছিনিমিনি খেলতে পারবে না। তোমরা মদের বোতলে যমযমের লেভেল লাগিয়ে বাজারজাত করে যাবে আর আমরা তার অনুমতি দিয়ে দেবো। তোমরা কুকুর আর শুকরের গোশতকে হালাল বলে বিক্রি করে যাবে আর আমরা তোমাদেরকে ছেড়ে দেবো।

তোমরা কানা মির্যা গোলাম কাদিয়ানীকে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর মর্যাদায় দুনিয়ার সামনে পেশ করবে আর আমরা এটাও সয়ে নেবো। তোমরা তোমাদের যিন্দীকী আর কুফরী বিশ্বাসকে ইসলাম নামে চলিয়ে দেবে, আর আমরা এটাও মেনে নেবো, এটা কি করে হতে পারে! তোমাদের মুখে লা ইলাহা ইল্লাল্লার মুনাফেকী উচ্চারণ আমাদের কালিমায়ে

তায়্যিবার জন্য অপমান। আমাদের নবীর অপমান। আমাদের দীনে ইসলামের অপমান।

তোমরা আমাদের কালিমাকে, প্রিয় নবীকে আর দীনে ইসলামকে লাঞ্ছিত করে যাবে আর আমরা নিশ্চুপ বসে থাকব? বরং তোমরা যেমন মুখে মুখে কালিমা পড়ে মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিয়ে থাক, আমরা তার উত্তরে কেবল এতটুকুই বলি, যা আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের ব্যাপারে বলেছিলেন, "আল্লাহ তাআলা সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নিশ্চয় মুনাফিকরা চরম মিথ্যাবাদী।"

মুসলমানদের আত্মমর্যাদায় আঘাত

কাদিয়ানীদের মৌলিক অপরাধ কী তা স্পষ্ট করার পর আমি একটি উদাহরণ পেশ করব। উদাহরণ যদিও পুরোপুরি বাস্তব হয় না, কিন্তু কোন কিছু বুঝানোর জন্য উদাহরণের বেশ প্রয়োজন হয়ে থাকে এবং এর আলোকে কোন বিষয় সহজে বোধগম্য হয়ে ওঠে।

মনে করুন, এক ভদ্রলোক দশ ছেলের বাবা। দশ জনের সকলেই তার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করে। জীবনভর সে তাদেরকে নিজের সন্তান বলে পরিচয় দিয়ে গেল। কিন্তু তার ইন্তিকালের দীর্ঘদিন পর এক অপরিচিত লোক এলো, যাকে কেউ চিনে না, বংশ পরিচয়ও জানে না। সে এসে দাবি করলো, আমি ঐ ভদ্রলোকের সন্তান। বরং প্রকৃত অর্থে আমিই কেবল তার সন্তান, আর বাকি ঐ দশজনের কেউ তার বৈধ সন্তান নয়, তারা সকলেই জারজ সন্তান। এ উদাহরণটি পেশ করে আমি দুটি কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।

প্রথম কথা হলো, যে অপরিচিত লোকটি দাবি করলো যে, প্রকৃত অর্থে আমিই হলাম ঐ ভদ্রলোকের সন্তান আর অন্যরা জারজ সন্তান, অথচ ঐ ভদ্রলোকের জীবদ্দশায় সে এরূপ দাবি কখনো করেনি। সমাজের কেউ তাকে এ ভদ্রলোকের সন্তান বলে জানেও না। বলুন তো পৃথিবীর কোন বিবেকবান ব্যক্তি কি লোকটির এ দাবিকে মেনে নিতে পারে? কোন সমাজ রাষ্ট্র কিংবা আদালত কি এ অপরিচিত লোকটির দাবি শুনে তার পক্ষে রায় দিয়ে বাকী দশজনকে জারজ সন্তান বলে আখ্যা দিতে পারে?

দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা হলো, যে দশজনকে সমাজও ঐ ভদ্রলোকের সন্তান বলে জানে। তারাও ভদ্রলোকের জীবদ্দশায় তার সন্তান বলে দাবি করত। আর ভদ্রলোকটিও আমরণ তাদেরকে আপন সন্তান বলে দাবি করেই গেল। এই দশ ছেলে তাদেরকে জারজ সন্তান আখ্যাদানকারী অপরিচিত লোকটিকে প্রতিহত করার জন্য কী পন্থা অবলম্বন করতে পারে?

এ দুটি প্রশ্ন মাথায় রেখে একটু চিন্তা করুন। আজ আমরা যারা মুসলমান। যারা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীনকে পরিপূর্ণভাবে মানি। আমরা সবাই তো তাঁর রূহানী সন্তান। এটা কুরআনেরই কথা:

"নবী মুমিনদের সাথে নিজেদের আত্মার চেয়েও বেশি সম্পৃক্ত এবং তাঁর স্ত্রীগণ হলেন তাদের মা।" অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন উম্মত তার নিজ আত্মার সাথেও এতটুকু সম্পর্ক রাখে না, যতটুকু সম্পর্ক সে তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রাখে। তাই নবীর স্ত্রীগণ হলেন তাদের মা। অন্য এক কেরাতে وهو أبوهم "অর্থাৎ আর তিনি (নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হলেন তাদের পিতা" কথাটিরও উল্লেখ আছে। আর এটাতো স্পষ্ট ব্যাপার, যেহেতু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ আমাদের মা হলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই আমাদের রূহানী বাবা হবেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন থেকে নিয়ে ১৩ শতাব্দী পর্যন্ত সকল মুসলমানই সমানভাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহানী সন্তান ছিল। চৌদ্দশ শতকের শুরুতে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এসে দাবি করে বসল যে, মুসলমান নামে এতদিন যাবৎ যাদেরকে মনে করা হতো এরা কেউ মুসলমান নয়। আসলে এরা সবাই কাফের। আমিই কেবল প্রকৃত মুসলমান। গোটা মুসলিম উম্মাহর কেউ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহানী সন্তান নয়। বরং তারা সকলেই তাঁর জারজ সন্তান। নাউযুবিল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করবেন এটা আমি আমার নিজস্ব শব্দ বলিনি। বরং গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর নিজস্ব শব্দকেই আমি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে যাচ্ছি।

গোটা পৃথিবীর মানুষের বিবেকের কাছে প্রশ্ন হলো, যদি মৃত সম্ভ্রান্ত লোকটির দশ ছেলেকে তার জারজ সন্তান হিসেবে সাব্যস্ত করার জন্য অর্বাচীন লোকটির দাবি সকল সমাজ-রাষ্ট্র ও বিবেকের আদালতে অগ্রাহ্য হয়ে থাকে, তাহলে কাদিয়ানীর এ দাবি কি করে গ্রহণযোগ্য হয়ে গেল!

বংশ পরিচয়হীন হওয়া সত্ত্বেও গোলাম আহমদ কাদিয়ানী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহানী সন্তান হয়ে গেলো? আর গোটা দুনিয়ার মুসলিম উম্মাহ তাঁর জারজ সন্তানে পরিণত হলো। গোলাম আহমদ কাদিয়ানীই একমাত্র মুসলমান হয়ে গেল? আর পৃথিবীর বাকী সব মুসলমান কাফেরে পরিণত হলো?

অবশেষে কোন্ আপরাধে আমাদেরকে কাফের আর জারজ সন্তান আখ্যা দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করা হলো? অথচ আমরা তো রাসূলের আনীত ধর্মের আলিফ থেকে ইয়া পর্যন্ত (এ টু জেড) পরিপূর্ণই মেনে চলি। আমরা তো তার দীনের মাঝে কোন পরিবর্তনও সাধন করিনি। না কোন আকীদা আমরা পরিবর্তন করেছি। বরং গোলাম আহমদ কাদিয়ানীই তো রাসূলের দীনের আকীদাগুলোর পরিবর্তন করেছে। আবার সে-ই গোটা উম্মতকে কাফের আর হারামযাদা বলে গালি দিচ্ছে।

জনৈক কাদিয়ানীর সাথে আমার কথা হলো, আমি তাকে বললাম, ভাই দেখ! ১৩শ বছর যাবৎ মুসলিম জাতি এক ও অভিন্ন ছিল। আমাদের মাঝে কোন ভেদাভেদ ছিল না। কেবল মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর দাবির কারণে আমাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি হলো। তাও চতুর্দশ শতকের শুরু থেকে। তাই আমি তোমার সাথে ইনসাফের কথা বলছি, যদি আমাদের আকীদা-বিশ্বাস অতীতের তেরশ বছরের মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাসের সাথে মিল থাকে, তাহলে তুমি তা মেনে নিয়ে গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে বর্জন করবে।

আর যদি তোমাদের আকীদা-বিশ্বাস তেরশ বছর ধরে চলে আসা মুসলিম উম্মাহর আকীদা-বিশ্বসের সাথে মিল থাকে তাহলে আমরা তোমাদেরকে সত্যবাদী বলে মেনে নেব। এভাবে আমাদের মতবিরোধের একটি মীমাংসা হতে পারে।

কাদিয়ানী লোকটি শিয়ালকোটের পাঞ্জাবী ছিল। সে বলতে লাগল, "জি, সাচ্ছী বাত ইয়েহ হে কে, মে কেহতা মির্যা সাহাব তো সাওয়া বাকী সারিয়া তো ঝোটে সামাঝনে আঁ"। অর্থাৎ সত্য কথা হলো, আমরা তো মির্যা সাহেবকে ছাড়া বাকী সকলকেই মিথ্যুক মনে করে থাকি। এ থেকে হয়তো আপনারা বুঝে গেছেন যে, মির্যা গোলাম কাদিয়ানী এই মিথ্যা দাবি করে যে, শুধু কেবল আমিই হলাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একমাত্র রূহানী সন্তান। আর বাকী সকল মুসলমান হলো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জারজ সন্তান।

আমার জিজ্ঞাসা হলো, ঐ ভদ্রলোকের দশ ছেলের ব্যাপারে বংশ পরিচয়হীন লোকটির দাবি যদি কেউই শোনার উপযুক্ত মনে না করে। আপনারা কি করে কাদিয়ানীদের এসব কথা শোনার উপযুক্ত মনে করেন যে, সারা দুনিয়ার মুসলমানরা ভুলের উপর আছে আর মির্যা গোলাম কাদিয়ানী সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত! সারা দুনিয়ার মুসলমানরা কাফের আর মির্যা গোলাম কাদিয়ানীই একমাত্র মুসলমান! তারা আপনাদের সমাজে এসব কথা বলে বেড়ায়, আর আপনারা খুব আন্তরিকতার সাথে শুনে থাকেন! আমি বলতে চাই, আপনাদের মাঝে ঐ দশ ছেলের মতও কি আত্মমর্যাদা নেই?

উম্মত হিসেবে আমাদের দায়িত্ব

মুহাম্মাদে আরাবীর একজন রূহানী সন্তান হিসেবে আমার-আপনার ও প্রতিটি মুসলমানের কী দায়িত্ব হওয়া উচিৎ? কাদিয়ানীরা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ থেকে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায়। তারা আমাদেরকে কাফের বলে বেড়ায়। অথচ আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দীন মেনে চলি। আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যে দীন মেনে চলি সেটাতো কখনো কুফরী হতে পারে না। যারা আমাদেরকে কাফের বলে তারা আমাদের দীনকেও কুফরী আখ্যা দেয়।

তারা দাবি করে যে, মুসলমানরা নাকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের না-জায়েজ সন্তান। সুতরাং এ অবস্থায় মুসলমানদের আত্মমর্যাদার দাবি কী হওয়া উচিৎ? আমাদের আত্মমর্যাদার আসল দাবি তো সেটাই, যেটা মুরতাদ ও যিন্দীকের ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান। তবে

এটা প্রয়োগ করা ক্ষমতাসীন সরকারের কাজ। আমরা একা তা প্রয়োগ করতে অপারগ। তাই বলে কমপক্ষে এতটুকু তো হতে পারে যে, আমরা কাদিয়ানীদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করি। আমাদের কোন মজলিসে তাদের স্থান না দিই। সর্ব মহলে সর্ব দিক থেকে তাদেরকে বয়কট করি এবং মিথ্যুককে ধাওয়া করে তার মায়ের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে আসি।

আলহামদুলিল্লাহ, আমরা তাকে তার মায়ের ঘরে পৌঁছে দিয়েছি। বৃটিশরা হলো কাদিয়ানীদের মা। যে মা তাদেরকে জন্ম দিয়েছে। তাদের গুরু মির্যা তাহের (বর্তমানে তাদের ৫ম গুরু মির্যা মাসরূর) লন্ডনে তার মায়ের কোলে আশ্রয় নিয়েছে এবং সেখান থেকে গোটা দুনিয়াকে উত্তেজিত করে চলছে। পুরো ইউরোপ আমেরিকা ও আফ্রিকার সাদাসিধে মুসলমানদেরকে গোমরাহ, কাদিয়ানী আর মুরতাদ বানানোর পাঁয়তারা চালাচ্ছে। যারা না পরিপূর্ণ ইসলামকে বুঝে, না কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের হাকীকত সম্পর্কে কিছু জানে।

এমন অবস্থার মোকাবেলার জন্য আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানীতে "আলমী মজলিসে তাহাফ্ফুযে খতমে নবুওয়াত" সংগঠনটি পুরো দুনিয়ায় খতমে নবুওয়াতের পতাকা উড্ডীন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যেমনিভাবে পাকিস্তানে কাদিয়ানীদের বাস্তব চেহারা প্রকাশ পেয়ে গেছে। তারা মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য হয়েছে।

ইনশাআল্লাহ, আশা করা যাচ্ছে, সারা দুনিয়ার সামনে একেক করে তাদের বাস্তব চেহারা প্রকাশিত হয়ে যাবে এবং একদিন সারা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে এ বাস্তবতা সকলের সামনেই বিকশিত হবে যে, কাদিয়ানীরা মুসলমান নয় বরং তারা হলো ইসলামের গাদ্দার। মুহাম্মাদে আরাবীর গাদ্দার। শুধু তাই নয়; বরং তারা গোটা মানবতার গাদ্দার।

ইনশাআল্লাহ, একদিন এমন আসবে, যে দিন পুরো বিশ্বে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন হবে। অবশেষে মুহাম্মাদে আরাবী ও তার প্রকৃত সন্তানদের বিজয় হবে। আমীন! (তোহফায়ে কাদিয়ানিয়্যাত খণ্ড ৩, পৃ. ২৫-৪৪ সংক্ষিপ্ত ও পরিমার্জিত।)

সমাপ্ত